সমরশায়িনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীমদনমোহন মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা

বাল্মীকিযন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩০।

সমরশায়িনী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

“ব্যতিষজতি পদার্থানন্তরঃ কোপি হেতু
নখলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকম্
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতেচন্দ্রকান্তঃ।”

আহা কি পার্ব্বতীয় আশ্রম প্রদেশ, নানাবিধ অবিরল তরুমালায় পরিবেষ্টিত, ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় জলদজালে আবৃত হইয়া শ্যামায়মান হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে আবার সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল আলোকময় করিতেছে, নির্ঝর সমূহের কল কল শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না, বিকচ কুসুম সকল স্নিগ্ধ মন্দ পবনে কম্পিত হইয়া সুরভিরেণু বিকীরণ করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে কিঞ্চিৎ উগ্র ভাবে তরু পর্ণাবলীর শর শর শব্দ শুনা যাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিরল ভাবে জল কণিকা সকল ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে, দূর্ব্বা ক্ষেত্রের হরিতিমায় সেই স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, এখানে তাপসী দেবী বসতি করেন, কুমার অরিজিৎ সিংহ অদ্য এই স্থানে তাপসী সমীপে

বসিয়া চিন্তার তপস্যায় নিমগ্ন আছেন, তাপসী দেবী পাঠক-বর্গের অতি অল্প পরিচিত, তাপসী দেবীর পরিচয় জানিবার জন্য পাঠকবর্গের ন্যায় কুমারের ও ঔৎসুক্য, পরিচয় গোপন করা আর উচিত নয়। তাপসী জিজ্ঞাসা করিল "কুমার! আপনি বোধ হয় শীঘ্রই এই স্থানকে বিরহিত করিবেন, আপনার এই স্থান ত্যাগ করা সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু স্মরণ করিতে আমার মনে বেদনা উপস্থিত হয়, আমার সহিত পুনরায় যে দেখা সাক্ষাৎ হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। "মনে রাখিবেন"— এরূপ বলা শুদ্ধ লৌকিকতা মাত্র, স্বতঃ না জন্মিলে কেহই কাহার প্রতি ভালবাসায় দাবি করিতে পারেনা। মনে রাখার কারণ জন্মিলে স্বভাবতই মনে থাকে, বলিবার অপেক্ষা থাকেনা। আপনার হৃদয়ে দীর্ঘকাল স্থান পাইতে পারি, এরূপ কার্য্য কি করিয়াছি?" এই বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কুমার বলিলেন "দেবি! আপনি ঘোর বিপদকালে যেরূপ উপকার করিয়াছেন, এক জন্মে আপনার ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইবনা, আপনার প্রতি আমার অবিচলিত মাতৃভক্তি, আপনার ন্যায় স্নেহময়ী উপকারিণী যে হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হয়, সে হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, এই দুর্গে যদি আপনার সহিত সদালাপের সুযোগ না থাকিত তাহা হইলে যথার্থই কারাগার বলিয়া বোধ হইত, ইচ্ছা হয় আপনার ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু-ধারী সেবক হইয়া বনবাসী হই।"

কুমারের বাক্যে স্ত্রীজন সুলভ অশ্রুধারা আসিয়া তাপসীর নয়নে উদিত হইল বলিতে লাগিল—"কুমার! আপনার নিমিত্ত যোধপুরেও দিল্লীতে সকলেই ব্যস্ত আছে, আর কাল বিলম্ব বিধেয় নহে, বোধ হয় অদ্যই মোগল সেনা নায়ক আপ-

নার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত হইবে, আগামী দিবস নিষ্কা-
রণ এ দুর্গে অবস্থিতির আর আবশ্যকতা দেখা যায় না, এই
নিবেদন—যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে যেন একবার নির্জ্জনে দেখা
হয় বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

কুমার বলিলেন—“দেবি! আপনার পরিচয় জানিবার
নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমার কৌতূহল উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করি-
বার সুযোগ ঘটেনা, যদি আপত্তি না থাকে তবে আপন পরিচয়
দিয়া কৌতূহল নিবারণ করুন্।”

তাপসী বলিল—“বিশেষ পরিচিত না হইলেও আলাপ
সম্ভাষ দ্বারা লোকের প্রতি একরূপ ভাব জন্মিয়া থাকে। আমার
সহিত আপনার যতদূর আলাপ সম্ভাষণ ঘটিয়াছে তাহাতে অব
শ্যই আপনার মনে মৎসম্বন্ধীয় একরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই
সংস্কারই কৌতূহল নিবারণ পক্ষে যথেষ্ট।”

কুমার বলিলেন—“আপনার প্রতি যে আমার অকৃত্রিম
ভক্তিভাব প্রথম দর্শনাবধি উৎপাদিত হইয়াছে তাহা বোধ করি
আপনিও অনুভব করিতে পারেন, যাঁহার প্রতিভক্তি বা প্রেম
থাকে তাঁহার বিষয় বিশেষ রূপ জানিবার নিমিত্ত কাহার না
কৌতূহল জন্মে?

তাপসী বলিল—“কুমার! আপনার নিকট আমার পরিচয়
বর্ণন করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু আমার
দুঃখময় বৃত্তান্ত শুনিয়া আপনার কোমল হৃদয় দুঃখিত হইবে এই
আশঙ্কায় বিস্তারিত পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না, এ হতভাগিনার
বিবরণ শুনিয়া আপনার দীর্ঘ নিশ্বাস পাত হইবে, তাহা আমার
একান্ত সহনীয় নহে।”

কুমার বলিলেন—“আপনি যে আমার প্রতি সর্ব্বদা একান্ত

স্নেহ ও দয়াবতী তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু আমি যে ক্লেশ ও মর্ম্মপীড়া নিয়ত সহ্য করিতে অক্ষমনই, তাহা আপনি একরূপ জানেন, আপনার সমবেদনা সূচক আমার দীর্ঘনিশ্বাস বা অশ্রুপাত পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ”

তাপসী নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল—“কুমার! আমি কাশ্মীর দেশীয় রাজপত্নী, ভাগ্যক্রমে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। ”

কুমার বলিলেন—“আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা আপনাকে তাদৃশী উচ্চ বংশীয়া বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ”

তাপসী—“আমি কাশ্মীর দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ ধনী ক্ষত্রিয়ের কন্যা ভূপতি হরেন্দ্র দেব আমার পাণি গ্রহণ করেন। ”

কুমার—“বিস্তারিতরূপে বলুন, আপনার বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হইল। ”

তাপসী। “যৌবন সময়ে এক দিবস সখীর সহিত নগর প্রান্তে এক দেব বিগ্রহ দর্শনে গিয়া ছিলাম, উপাখ্যানের এই পর্য্যন্ত বিবৃত হইলেই সেই নিভৃত স্থানে একজন সৈনিক বেশধারী নব যুবা, অপর এক যুবতী যোগিনী উপস্থিত হইল, তাপসী নীরব হইল ইহারা পাঠকদিগের বিশেষ পরিচিত, উভয়ের দ্বারাই ছদ্মবেশ অবলম্বিত হইয়াছে, তাপসী ও কুমার সমাগত উভয়কে মধুর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা উপবেশন করাইলেন, হেমকর, যোগিনী, কুমার, ও তাপসী উপ বিষ্ট হইল, ক্ষণকাল পরে যোগিনী বলিল—“কুমার! ইনি মোগল সেনা নায়ক, সম্প্রতি আপনার উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, সহসা দেখিতে সামান্য বালক বলিয়া বোধ হয়

কিন্তু সাহস ও কৌশল অসাধারণ, নাম হেমকর, আপনাকে দিল্লী লইয়া যওয়াই ইহার অভিপ্রায়, আর বিলম্ব করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, আমরা আপনার আবাস গৃহে যাইয়া জানিতে পারিলাম, আপনি এই আশ্রমে আছেন, আমি পথ প্রদর্শন করিয়া ইহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।”

কুমার হেমকরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন —“ মহাশয়! আপনার বীরত্ব ও কৌশলের নিকট আমার ন্যায় দিল্লীশ্বর ও ঋণী হইলেন, আপনি কৃতকার্য্য সেনা নায়ক, আপনার আদেশ সকলেরই প্রতিপালনীয়।”

হেমকর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—“ কুমার! আপনার অসাধারণ বীরত্বের সুখ্যাতি ভুবন বিদিত, দৈব দুর্ঘটনাবশতঃ একবার বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া আপনার অসামান্য বীরত্ব যশের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারেনা, আপনিই দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনা নায়ক, আমি একজন সামান্য সৈনিক, মহোদয়! যদি আপত্তি না থাকে, তবে আপনাকে কোনরূপ উপহার প্রদান করিলে চরিতার্থ হই” কুমার হেমকরের বাক্যে কোন রূপ প্রত্যুত্তর করিবার সুযোগ পাইলেন না।

হেমকর কুমারকে মৌন দেখিয়া “ কুমার! এই তরবারি উপহার স্বরূপ গ্রহণ করুন ” এই বলিয়া তরবারি হস্তে কিঞ্চিদ গ্রসর হইল, কুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন, উভয়ের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরস্পর অঙ্গ স্পর্শ হইল না, হেমকরের হৃদয় ভাবে উচ্ছলিত হইল, কষ্টে প্রেম ভারাবেগ সংবরণ করিল, কুমার ঈষৎ হাস্য মুখে বলিতে লাগিলেন মহাশয়! আপনার উদারতাও আত্মীয়তা গুণে পরম প্রীত হইলাম, আপনার এরূপ অনুগ্রহ আমার শিরোধার্য্য।”

হৃ ও দস্যুর মনে মনে বলিতে লাগিল—“ পতঙ্গ আর কতক্ষণ অগ্নির আলোক সমীপে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবে, প্রণয়াবেগ সংবরণ করিতে আর সমর্থ হইতেছিনা, এখন কি বলিয়াইবা পরিচিত হই, জানিনা মাধবিকা কিরূপ উপায় উদ্ভা বন করিয়াছে, আমার বিষয় কুমারের কিছুমাত্র স্মরণ নাই, সে দিন অন্তরালে থাকিয়া একরূপ জানিতে পারিয়াছি, হৃদয়! তোমায় এত প্রকার প্রবোধ দিতেছি কিছুতেই শান্ত হইতেছ না, তুমি নিতান্ত অসামাজিক ইতর, যে তোমায় ভাল বাসে তাহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত, উদাসীন ব্যক্তির প্রতি এরূপ ভাবাপন্ন কেন হইলে? আমি বীরপুরুষ সজ্জিত হইয়াছি, তুমি বীর হৃদয়ের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন কর, এখন প্রেমভরে অশ্রু পাতের সময় নহে, জীবিতাবস্থায় পরিচিত হইবার প্রয়োজন নাই, মরণান্তে সকলের প্রকৃত পরিচয় পথে উদিত হইব। না— কিছুতেই ইচ্ছানুরূপ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিনা প্রাণ অধীর হইল।”

মাধবিকা। স্বগত “ অনেককালের পর অনেক যত্নে ও আয়াসে প্রণয়িযুগলের চারিচক্ষু একত্রিত হইল, কুমারের হৃদয় বিস্মৃতি যবনিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে কোন রূপ যাতনা অনুভব করিতে পারিতেছেনা, প্রিয়সখী যে এখন কিরূপ সঙ্কটের অব স্থাতে উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রিয়সখীর ন্যায় অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন অন্যের অনুভবনীয় নহে। দীর্ঘকালের পর নায়ক নায়িকা একত্রিত হইলে প্রথম নায়কেরই উপযাচক হইয়া প্রণয় সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য, নায়িকার প্রথম প্রণয় যাচিকা হওয়া প্রেমের ধর্ম্ম নহে। কিরূপে কুমারের বিস্মৃতি অপনয়ন করিব? ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাব গোপন করিতেছেন, কি প্রকৃতই বিস্মৃতি জন্মিয়াছে?

তাহাতে সন্দেহ আছে, এত ষড়যন্ত্র করিয়া উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম, তুচ্ছ মিলন করাইতে পারিব না? বড় লজ্জার বিষয়, সমুদয় সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কূলে নৌকা নিমগ্ন করিব? নলিনীর প্রণয় প্রসঙ্গ আলাপ করিতে করিতে বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, যদি ছলনা পূর্ব্বক ভাব গোপন করিয়া থাকেন তবে অধিক সময় স্থায়ী হইবেনা, দেখা যাক কি হয়, কুমার, স্বগত " এই নব যুবাকে দেখিয়া আমার হৃদয় অদ্য এরূপ হইল কেন? প্রথম দৃষ্টিমাত্র বোধ হইল যেন কোন স্থানে ইহাকে দেখিয়াছি, একবার অতি পরিচিত বলিয়া যেন বোধ হইয়াছে, চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা, আহা! কি মধুরাকৃতি, ভাব ভঙ্গি কি কোমল, আলাপ সম্ভাষণ কি মৃদু মধুর, শরীরের লাবণ্য অনুপম, কথা বলিবার সময় কখন কখন চির পরিচিতের ন্যায় প্রগল্‌ভভাব অবলম্বন করে, কখন আবার যেন লজ্জা আসিয়া বদন আবরণ করিতে থাকে, ইহার প্রতি সহসা মন আকৃষ্ট হইল কেন? উপকারীর প্রতি যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি হওয়া উচিত, ইহার প্রতি ভালবাসা সেরূপ নহে, ইহার প্রতি মনের যে ভাব ও গতি জন্মিয়াছে, তাহা বড় অদ্ভুত। আমার নিজের প্রকৃতি নিজেই যথার্থরূপ অনুভব করিতে পারিতেছিনা, ইচ্ছা হয় যেন ইহার কণ্ঠধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি, ইহার দৃষ্টিতে যেন কত আত্মীয়তা কত বন্ধুতা কত কোমলতা প্রকাশ হইতেছে, ইহার রূপ পরিত্যাগ করিয়া আমার দৃষ্টি ক্ষণকাল ও অন্যাসক্ত হইতে পারিতেছে না, কি বিষম বিপদ আমার এই পাষাণ হৃদয় বজ্র সদৃশ কঠিন, এরূপ কোমল ভাব প্রবেশ করে কেন? নিজ মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি স্নেহ জন্মিল না, নিজ বন্ধুবান্ধবের

প্রতি হৃদয়ের লক্ষ্য হইল না, এমন কি নিজ জীবনের প্রতি কিছু মাত্র প্রেম নাই, রাজ্য লোভ নাই, যশোলিপ্সা নাই, ধর্ম্ম সাধনাভিলাষ নাই, এ জীবন এক জড পিণ্ড সদৃশ বোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু হঠাৎ এক অপরিচিত পথিকজনের প্রতি বন্ধুতার নিমিত্ত ব্যগ্র হইল কি আশ্চর্য্য! বয়সে বালক আমা অপেক্ষা অনেক কনিষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই, অসম বয়স্কতা বন্ধু প্রেমের বিশেষ অন্তঃরায় স্বরূপ, তাহাতে ও আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রতিবন্ধকতা করিতেছে না। উপকারকের প্রতি উপকৃতব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবশ্যই লজ্জিত থাকিবে, আমার লজ্জা না জন্মিয়া বরং প্রেমাগ্রহ জন্মিতেছে, এক ব্যক্তির নিকট বারবার উপকার পাওয়া বড় অপ মানের বিষয়, আমি কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইতে বাঞ্ছা ও আশা করি নাই, কিন্তু ইহার নিকট উপকৃত হইবার নিমিত্ত আরও ইচ্ছা ও আশা হইতেছে।—

আহা! আমি কি কখন এরূপ লাবণ্য দেখিয়াছি? না—কোথা দেখিব? এই প্রথম এইরূপ রূপতরঙ্গে ভাসমান হইলাম, বোধ হয় যেন কখন দেখিয়াছি—এরূপ রস আস্বাদিত বলিয়া অনুভূত হয়না, যখন আমার হস্তে এই তরবারি প্রদান করে তখন সেই কোমল হস্ত স্পর্শ করিবার বড় সুযোগ ঘটিয়াছিল, বুদ্ধি দোসে সেই সুযোগ হারাইয়াছি। মনের প্রেমাবেগ প্রকাশ করা যদি নিন্দাজনক না হইত তাহা হইলে আমি এইক্ষণ ইহার কণ্ঠধারণ করিয়া বদনের ঘ্রাণ লইতাম। আমার হৃদয়ে যে মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাহার সহিত যেন এই আকৃতির অনেকাংশে সাদৃশ্য বোধ হয়, সেই সাদৃশ্য হেতুই কি এরূপ ভাব জন্মিয়াছে? না—-আর কোন রূপ গূঢ় কারণ আছে? তাহা স্থির করিতে পারিতেছিনা।"

জন্মিয়াছে? না—আর কোনরূপ গূঢ় কারণ আছে? তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

তাপ[illegible]। (স্বগত) "বিংশতিবর্ষ বয়ক্রম কালে সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতিগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি, সেই অবধি কখনই মনের এরূপ ভাব উপস্থিত হয় নাই, হঠাৎ অদ্য চিত্ত বিচলিত হইল কেন? অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না, মনে কোনরূপ নূতন দুঃখোদয় ও দেখিতেছি না। নবাগত যুবাকে কখনই বোধ হয় দেখি নাই, তথাপি চির-পরিচিত বলিয়া অনুভূত হয়। এরূপ স্নেহময় পবিত্র আকৃতি কখনই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই,—উজ্জ্বল কপোল যুগলে স্নেহ যেন প্রলিপ্ত রহিয়াছে, কখন কখন হাস্য বিকাশিত দশনগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইতেছে। দুই একবার আমার প্রতি ভক্তিভাবে দৃষ্টি করিতেছে, ইচ্ছা হয় ইহাকে একবার ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করি। ইহার শরীরে বীরবেশ আমার নিকট দৃষ্টিকটু বোধ হয়, এক একবার ইচ্ছা করি, যুবার শরীর-স্পৃষ্ট হইয়া উপবেশন করি। একবার একবার ইচ্ছা হয় যুবাকে লইয়া নির্জ্জনে গমন করি। একবার একবার মনে হয় ইহার নিকট মনের চিরবেদনা প্রকাশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি। [illegible]

আমায় বড় আকুল করিল। তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিলে উন্মত্ত প্রলাপ প্রকাশ হইবে। আলাপ সম্ভাষণ দ্বারা জানা যাইতেছে,—কুমারের সহিত ইহার পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না, কিন্তু ক্ষণ পরিচয় মাত্রেই এ যেন কুমারের হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছে, আকার ইঙ্গিত দ্বারা মনের ভাব কোনরূপ অগোচর থাকে না। ইহার কি মন হরণ করিবার কোন বিশেষ শক্তি আছে? আমার হৃদয় পাষাণ সদৃশ, সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইবার

নহে। স্নেহে দ্রব হয় না, মমতা রসে সিক্ত হয় না, করুণরসে অভিভূত নহে, কিন্তু অদ্য স্নেহ মমতা ও মায়া দ্বারা আক্রান্ত হইল, অপেক্ষাকৃত আর অধীর হইলে মনের আবেগ গোপন করিয়া রাখিতে পারি না।"

হেমকর। (স্বগত) "ইনি কে? দুর্গস্থ আশ্রমে বাস করিতেছেন, বেশ ভূষা আকার ইঙ্গিত দ্বারা সামান্য তাপসী বলিয়া বোধ হয় না, পুনঃ পুনঃ ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়, বার বার মুখপানে অবলোকন করিতে গেলে কিছু মনে করিতে পারে, এই বিবেচনায় অভিলাষ রোধ করিয়া রাখিতেছি। আহা কি পবিত্র মূর্ত্তি! এরূপ স্নেহময়ী আকৃতি কখনও নয়ন গোচর হয় নাই। বাসনা হয় ইহার ক্রোড়ে বসিয়া 'মা' বলিয়া সম্বোধন করি। ইহার নিকট ফল মূল যাচ্ঞা করিয়া খাইবার বড় সাধ জন্মিল। এই পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, ইহাঁর চরণ সেবায় চির নিযুক্ত থাকিতে পারিলে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করি। ইনি কোমল হস্তদ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিলে জীবন সফল হয়, এবং স্নেহ মিশ্রিত কোপে আমায় করাঘাত করিলে শরীর পবিত্র হয়, এরূপ সুমধুর স্নিগ্ধস্বর কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমার হৃদয় সম্প্রতি কি অদ্ভুত ভাবাপন্ন হইল। যখন কুমারের মুখপানে অবলোকন করি, তখন হৃদয়ে প্রেমানলশিখা উদ্দীপ্ত হয়, আবার যখন তাপসীদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন স্নেহ ও ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে থাকে। এরূপ স্নেহ উদ্ভাবনের মূল কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রণয় বিকাশিত রূপে, স্নেহ অব্যক্ত অপরিস্ফুট রূপে, আমার মর্ম্মপীড়া দিতেছে। এ অবস্থায় মনোগত ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষা গোপন করা ভাল।"

মাধবিকা। (স্বগত) "আমরা সকলেই নীরবে আছি, প্রিয়সখী বিদিত সারে, কুমার অপরিজ্ঞাত রূপে অনুরাগ ভোগ করিতেছেন, ইহাঁদিগের যাহাতে শীঘ্র পরিচয় হয়, চিন্তনীয়। এই তাপসীর পরিচয় জানিতে অনেক দিন ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটে নাই, অদ্য পরিচয় লইতে হইবে।"

তাপসী। (স্বগত) "এই যোগিনীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বড় অভিলাষ জন্মিয়াছে, সুশীলা হইলেও কিঞ্চিৎ চপল প্রকৃতি বলিয়া অনুমিত হয়, বোধ হয় প্রকৃত পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে, যাহা হউক বিশেষরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাইবে।"

কুমার। (স্বগত) "নায়ক যুবা বোধ হয় আমার দিল্লী যাওয়ার বিষয় উল্লেখ করিতে আসিয়াছে, বলিবার সুযোগ পাইতেছে না, দেখা যাক কি হয়।"

এসময়ে একজন সৈনিকপুরুষ আসিয়া বলিল, "প্রভু! বড় এক অদ্ভুত সংবাদ,—গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি, নায়কযুবা অগত্যা গাত্রোত্থান করিল, অতিকষ্টে হৃদয় ও নয়ন সংবরণ করিয়া চলিল,—যোগিনী ও ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ গমন করিল, কিয়ৎক্ষণ পরে কুমার তাপসীর প্রস্তাব বিস্মৃত হইয়া নিজ আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেন, এখন সেই গৃহ বস্তুতঃই কারা গৃহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ন জানে কেয়ং মে————গুণবতী।"

বয়স বিংশতি বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, এ রূপবতী কামিনী কে? একাকিনী এই নিবিড় উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া নীরবে রোদন

করিতেছে, দেখিলে মূর্ত্তিমতী সাধুতা ও পবিত্রতা বলিয়া বোধ হয়, অনেকেরই এরূপ ভ্রম আছে যে আকৃতি দ্বারা কিরূপে সাধুতা ও পবিত্রতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকৃতিতেই চরিত্র বোধের প্রধান উপকরণ বলিয়া বোধ হইবে সতী সাধ্বীর রূপ লাবণ্য লম্পটের নিকট জ্বলদগ্নি শিখার সদৃশ অনুমিত হয়, স্পর্শ করিতে সহসা সাহস হয় না, রাবণের ন্যায় নিতান্ত হতচেতন না হইলে কেহই এই স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। সাধু লোকেরা সেইরূপ রাশি পবিত্র অমৃতরাশির তুল্য বোধ করেন, অসতী, অসাধারণ রূপবতী হইলেও তাহার রূপ লাবণ্য, সাধুলোকেরা বিষবৎ বোধ করেন, কামিনীদিগের হাস্য ও কটাক্ষ ভঙ্গিমাতেই মনের প্রবৃত্তি অভিনয় করে, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা অতি সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম। এই কামিনীকে দেখিয়া মোগল সৈনিকেরা সরস দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হয় নাই। অনেক দুরাচার দুর্নিবার প্রমত্ত যবন সেনা ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে অভিলাষী হয় নাই। কেবল যে নায়কের শাসন ভয় তাহার কারণ এরূপ নহে, নিজ সতীত্ব আত্মরক্ষার দুর্গ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

হেমকর এই রূপবতীর তত্ত্ব পাইবামাত্র যোগিনীর সহিত সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল এবং অতি কোমল ভাবে নিকটে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। কামিনী অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া বদন অবনত করিল, হেমকর মনে মনে বলিল, "হায়! আমার বেশ পরিচ্ছদ ইহার ভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। কেবল ইহার কেন? মাধবিকা ভিন্ন সকলেই প্রতারিত হইয়াছে। হৃদয়নাথ হৃদয় পাইয়াছেন, কিন্তু এ যাত্রায় পরিচয় পাইতে পারেন নাই।"

যোগিনী কিঞ্চিৎ ব্যবহিত থাকিয়া মাধবিকাকে ইহার সহিত

আলাপ করিতে অনুমতি করি, এই বলিয়া যোগিনীকে এই ভাবে ইঙ্গিত করিবামাত্র যোগিনী সেই গুণবতীর অতি সমীপবর্ত্তিনী হইল। হেমকর কিয়ৎ ব্যবহিত অন্তরালে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল, অপর যুবা হইলে সহসা এরূপ অন্তরালে যাইত না। হেমকর যেরূপ কামিনীকুলের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ, এরূপ মর্ম্মজ্ঞ যুববেশ ধারী আর দ্বিতীয় নাই। অপরিচিত যুবা পুরুষের নিকট নব যুবতীগণ প্রথম কিরূপ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়, তাহা নব যুবকেরা হেমকরের ন্যায় লোকের নিকট শিক্ষা পাইতে পারিলে আর সময়ে সময়ে অপরিচিত নবযুবতী সম্বন্ধে অন্ধ মুগ্ধ ও অজ্ঞবৎ ব্যবহার করিবে না।"

যোগিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? কি নিমিত্তে এই বিজন উদ্যানে আসিয়াছ? কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর? আকার ইঙ্গিত ও ভাবে তোমায় ব্যাকুল ও বিপন্ন বোধ হইতেছে। আত্মীয় বোধ করিয়া আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলে হানি নাই—"

কামিনী বলিল,—"আমি পুণাধিপতির সঙ্গিনী, মহারাজের বিপদে আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, পুণাপতি মোগল শত্রুদিগের কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে পরাস্ত হইয়াছেন। বিনা যুদ্ধে শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, জীবন ও ধর্ম্ম রক্ষার অনুরোধে এই বিজন স্থান আশ্রয় করিয়াছি। জগদীশ্বরেব কৃপায় সেনানায়কের নীতিসঙ্গত সুশাসন ক্রমে কোন সৈনিক আমার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই, এমন কি কেহ আমার দিকে দূষিত দৃষ্টিপাত করে নাই। এই নিমিত্ত সেনানায়কের প্রতি ধন্যবাদ।

যোগিনী বলিল,—"আমি এই পর্ব্বতে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিতেছি। পুণারাজের অন্তঃপুরিকাদিগের অনেকের সহিত পরিচয় আছে, কিন্তু তোমায় যে কখন দেখিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না।"

কামিনী বলিল,—"আমায় না দেখিবার অনেক কারণ আছে।

আমি তোমায় অনেক দিন দেখিয়াছি এবং বীণাবাদন সহকারে সঙ্গীত করিতে শুনিয়াছি।”

যোগিনী। “তোমার বেশ পরিচ্ছদে ও পরিচয়ের আভাসে পুণার কোন রাজমহিষী বলিয়া বোধ হয়। তোমার রূপ লাবণ্য যে রাজপ্রার্থনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

কামিনী। “আমি রাজমহিষী নই।”

যোগিনী। “রাজমহিষীদিগের সহিত আমার পরিচয় আছে, শিবজীর সহিত তোমার কি সম্পর্ক?”

কামিনী। “তিনি আমার প্রতিপালক, আমি তাঁহার প্রতিপালিতা।”

যোগিনী। “এই কথা দ্বারা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।”

কামিনী। “আমি অস্পষ্ট কিছু বলি নাই।”

যোগিনী। “আমার সন্দেহ দূর হয় নাই।”

কামিনী। “কোন্ বিষয়ে?”

যোগিনী। “তোমার ও শিবজীর মধ্যবর্ত্তী স্নেহ কি প্রেম?”

কামিনী। “ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।”

যোগিনী। “শিবজী তোমায় স্নেহ করেন, কি প্রেম করেন?”

কামিনী। “তা শিবজীই জানেন।”

যোগিনী। “তুমি তাঁহাকে কিরূপ ভাবে ব্যবহার কর?”
তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম কি স্নেহ?

কামিনী। “এখন আমার রসিকতার সময় নয়। আমি বিপদে পতিত হইয়াছি, জীবন তত প্রার্থনীয় না হউক, ধর্ম্ম ও মান রক্ষা একান্ত-বাঞ্ছনীয়।

যোগিনী। “মোগল সেনানায়কের প্রতিনিধি হইয়া বলিতেছি। ধর্ম্ম ও মানের নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। স্নেহ প্রেম

প্রভৃতির ক্ষতি পূরণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। ভালবাসা ভাঙ্গিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা গড়ান সহজ নহে।”

কামিনী। “সময়ানুসারে তোমার সহিত মনের মত হাস্য পরিহাস করিব, প্রাণ অধীর প্রায় আছে।”

যোগিনী। “কোন চিন্তা নাই, তোমার ধর্ম্ম ও মানের প্রতি কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইবে না।”

কামিনী। “পুণাধিপতি এখন কোথায় আছেন? যুদ্ধে তাঁহার কিরূপ ঘটিয়াছে? এই চিন্তায় আমার হৃদয় আকুল হইতেছে। কোন প্রধান মোগল সৈনিক পুরুষ ভিন্ন এ বিষয়ের নিশ্চয় তত্ত্ব কে জানে?”

হেমকর অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিল, কিন্তু এ পর্যন্ত যুবতীর বিশেষ পরিচয়ের অভাবে পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না, মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—“এই বেশে উহাদের সমীপে যাওয়া অনুচিত বটে, কিন্তু না যাইযা আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মন বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে, এই কামিনীর সমীপে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। শিবজীর বিবরণ জানাইয়া উহার চিন্তা দূর করি, সহসা নিকটে যাইয়া বলিল,— “আমি একজন সৈনিকপুরুষ, আমায় দেখিয়া শঙ্কিত ও চকিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সদৃশী।”

যোগিনী বলিল,—“ইনি মোগল সেনানায়ক, ইনিই কৌশল পূর্ব্বক এই পর্ব্বত অধিকার করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়াছেন, ইনি শিবজীর বিষয় অনেকদূর জানিতে পারেন,” এই কথা শুনিয়া যুবতীনায়ক যুবারদিকে অবলোকন করিল।

হেমকর বলিল,—“পুণাধিপতি শিবজীর নিমিত্ত কোনরূপ

চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ ব্যক্তির সহসা কোনরূপ বিপদ সম্ভাবনা কোথায়? মহৎলোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন।"

যুবতী বলিল,—"মহারাজ কি ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন?"

হেমকর। "না,—পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন।"

যুবতী। (স্বগত) "বীরপুরুষেরা যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রায় সত্য কথা বলে না, প্রায় কৌশল চাতুরী ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করে। হয় ত মহারাজকে রুদ্ধ রাখিয়া আমার নিকট গোপন করিতেছে. অথবা আমার নিকট গোপন বা প্রকাশ দ্বারা কোন ক্ষতি বা ফল নাই, তবে এরূপ স্থলে মিথ্যা ব্যবহার করিবার আবশ্যক কি?"—

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না, লজ্জা বোধ হয়। কামিনী যদি হেমকরের সহিত চারিচক্ষু মিলন করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইতে পারিত, তাহা হইলে কখনই অপরিচিত অপর পুরুষ বলিয়া কুণ্ঠিত হইতে হইত না।"

যোগিনী। "শিবজী তোমর ভক্তিভাজন কি প্রণয়াস্পদ, তাহা গোপন করিলে, পরিচয় কিছুই পাইলাম না. এমন কি, তোমার নামটী পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।"

কামিনী। "আমার নাম নর্ম্মদা।"

হেমকর ও যোগিনী অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারিল—শিবজীর সহিত ইহার কোন প্রণয়সম্বন্ধ আছে, প্রকাশ করিতে লজ্জা জন্মিল। অধিকাংশ অনুমানই যখন ভ্রম শূন্য নহে তখন ইহাদের এই অনুমানের প্রতি পাঠকবর্গের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

হেমকর ও যোগিনীর অনুরোধে নর্ম্মদা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মনো মে সম্মোহঃ স্থিরমপি হরত্যেব বলবা-
নয়ো ধাতুং যদ্বৎ পরিলঘুরয়স্কান্তশকলঃ॥"

কুমার অরিজিৎ সিংহ কখন কখন অপরাহ্ন সময়ে এই বিজন উদ্যানস্থ প্রস্রবণ সমীপে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেন, অদ্য সেই উদ্যানে সেই প্রস্রবণ সমীপে, সেই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ সময়ে এক শিলাখণ্ডে আসীন হইয়া আছেন, কিন্তু চিন্তা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেঘ নিরীক্ষণ করিতেন, আজও মেঘ দেখিতেছেন, পূর্ব্বে যেরূপ কল্পনা করিতেন, আজ সেরূপ নয়, পূর্ব্বে কল্পনা হইত— মেঘ সকল হস্তি যূথের ন্যায় দ্রুতবেগে আসিয়া গিরিশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, মেঘ সকল শৃঙ্গবরকে বেষ্টন করিয়া গর্জ্জন করি-তেছে, শৃঙ্গবর গুহামুখ দ্বারা প্রতিধ্বনিচ্ছলে প্রতিগর্জ্জন করিতেছে, শৃঙ্গ এমনি ধীর, এমনি সহিষ্ণু, এমনি অচল যে কিছুতেই বিচলিত হইতেছে না। মেঘগণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিদ্যুৎরূপ বিকট দন্ত বিকাস করিয়া ভ্রূকুটি মুখে গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে শৃঙ্গ কাতর নহে; জলরূপ অস্ত্রধারা পাত করিতেছে, তাহাতে অস-হিষ্ণু নহে; বজ্রাঘাতে শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে, কিন্তু ভয়ে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে না। বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ সকলে মেঘদিগেরই সহায়তা করিতেছে, তথাপি শৃঙ্গরাজ শঙ্কিত বা কুণ্ঠিত নহে। ধন্য শৃঙ্গরাজ!

আজিকার কল্পনা আর একরূপ, শৃঙ্গরাজ মেঘদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া ক্ষণকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সুখী নহে। মেঘের ক্রোড়ে যে পরমাসুন্দরী এক চঞ্চলা কামিনী আছে, তাহার প্রতিই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত, শৃঙ্গ এত ক্লেশ সহ্য করিতেছে, তথাপি নড়িতেছে না। তাহার গর্ব এই, সেই কামিনী শৃঙ্গের পক্ষে কেশরিণীর ন্যায় শরীর বিদারণ করিতেছে, মর্ম্ম ভেদ করিতেছে অঙ্গ চ্ছেদ করিতেছে। কিন্তু শৃঙ্গবরের পক্ষে তাহা বড় আদরণীয়, অপ্রেমিক মূর্খ লোকের নিকট ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু প্রেমিক লোকেরা ইহাতে চমৎকৃত নহে। মেঘের কোলে যদি সেই রূপবতী বিরাজিত না থাকিত, তবে শৃঙ্গবর কখনই মেঘ আলিঙ্গন করিয়া রাখিত না, তাহার শিলাবৃষ্টি সহ্য করিত না। মেঘের সহিত যে শৃঙ্গের বন্ধুতা, তাহার কারণ কুমার এত দিনে বুঝিতে পারিলেন। কুমার অরিজিৎ এরূপ নীচ প্রকৃতি নহেন, অবস্থা ও সময়ে এরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক ধার্ম্মিক লোকে কুমারের এরূপ কল্পনা জানিতে পারিলে চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে পারেন, বস্তুতঃ এক ব্যক্তির ক্রোড়ের স্ত্রীরত্ন দেখিয়া অপর ব্যক্তির লোভ নিতান্ত অন্যায় বটে, কিন্তু দ্রব্যগুণের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মহা যোগী তপস্বীর লৌহ সদৃশ হৃদয়কেও কামিনীরা চুম্বকাকারে আকর্ষণ করিয়া লয়। অবস্থা বিশেষের দূষিত কল্পনা মার্জ্জনীয়।

মন্দপবনে কুসুম সকল হেলিতে দুলিতে দেখিয়া কুমারের মনে আর এক প্রকার অপূর্ব্ব কল্পনার উদয় হইতে লাগিল। ফুল ও বাতাসের খেলা আজ যে নূতন দৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ নহে, কিন্তু কল্পনাটী নূতন, পূর্ব্বে এরূপ কল্পনা স্বপ্নের অগোচর ছিল, বাতাস কত নদী কত পর্ব্বত ও সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে,

কেবল প্রেমের অনুরোধেই এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। প্রথম অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র কুসুম লজ্জায় শঙ্কায় কম্পিত হইতেছে, কিন্তু ভাব ভঙ্গিতে বোধ হয় যেন হৃদয়ে অভিলাষের বীজ নিহিত আছে। বাতাস আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত যেন অতি চঞ্চলভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। কুসুম সুন্দরী বিকাস চ্ছলে মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া হাস্য করিতেছে। বাতাস আবার মর মর শব্দে কাণে কাণে জানি না কি বলিতেছে। কুসুম একবার পত্রা-বরণচ্ছলে হস্ত দ্বারা যেন মুখ আচ্ছাদন করিতেছে, আরবার বাতাসের কথায় মনোযোগ করিয়া হাসিতেছে, বাতাস একবারে মুগ্ধ হইয়া উগ্রভাবে আলিঙ্গন করিল,—কুসুম অবনত ভাবে জড় সড় হইয়া পড়িল, বাতাস উহাকে ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ অপসৃত হইল। এবার বিশেষ কিছুই লাভ হইল না, কেবল অঙ্গের সৌরভ অঙ্গেই লাগিল। মধুর তৃষ্ণা গন্ধমাত্রে নিবারণ হইবার নহে, অনেক রসিকের হৃদয় এই পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ফলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বাতাসের দুরাশা সহজে পূর্ণ হইতে পারে না। বাতাস আবার পূর্ব্বাপেক্ষা উদ্ধতভাবে সম্মুখবর্ত্তী হইল—প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রসিকরাজ মধুকর ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। পত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, এখন পলাইবার সময় বিপক্ষের প্রত্যক্ষগোচর হইল। যাওয়ার সময় কুসুমের কাণে কাণে জানি না, কি বলিয়া গেল, বাতাস অলিকে দূর করিয়া কুসুমকে আবার আলিঙ্গন করিল। ছি! অলিকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাতাসের ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মিল, বাতাস ত বড় নির্ঘৃণ। ভৃঙ্গের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিল, কুসুমের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তির উদয় হইল। ক্ষণমাত্রে সেই বিরক্তি চলিয়া গেল। নূতন প্রেমিকদিগের মতে এরূপ অবস্থায় বাতাসের আর

এখানে আসা উচিত নয়, কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমিকগণ প্রেম সম্বন্ধীয় অপরাধ সর্ব্বদাই ক্ষমা করিয়া থাকে। অনেকের নিকট ইহা ভাল বোধ হয় না। এই জগৎ বিভিন্ন রুচিতে পরিপূর্ণ। কুমার আর এক দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখেন, বাতাস আবার মাধবী লতার নিকটবর্ত্তী হইয়া যেন অনুনয় বিনয় করিতেছে, মাধবী লজ্জায় ও শঙ্কায় অবলম্বিত তরুকে অধিকতর দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছে, বাতাস আবার অতি মৃদুস্বরে কি বলিতেছে! এ অতি কুৎসিত অভিরুচি ত! এই অবস্থায় ঘৃণা হওয়াই উচিত।

কুমার নানা প্রকৃতি দেখিয়া নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। কল্পনার প্রকৃতি দ্বারাই কুমারের মনের ভাব অনুমিত হইতে পারা যায়।

এদিকে যোগিনী ও হেমকর কুমারের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে যাত্রা করিল, যোগিনী বলিল, "সখি! তুমি একাকিনী যাও, তাহা হইলে মনের ভাব পাইতে পারিবে। হয়ত তোমার অনুরোধে দিল্লী যাইতেও পারেন। আমায় দেখিলে অবশ্যই মনের ভাব গোপন করিবেন সন্দেহ নাই।"

হেমকর বলিল, "তোমার সঙ্গে গিয়াই কিছু বলিতে পারি না, তোমাকে ছাড়িয়া গেলে একটী কথাও বলিতে পারিব না। বোধ হয়, সমুদয় সময় অবনত হইয়াই যাপন করিব।"

যোগিনী। (স্বগত) "ইহাকে আজ একাকিনী পাঠাইয়া দেখি কি হয়, যদি পরিচয় হইয়া যায়, ভালই, যদি পরিচয় না হয়, তথাপি অনেকদূর মনের ভাব পরস্পর প্রকাশিত হইবে।" প্রকাশে বলিল, "ভয় কি? এক প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাস্ত করিয়া অজেয় দুর্গ অধিকার করিলে তাঁহাকে কেবল পরাস্ত করিলে এরূপ নয়, হস্তগত করিবারও উপায় লাভ করিলে, একাকী রাজকুমারের

সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যাইতে শঙ্কা হইতেছে? কি আশ্চর্য্য!”

হেমকর যোগিনীর উত্তেজনায় সম্মত না হইয়া পারিল না। মৌনভাব দ্বারা অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিল। যোগিনী পথ বলিয়া দিয়া স্থানান্তরিত হইল।

হেমকর ধীরে ধীরে কুমারের নিকট উপস্থিত হইল, হেমকরের বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আর একরূপ চিন্তার উদয় হইল। পূর্ব্বচিন্তিত কল্পনা সকল সহসা অন্তর্হিত হইল, চক্ষুর অনুরোধে মন এরূপ ব্যাপৃত হইল যে, আর কল্পনার অবকাশ কোথায়? অনিমেষ নয়নে নবযুবার বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন। নীরস হৃদয় লোকে মনে করিতে পারে, এক বদন মুহূর্ত্তে সহস্র বার অবলোকন করিবার প্রয়োজন কি? একবার দুইবার দেখিলে আর দেখিবার কি বাকি থাকে? রসিক লোকদিগের এরূপ মত নহে, তাঁহারা বলেন,—প্রিয়জনের বদন অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালের আধার, জগতের সমুদয় পদার্থ পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু ইহা যতবার দেখ, ততবারই নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, তাহার কটাক্ষপাতকে অনন্ত বহুরূপী অভিনেতা বলিলেও হানি নাই। প্রেমিককে কখন ত্রস্ত করে, ব্যস্ত করে, চিন্তিত করে, কখন প্রফুল্ল করে, আমোদিত করে, কখন ব্যগ্র করে, উৎসাহিত করে, কখন কখন যার পর নাই হতাশ করে। প্রিয়কটাক্ষে বিধাতার সৃষ্টি কৌশল যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। প্রিয়জনের চক্ষু প্রেমিকের নিকট যে কি অদ্ভুত পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা কথনের অতীত, অন্যেরা সাধারণ চক্ষুই দেখে, কিন্তু যে ভালবাসার অধীন, তাহার কথা স্বতন্ত্র, সে যে কি অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে পায়, সেই তা জানে, অন্যের বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন।

হরিচন্দনের কুসুম, অমৃতের প্রস্রবণ, কেহ কোন কালে দেখে নাই। আমি বলিতেছি, প্রেমিকজনেরা প্রিয়জনের হাসিতে সর্ব্বদা দেখিতে পায়, নিকটে আসীন হইলে যুবার মুখ পানে অনিমেষ নয়নে বার বার অবলোকন করাতে নিতান্ত নীচাশয়তা ও অভব্যতা প্রকাশ হইবে, এই বিবেচনায় কুমার আসিবার অবকাশে ভালরূপ আশানুরূপ অবলোকন করিয়া লইতেছেন। যুবা আসিয়া সম্মুখে উপবেশন করিল, যথোচিত সম্মান করা হইল, কিছু কাল উভয়ে নীরব, কুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,— "এই অল্প পরিচিত যুবা কেন আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে? স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত দ্বারা অনুমান হয়, ইহারও যেন আমার প্রতি অসাধারণ আন্তরিক ভাব আছে। এরূপ ভালবাসার মূল কি? ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি সর্ব্বদা যে কামিনী রূপ ধ্যান করি, তাহার সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, দেখিতে দেখিতে এখন অনেকবার এক বদন বলিয়া ভ্রম হইতেছে। বিশেষ পরিচয় নিলে এই যুবা সেই যুবতীর নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয় হইবে সন্দেহ নাই। সাদৃশ্য হেতুই আমার মন ইহার প্রতি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। সাদৃশ্যের কি এরূপ শক্তি হইবে, আমার হৃদয় সদৃশ পাষাণকে দ্রব করিবে। আমার হৃদয়, দর্পণে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেন তাহা ধরিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছে। এই যুবার প্রতি যে আমার মানসিক গতি, তাহা আশ্চর্য্যরূপ! এ কি ভ্রাতৃস্নেহ?—না, তবে একি সহাধ্যায়ি-প্রেম?—তাহাও নয়। এই ভাবের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ কামদেবকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইচ্ছা হয়, কণ্ঠে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি। হায়! আমার মনের প্রকৃতি এরূপ বিকৃত হইল কেন?

হেমকর মনে ভাবিতে লাগিল, "কুমার আমায় ত কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। আমি প্রথম কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিব, আমার অন্তঃকরণের অদ্ভুত ভাব উপস্থিত হইল। একবার প্রফুল্ল হইতেছে, আবার অধীর হইতেছে, আবার লজ্জায় জড় সড় হইতেছে। কি করিব, কিরূপে তাঁহার সম্ভাষণ ভাজন হইব, স্থির করিতে পারিতেছি না। একবার ইচ্ছা হয়, কুমারের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করি, অই স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করি। কিছু কাল পরে কুমার বলিল,—"আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ হয়, পাওয়া হইয়া থাকিবে।"

হেমকর। "হাঁ পাওয়া হইয়াছে।"

কুমার। "তাহার উত্তর পাই নাই।"

হেমকর। "উত্তর জানাইতে আসিয়াছি।"

কুমার। "স্বয়ং আসিয়া ক্লেশ স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন ছিল? লোক দ্বারা পত্র পাঠাইলে কোন হানি ছিল না।" এই কথা হেমকরের হৃদয়ে আঘাত করিল। কেবল যে হেমকরের হৃদয়ে আঘাত করিবে, এরূপ নয়, যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, তাঁহার হৃদয়েও অগ্রে আঘাত করিয়াছে, উভয়েই সহ্য করিলেন।

হেমকর। "দিল্লীশ্বরের এরূপ অভিপ্রায় যে, সম্ভ্রান্ত লোকের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। লোক দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিলে আপনার মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি।" . . .

কুমার। "বলুন।"

হেমকর। "আপনি সম্রাট সমীপে যাইতে সম্প্রতি অসম্মত কেন?"

কুমার। "নিজ ভবনে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।"

হেমকর। "দিল্লী হইয়া পরে যোধপুর যাইবেন।"

কুমার। "দিল্লী যাইবার বিশেষ আবশ্যক কি? আমি অকৃত-কার্য্য হইয়াছি, এই মুখ দেখান কেবল সূর্য্যবংশের লজ্জা ভিন্ন নহে। আমি যুদ্ধে হত হইয়াছি, দিল্লীশ্বরের এরূপ মনে করাই উচিত।"

হেমকর। "দিল্লীশ্বরের যুদ্ধকাণ্ড এই কি শেষ হইল? অবশ্যই সময়ে সময়ে নানা স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। শিবজী সহজে পরাস্ত হইবার লোক নন। কোন মহাবীর দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইলে তাঁহার বীরত্বের হানি হয় না। কোন না কোন দিন বীরবর অবশ্যই সেই কলঙ্ক মোচন করিবার সুযোগ পান। দৈবানুকূলতা হেতুক আমি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি, বলিয়া আপনা অপেক্ষা আমি কখনই বীর নহি। জয় পরাজয় দ্বারা বীরত্বের তারতম্য করা অজ্ঞের কর্ম্ম।"

কুমার। "কৃতী লোকেরা সর্ব্বদা নিরহঙ্কার, আপনি নিজের প্রশংসা নিজ মুখে কেন উত্থাপিত করিবেন? ভারতবর্ষের সমস্ত লোকে একবাক্য হইয়া আপনার প্রশংসা করিবে।"

হেমকর। "যাহাই হউক, আপনি চলুন, আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

কুমার। "আপনি আমার উদ্ধারকর্ত্তা, আপনার অনুরোধ সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, কিন্তু সম্প্রতি সাধ্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

হেমকর। "আমি যে ভাবে বলিয়াছি, আপনি সেই ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অন্য ভাবে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।"

কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছি।" হেমকর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কুমারের

হস্তস্থ অঙ্গুরীয় দেখিতে লাগিলেন। কুমার হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু হেমকরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন না। যুবতীরা সময়ে সময়ে এমন ছল অবলম্বন করে যে, তাহা পুরুষেরা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় অতি কোমল, দুর্ব্বল, পুরুষের অনেক পূর্ব্বে অধীর হইয়া পড়ে। হেমকরের সমুদয় ছল আজ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। হেমকর কুমারের হস্ত স্পর্শ করিল, কুমার হেমকরের হস্ত ধারণ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কুমার মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা, হস্তখানি কি কোমল, এরূপ হস্ত কখনই যুদ্ধ কার্য্যের যোগ্য নহে, কৌশলবলে জয় লাভ হইয়াছে। হেমকর কুমারের বিশাল স্কন্ধে কোমল কর অর্পণ করিলেন, তাহাতে কুমারের শরীর রোমাঞ্চ হইল। কুমার আবার দক্ষিণ ভুজ দ্বারা যুবার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলে, তাহাতে যুবা যে সন্তোষ লাভ করিল, তাহা কুমার অনুভব করিতে পারিল, কুমারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিল, বার বার যুবার মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিলেন, আর লজ্জা বোধ হয় না; লজ্জার সময় প্রায় অতীত হইয়াছে, লৌকিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসা হইয়াছে।

কুমার। (স্বগত) "আমার এরূপ মনোবিকার হইল কেন? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না, সাদৃশ্য দ্বারা এতদূর ঘটিলে কেন? এক যুবা অপর যুবার হৃদয় হরণ করে, এইটী বড় আশ্চর্য্য। এরূপ নূতন কাণ্ড বোধ হয় কেহ আর প্রত্যক্ষ করে নাই, ইচ্ছা হয় ও মুখ-পদ্মের ঘ্রাণ লই।"

হেমকর। (স্বগত) "অন্তঃকরণ বড় ব্যাকুল হইল, আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, ছদ্মবেশ রাখিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না।"

এদিকে মাধবিকা হেমকরকে পাঠাইয়া কিছুকাল পরে মনে মনে চিন্তা করিতেছে, এতক্ষণ প্রিয়সখী কুমারের সহিত হয়ত অনেক বিষয় আলাপ করিয়া থাকিবে, এখন আমার যাওয়া উচিত, আর বিলম্ব শোভা পায় না। এই বলিয়া এক সুসজ্জিতা বীণা লইযা কুমারও হেমকর সমীপে উপস্থিত হইল, যোগিনীকে দেখিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত হইয়া সাবধানে উপবিষ্ট হইল, এসময়ে মাধবিকার উপস্থিত হওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম হইয়াছে, আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করা উচিত ছিল, উভয়ের হৃদয়-মন্দির হইতে শঙ্কা ও লজ্জা প্রহরিণী দ্বয় যেন কিঞ্চিৎকাল অবকাশ লইয়া কিছু দূরে গিয়াছিল, সহসা যেন উহারা স্বস্থানে উপস্থিত হইল, উভয়ের ভাব হঠাৎ আর এক রূপ হইল।

"যোগিনী উভয়ের সম্মুখে উপবেশন করিয়া পার্শ্বভাগে বীণা স্থাপন করিল।"

কুমার বলিলেন, "যোগিনি! কোথা হইতে আসিলে?"

যোগিনী বলিল, "প্রত্যহ যেখান হইতে আসিয়া থাকি।"

কুমার। "কোন নূতন অভিলাষ আছে?"

যোগিনী। "কিছুই নয়, এইমাত্র যে আপনার দর্শন।"

কুমার। "তাহা কি নূতন?"

যোগিনী। "আমার নিকট নিত্য নূতন নূতন বোধ হয়।"

কুমার। "তোমার যে অত্যন্ত নূতনপ্রিয়তা।'

যোগিনী। "আপনার মুখে এরূপ রসিকতা কখন আর শুনি নাই, আজ এই এক নূতন শুনা গেল।"

কুমার। "যোগিনি! বীণা লইয়া আসিয়াছ, একটী গান শুনাও।"

যোগিনী। "কিবিষয় গান করিব।"

কুমার। "তোমার যা ইচ্ছা।"

যোগিনী। "শুনুন।" এই বলিয়া বীণা উত্তোলন করিল, এবং কিছুকাল বাদন করিয়া তৎস্বরসংযোগে গান আরম্ভ করিল।"—

রাগিণী খাম্বাবতী—তাল মধ্যমান।

আর নাহি পড়ে এ মনে, ভুলিয়াছি এতদিনে,
অন্তরে যে জ্বালা ছিল, একেবারে জুড়াইল,
চিন্তানল নিভে গেল, বাঁচিলাম প্রাণে,
হয়েছি সে ভাব হারা, আগে কেঁদে হতেম সারা,
এবে আর বারিধারা এসে না নয়নে।

গান শুনিয়া কুমারের হৃদয় আরও ব্যাকুল হইল, গান সমাপ্ত করিয়া যোগিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখন পরিচয় করিবার উপযুক্ত সময়, নলিনীর অগোচরে দুই এক দিবস পরিচয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, বোধ হইল যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, আজ উপস্থিত করিয়া দেখি কি হয়, কি আশ্চর্য্য!—প্রিয়সখী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, ইহার পরিচয় পাওয়া সহজ নয় বটে, কিন্তু আমি অতি সামান্য-রূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহাও এত আলাপে চিনিয়া উঠিতে পরিলেন না, আমার সহিত অতি অল্প পরিচয় ছিল বলিয়াই এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ বড়লোকের পরিচয় বিষয়ে স্মরণশক্তি অতি অল্প, প্রিয়সখীকে যে একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব? বোধ হয় না, দেখা যাক্।" (প্রকাশে)। "কুমার! আমার সহিত আপনার অল্পদিনের পরিচয় হইলেও পরস্পর স্বভাব ও প্রকৃতি জানা হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে

পারিয়াছি, আপনি একজন সুরসিক বীরপুরুষ, প্রণয়ের আধার ভিন্ন কেহই রসিক হইতে পারিবে না, আপনার প্রণয়ের আধার কে? তাহা জানিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মিয়াছে।”

কুমার। “আমি অনেক দেশে বাস করিয়াছি, অনেক লোকের সহিত প্রণয় হইয়াছে, তুমি কাহাকে চিনিতে পার?”

যোগিনী। “আমিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি. আনেককে জানি, আপনি বলুন আমি চিনিতে পারিব, আপনার প্রণয়ের আধার সামান্য জন হইবে না, অসামান্য লোক অনেকেই আমার পরিচিত।”

কুমার। “আমার প্রণয়ভাজন অনেক দেশে অনেক ব্যক্তি আছে।”

যোগিনী। “প্রকৃত প্রেমাস্পদ অনেক হয় না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া রাখে, অনেকে চিরজীবন এক প্রেমসূত্রে নিবদ্ধ থাকে, অতি চঞ্চল প্রকৃতি ব্যক্তিরও এ সময়ে দুই প্রেমাধার সম্ভবে না।”

কুমার। “আমার এরূপ প্রকৃতি নয়, যখন যেখানে থাকা হয়, সেখানেই প্রণয় ঘটিয়া থাকে, আমি অবিবাদিত লোক বিশেষ প্রণয়ের মর্ম্ম জানিতে পারি নাই।”

এই কথায় হেমকর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, হৃদয় উচ্ছালত হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল, দুরাশা আমায় কত যাতনাই দিতেছে, আশাই সর্ব্বনাশের মূল, মায়াবিনী আশাই আমায় এই অকূল সাগরে আনিয়া এখন ডুবাইবার উপক্রম করিতেছে।

যোগিনী। “কুমার! আপনার নানা দেশে নানা প্রণয়াস্পদ আছে। বলুন শুনি, এখানে আপনার প্রণয়ী প্রণয়িনী কেহ আছে কি না?”

কুমার। "মনে কর, এই যুবা নায়ক আমার এক জন প্রণয়ী," এই কথায় হেমকরের মুখাকৃতি আর একরূপ ধারণ করিল। মুখে কথা স্ফূরিত হইল না, মনেও নূতন কোন চিন্তা কি ভাবের উদয় হইল না।

যোগিনী। "জিজ্ঞাসা করি, যোধপুরে আপনার প্রণয়ী কি প্রণয়িণী কেহ আছে কি না? তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

কুমার। "যোধপুরের কাহাকে তুমি চিন?"

যোগিনী। "অনেককে জানি, বলুন।"

কুমার। "যোগিনি! ইনি সত্বরই স্থানান্তর যাইতেছেন, ইহাঁর সঙ্গে কি তোমার যাইবার ইচ্ছা আছে?"

যোগিনী। "এক কথায় অন্য কথা আনিতেছেন কেন? আমি যা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার উত্তর চাই।"

কুমার। "যোধপুর অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি, এখন তথাকার প্রেম পুরাতন হইয়া গিয়াছে।" এই কথা হেমকরের নিকট বিষবৎ বোধ হইল।

যোগিনী। "তবে আমার নূতনপ্রিয়তার দোষারোপ করিলেন কেন?"

কুমার হাসিয়া কিছু উত্তর করিলেন না।

যোগিনী। "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হইল?"

কুমার। "আমি কি বলিব?"

যোগিনী। "যাহা জানেন।"

কুমার। "তোমার কথার দ্বারা বোধ হইতেছে, তুমি যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমার মন পরীক্ষা করিতেছ, সরলভাবে তাহার নাম উল্লেখ কর না কেন?"

যোগিনী। "আপনাকে এত বলিবার প্রয়োজন আর কিছুই নয়। আমি শুনিয়াছি, যোধপুরের কোন কামিনীর প্রতি আপনি অনুরাগী হইয়াছিলেন, সেই কামিনী আপনার প্রতি তাদৃশ অনুরাগিণী নহে, কখন কখন কৃত্রিম অনুরাগ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছে।" এই কথায় কুমারের কৌতূহল ও সন্দেহ দুইই জন্মিল। হেমকর প্রকৃত আবশ্যকতা ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া চকিত ও বিরক্ত হইল।

কুমার। "তাহার নাম কি?"

যোগিনী। "হেমনলিনী, রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা।" এই নাম উচ্চারণমাত্র কুমার ও হেমকরের হৃদয় কম্পিত হইল।

কুমার। (স্বগত) "এই যোগিনী শ্রেষ্ঠিকন্যার কথা আরও অনেক দিন উল্লেখ করিয়াছে। আমি ভাব গোপন করিয়া নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি, উদ্দেশ্য ব্যতীত এত বলিবার প্রয়োজন কি? যোগিনীকে বুদ্ধিমতী চতুরা বলিয়া বোধ হয়। বৃথা অসম্বন্ধ আলাপ উত্থাপন করিবার লোক নয়, যাহা হউক গোপন করিয়া বলা ভাল। (প্রকাশে) "এরূপ ঘটনা আমার পক্ষে বড় লজ্জা ও নিন্দাজনক। হেমনলিনী শ্রেষ্ঠিকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়, এইরূপ অপবাদে আমার কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে, সন্দেহ নাই।" এই কথা হেমকরের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল। অশ্রুবিন্দু সম্বরণ হইল না। সেই হঠাৎ পরিবর্ত্তন কুমারের ঈষৎ অনুভূত হইল। যোগিনী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কুমারের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।"

কুমার। (স্বগত) "আমি সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, অন্যমনস্ক, যোগিনীকে মনোযোগ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই না, যখন আলাপ করি, তখনই পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে

কোথায় দেখিয়াছি? ইহার বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় যেন আরও পাইয়াছি, এরূপ বোধ হয়। হেমকরের মুখশ্রী আর আমার হৃদয়-বিলসিত মুখশ্রী অনেকাংশে সদৃশ বোধ হয়, এমন কি কখন কখন অভিন্ন বলিয়াও বোধ হয়। চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না। সম্প্রতি যুবার প্রতি আমার অসাধারণ প্রেম জন্মিয়াছে। আমার হৃদয় নলিনীর প্রতি যেরূপ প্রবল, ইহার প্রতিও সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছে, কেন যে হৃদয়ের এরূপ গতি ও বিকার জন্মিল, তাহা কে বুঝাইয়া দিবে? একবার একবার মনে হয়, যোগিনীকে প্রিয়ার আলয়ে দেখিয়াছি। প্রিয়ার আলয়ে প্রিয়া ভিন্ন অন্য কেহ বিশেষরূপ দর্শনীয় ছিল না, কিরূপে নিশ্চয় ভাবে স্থির করিব?"

যোগিনী। "মহাশয়! শ্রেষ্ঠিকন্যার বিষয় উল্লেখ করিলে আপনি সঙ্কুচিত হন কেন? আপনার ভাব দেখিয়া সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে।"

কুমার। (স্বগত) "প্রকৃতি রোধ বা গোপন করা সহজ নহে, অথবা যোগিনী নিজ সন্দেহানুরূপ মীমাংসা করিতেছে। যা হউক, মর্য্যাদা রক্ষার অনুরোধ এরূপ দোষময় ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইবে।" (প্রকাশে) "সন্দেহের কোন কারণ নাই, আমি ওরূপ লোক নই, কি নিমিত্ত আমায় এইরূপ অপদার্থ অনুমান করিতেছ।"

যোগিনী। "মহাশয়! বোধ হয়, আপনি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। স্মরণ করিয়া দিতেছি, মনোনিবেশ করিয়া স্মরণ করুন।"

হেমকর। (স্বগত) "বোধ হয়, কুমার বিস্মৃত হইয়াছেন। সখি! স্মরণ করিয়া দিলে মনে হইতে পারে। দেখা যাক কি

হয়, আমার প্রতি যে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন, বোধ হয়, তাহা অপ-রিজ্ঞাতরূপে। আহা! সংসারের বিস্মৃতি কি ভয়ঙ্করী রাক্ষসী।"

যোগিনী। "আমি বলিতেছি।"

কুমার। "বল কি বলিবে?"

হেমকর। (স্বগত) "হৃদয় সুস্থির হও, তোমার বড় ভয়ানক সময় উপস্থিত।"

যোগিনী। "দামোদরের সহিত এক দিন কোন উদ্যানে গিয়াছিলেন, মনে হয় কি না?"

কুমার। "দামোদর এক জন আমার পরিচিত লোক. তাহার সহিত অনেক দিন অনেক উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি।"

যোগিনী। "কোন্ উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠিকন্যার সহিত দেখা হয়।"

কুমার। "কোথায় কোন্ উদ্যানে শ্রেষ্ঠিকন্যার সহিত দেখা হয়, আমারত কিছুই স্মরণ হয় না।"

যোগিনী। "সামান্য কথা মনে না থাকিতে পারে, বিশেষ একটী বলিয়া শুনাইতেছি।"

কুমার। "বল।"

যোগিনী। "নলিনীর সঙ্গিনী মাধবিকার বিষয় মনে আছে?"

কুমার। "মাধবিকা কিরূপ আকৃতি প্রকৃতির লোক, বিশেষ করিয়া বল, দেখি স্মরণ হয় কি না।"

যোগিনী। "ঠিক্ আমার মত আকৃতি, ও প্রকৃতি।"

কুমার। (স্বগত) "এ যোগিনীই হয় ত মাধবিকা, এখন আমার বেশ স্মরণ হইতেছে। (প্রকাশে) "তোমার আকৃতির মত আকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক কখন দেখিয়াছি, এরূপ মনে হয় না, তোমার প্রকৃতি অ[illegible] অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবগত হইতে পারিয়াছি।"

যোগিনী। "ভাল, দামোদরকে ত মনে আছে? এ একটী সুখের বিষয়।"

কুমার। "দামোদর লম্পট কুচরিত্র জঘন্য লোক. তাহার সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা থাকা আমার মত লোকের পক্ষে অখ্যাতির বিষয়, সুখের বিষয় নহে।"

যোগিনী। "আপনার সুখের বিষয় নহে, আমার পক্ষে সুখের বিষয়।"

কুমার। "কিরূপ?"

যোগিনী। "বলিতেছি শুনুন, দামোদর লম্পট, এবং আপনার বিশেষ পরিচিত এমন কি আত্মীয়, এ পর্য্যন্ত আপনার স্মরণ থাকিলে এই ঘটনা দ্বারাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি।"

কুমার। "মনোযোগী হইলাম।"

যোগিনী। "আপনি এক দিবস দামোদরের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি আপনাকে নিদ্রাবস্থ পাইয়া অঙ্গুরীয় চুরি করিল, কোন দিন কোন স্ত্রীলোক দ্বারা সেই অপবাদ দামোদরের প্রতি প্রমাণিত হয়, আপনি দামোদরের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন. শেষ স্ত্রীলোকটী পরিহাস করিয়া চুরির প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাকে অবগত করাইলে, তাহাতে দামোদরের প্রতি বিরাগ অপনীত হইল, সেই স্ত্রীলোকটী কে? তাহার বিষয় কিছু মনে আছে? এবং দামোদর ঘটিত এই ঘটনা মনে আছে?"

কুমার। (স্বগত) "বোধ হয় এই যোগিনী নিশ্চয়ই মাধবিকা, তা না হইলে এরূপ নিভৃত ঘটনা কিরূপে অবগত হইবে?" এখন স্মরণ হইল, মাধবিকা নাম্নী নলিনীর সখী যথোক্তরূপে এক দিন দামোদরকে অপদস্থ করিয়াছিল। স[illegible] হওয়া

উচিত নয়, দেখি কতদূর যায়। (প্রকাশে) ঘটনাটী কিছু কিছু স্মরণ হইল, কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন স্ত্রীলোকের বিষয় কিছু মনে হইল না।

যোগিনী। "যাক্ আর এক ঘটনা মনে করাইতেছি।"

কুমার। "বল, শুনিতেছি।"

যোগিনী। "এক দিবস আপনি নলিনীর অন্বেষণে তাহার উদ্যান-বাটীতে গিয়া দেখিলেন, নলিনী গৃহে গমন করিয়াছে, তাহার সখী মাধবিকা সেই উদ্যানে ছিল, তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন।"

কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, "কিরূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম? বিস্তারিত বল।"

সেই হাস্য নলিনীর সন্তোষদায়ক হইল না, কারণ সেই হাস্য ঘৃণা ও অবমাননা জনক, কুমার ছলনা করিয়া এরূপ কৃত্রিম হাস্য করিলেন, মাধবিকার ন্যায় চতুরা স্ত্রীও প্রতারিত হইল।

যোগিনী। "আপনি বলিলেন,——এইমাত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ বিরাম অবলম্বন করিল, কুমার হাস্য করিয়া বলিলেন—বিরত হইলে কেন? আমি যাহা বলিয়াছিলাম, স্পষ্ট বল, তুমি আমার মন বুঝিবার জন্য চাতুরী করিতেছ। মাধবিকা বিষাদ মিশ্রিত ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতমুখী হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না। মাধবিকার স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একবারে লুক্কায়িত হইল, কুমারের ভাব দেখিয়া আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

হেমকর। (স্বগত) বুঝিতে পারিয়াছি, দৈব আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল, যাহাহউক, আমি একবার দু, এক কথা বলিয়া দেখি স্মরণ হয় কি না? (প্রকাশে) মহাভাগ! আমি যেরূপ শুনিতে পারিয়াছি, তাহাতে স্মরণ হয় কি না দেখুন।"

কুমার। "বলুন, আমি আপনাদিগকে শ্রবণযুগল একবারে সত্বত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলাম।"

হেমকর। "কেবল কর্ণ দান করিলে কি হইবে? মন দেওয়া আবশ্যক।"

কুমার। "সঙ্গে সঙ্গে মনও আছে।"

হেমকর। "শুনিয়াছি—এক দিবস আপনি মৃগয়া উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে গিয়াছিলেন, নলিনী সেই উদ্যানে একাকিনী ছিল, আপনাকর্ত্তৃক সন্তাড়িত এক বন্যবরাহ সহসা সমীপে উপস্থিত হওয়াতে নলিনী ভীত হইয়া পশ্চাৎ অপসৃত হইয়া ধাবিত হইতে লাগিল, হঠাৎ এক তৃণ-লতাচ্ছাদিত অন্ধ-কূপে পতিত হইল, আপনি অতি সত্বর সেই অবলাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।"

কুমার। "এ যে যযাতি-প্রসঙ্গ, কোন কল্পনাপ্রিয় লোক আমার উপর আরোপিত করিয়া আমোদ প্রকাশ করিয়াছে। (স্বগত)—"এ ঘটনা এই যুবা কিরূপে জানিতে পারিল? বড় আশ্চর্য্য! যোগিনী ও হেমকরের বিষয় কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, একি মায়া? না বাস্তবিক ঘটনা। আকৃতি দেখিয়া নলিনীর সহিত এই যুবা অভিন্ন বোধ হয়।"

হেমকর। "আপনার কিছু মনে হইতেছে না?"

কুমার। "অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, স্মরণ হইল না।"

হেমকর যোগিনীর মুখপানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিল, কুমার চিন্তাকুল চিত্তে চিত্রার্পিত-প্রায় হইলেন, যোগিনী, একবার কুমারের পানে একবার নলিনীর পানে অবলোকন করিতে লাগিল।

আহা! এস্থানে প্রকৃতি কি অদ্ভুত ভাব ধারণ করিল। মাধ-

বিকা ও নলিনী যেরূপ কুমারকে প্রতারণা করিয়া আত্মগোপন করিতেছে, কুমারও সেইরূপ পরিচয় গোপন করিয়া প্রতারণা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ক্লেশ দিতে গেলে ক্লেশ পাইতে হয়, এ সময়ে অনেক অনুসন্ধানের পর বৃদ্ধা তাপসী ইহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইল, সকলে অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হইল, হেমকর গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, আজ বিদায় হই, যোগিনীও আসন পরিত্যাগ করিল, উভয়ে প্রস্থান করিল, ও অনেক কথোপকথনের পর তাপসী ও কুমার প্রস্থিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"পঙ্কে গজো নিয়মিতঃ কমলাভিলাষী।"

শিবজী সহ্য পর্ব্বত হইতে পলায়ন করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে একস্থলে কতিপয় সেনার সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, লজ্জা, ক্রোধ, ও প্রতিবিধানেচ্ছাতে মন একবারে ব্যাকুল হইয়াছে, পর্ব্বত পর্য্যটনে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, সুতরাং বিশ্রামাভিলাষী, কিন্তু অন্তঃকরণ দ্বিগুণিত-রূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই শান্তি লাভ হয় না, দুর্গে যে সকল কামিনীকুল ছিল, তাহাদিগের নিমিত্তই হৃদয় সমধিক চিন্তিত, কোথায় যে কে রহিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নাই, এমন সময় একজন সৈনিক অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল,

"মহারাজ! নর্ম্মদাদেবী শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন।" এই বিকট সংবাদ শুনিবামাত্র বীরবর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপে অবগত হইলে?" সৈনিক বলিল, "পুণাতে সমুদয় স্ত্রীবর্গ নীত হইয়াছে, কিন্তু নর্ম্মদা দেবীর নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত হইয়া আমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি অতি বিশ্বস্ত রূপে জানিতে পারিয়াছি, নর্ম্মদাদেবী মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছেন।" শিবজী বলিলেন, "দেবী কিরূপ আছেন? তাঁহার অবস্থা কতদূর অবগত আছ?" সৈনিক বলিল, "দেবী অতি যত্নে আছেন, কোন অমর্য্যাদা কি অনুচিত ব্যবহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই।"

শিবজী প্রতিবিধান চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন,—কিরূপে উদ্ধার সাধন হয়, কিরূপে দুর্গ পুনরধিকার হয়, কিরূপেই বা হঠাৎ সৈন্য সংগ্রহ হয়, এইরূপ নানা চিন্তায় হৃদয় আক্রান্ত হইল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গুরুদেবের অন্বেষণে গমন করিলেন।—

ঘোর বিজন মধ্যে এক পুরাতন দেবমন্দির,—সেই মন্দিরে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই স্থানে ধ্যানপরায়ণ হইয়া গুরুদেব অবস্থিতি করিতেছেন, শিবজী যাইয়া প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ক্ষণবিলম্বে গুরুদেব চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কি উদ্দেশে আগমন হইয়াছে।" শিবজী সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা, করিলেন, গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! চিন্তিত হইবেন না, মনুষ্যের অবস্থা সর্ব্বদা চঞ্চল, প্রকৃতি স্থিরস্বভাব নহে, সুখ দুঃখ সদা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, অন্ধকার ও আলোক সর্ব্বদা পর্য্যায় ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর, সূর্য্যোদয়ে তুষার সদৃশ বিপদ ক্রমে লীন হইয়া যাইবে,

শিবজী বলিলেন,—"আমার ইচ্ছা যে এখন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পর্ব্বত পুনরাক্রমণ করি, আর বিলম্ব সহ্য হয় না।" গুরুদেব বলিলেন,—"সহসা আক্রমণ করা বিধেয় নয়, শত্রুগণ দুর্গ অধিকার করিয়া অতি সতর্কভাবে কালযাপন করিতেছে, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী অরিজিৎ সিংহ সৈন্য সামন্তের সহায় হইয়াছেন, এখন আক্রমণ করা বীরকুল ক্ষয় ভিন্ন নহে, আমার বিবেচনায় ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য।"

শিবজী বলিলেন,—"নর্ম্মদাদেবী শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, উহাঁর উদ্ধারের উপায় কি? যদি সত্বর দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা না করি, তবে দেবীর উদ্ধারসাধন হইল না। উহাঁকে দিল্লী লইয়া যাইবে, তাহা কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিব না। রামদাস বাবাজী বলিলেন,—"আক্রমণ করিবা মাত্র পরাস্ত করিলেও দেবীর উদ্ধার পক্ষে অনেক আশঙ্কা আছে, এখন যাহাতে দেবীর উদ্ধার হয়, তাহাই দেখা উচিত।"

শিবজী বলিলেন,—"তবে কিরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে?"

রামদাস বাবাজী বলিলেন,—"পত্রসহ দূত প্রেরণ করা যাক।"

শিবজী,—"পত্রে কি লিখিত হইবে?"

গুরুদেব,—"দেবীর প্রার্থনা হইবে।" এই পরামর্শ স্থির হইলে, পত্র প্রস্তুত করিয়া মোগল সেনা-নায়ক সমীপে দূত প্রেরিত হইল, পত্রখানি আসিয়া হেমকরের কমল হস্তে পতিত হইল, হেমকর পত্র পাইয়া উত্তর বিষয়ে চিন্তিত হইলেন, প্রিয়তমের সমীপে যাইবার এই এক সুযোগ উপস্থিত। একবার ইচ্ছা হইল, কুমারের নিকটে যাইয়া নয়ন ও মন চরিতার্থ করি। আবার অভিমান আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিল।

যোগিনী, পরামর্শের প্রধান স্থল সন্দেহ নাই, অনেক প্রধান

সৈনিক ও যোগিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর প্রেরিত হইলে, শিবজী চারি দিবসান্তে পত্রের উত্তর প্রাপ্ত হইলেন, পত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া গুরুদেব সমীপে পাঠ করিতে লাগিলেন, "আপনি স্বয়ং উপস্থিত না হইলে অন্যের হস্তে দেবী অর্পিত হইবেন না, আপনি স্বয়ং আসিয়া দেবীকে লইয়া যাইবেন, প্রতিনিধি দ্বারা এই কার্য্য সাধন হইবার নহে, অতি সত্বর আসিয়া দেবীকে গ্রহণ না করিলে আমাদের সহিত দিল্লী নীত হইবেন, দুই দিবসের অধিক অপেক্ষা করা যাইবে না। দিল্লী-সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলে শেষ উদ্ধার সাধন বড় সম্ভাবনা নহে।" পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া গুরুদেব অতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"এই পত্রখানি আপাতত সরল বোধ হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, অর্থগর্ভে অগাধ কুটিলতা নিহিত রহিয়াছে, তুমি শত্রুমণ্ডলে উপস্থিত হইলে তোমায় নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিবে, এবং দেবীকে অর্পণ করিবে, এই কথা সহজে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ আরঙ্গজীব সদৃশ কুটিল সম্রাটের পক্ষ যে স্বার্থের প্রতিকূলতায় সত্য পালনে কৃতসংকল্প হইবে, ইহা কি সম্ভব? কখনই নহে।"

শিবজী বলিলেন,—"সৈন্যসামন্ত লইয়া গেলে হানি কি?"

গুরুদেব।—"তাহাতে যে বিপক্ষেরা সম্মত হইবে, ঐরূপ বোধ হয় না।"

শিবজী।—"যা হয় দুই দিবস মধ্যেই করা কর্ত্তব্য।"—

গুরুদেব।—"আমার মতে তোমাকে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, তুমি উপস্থিত হইলেই দেবীকে প্রাপ্ত হইবে। তুমি রুদ্ধ থাকিতে সম্মত হইলে দেবীকে ছাড়িয়া দিবে।"

শিবজী।—"পরে আমার উদ্ধার কিরূপে হইবে?"

গুরুদেব।—"সে বিষয় পরে চিন্তনীয়।"

শিবজী।—"আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করিতেছি, আমি এরূপ কাপুরুষ নই যে নিজ কারাবাসের আশঙ্কায় দেবীর উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হইব, যদি আমার প্রাণ হানি হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত নই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যবনের সহিত পরাস্ত হইলাম।"

গুরুদেব।—"কোন চিন্তা নাই, জগদীশ্বর অবশ্যই সুসময় ঘটাইবেন, যবনকে ঠকাইবার অনেক উপায় আছে। এখন শত্রুর সহিত বিবাদ করা উচিত নয়, কাল প্রভাতে মোগল সেনা-নায়কের সমীপে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।"

শিবজী কতিপয় সৈন্যসমেত কিয়দ্দূরে অবস্থিত হইয়া মোগল সেনা-নায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন, মোগল পক্ষ হইতে যে উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহাতে অগত্যা সম্মত হইতে হইলে, শিবজী নিরস্ত্র হইয়া একাকী মোগলসেনা শিবিরে উপস্থিত হইলেন, শিবজীকে দেখিয়া হেমকর আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক বসাইলেন, কিছুকাল কোন আলাপ সম্ভাষণই হইল না। পরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিতে পাইলাম আমার অন্তপুরকামিনী নর্ম্মদাদেবী এখানে আছেন, আমার পত্রের উত্তরেও আপনাদিগের পক্ষ হইতে স্বীকৃত হওয়া হইয়াছে, এখন প্রার্থনা এই, সেই দেবী প্রদত্ত হয়, তাহাকে পুনা প্রেরণ করিতে হইবে।" হেমকর এই বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া সহসা স্থানান্তর গমন করিলেন, সেই স্থানের লোকেরা অনুমান করিল যেন কোন বিষয় হঠাৎ স্মরণ হওয়াতে এরূপ করিতে হইয়াছে।

কিছুকাল পরে কতিপয় সৈনিকপুরুষ আসিয়া শিবজীকে বেষ্টন করিল, তাহাতে শিবজী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিদিতসারে যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাতে কে ব্যাকুল হয়?

শিবজী যে বন্দী হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া শত্রুমণ্ডলে আসিয়াছেন. কেহই শিবজীর অঙ্গ স্পর্শ করিল না। তোমাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পুনাপতি বলিলেন, কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহার স্বাধীনতা লুক্কায়িত হইল। শিবজী সেই দুর্গের যে গৃহে অবস্থান করিতেন. সেই গৃহেই তাঁহার কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হইল, পূর্ব্ববৎ সেবক সেবিকা নিযুক্ত হইল, যাহাতে মহারাজের শুশ্রূষার ত্রুটি না হয়, সেবিষয়ে সেনানায়ক প্রাণপণে সযত্ন রহিলেন. কিন্তু এক স্বাধীনতার অভাবে শিবজীর সমুদয় ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল. যে রম্য গৃহ পূর্ব্বে চিত্তবিনোদন করিত. সেই রম্য গৃহ এখন বিকট দর্শন হইয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিল। যবন হস্তে পতিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইলেন, এই চিন্তা অপেক্ষা দেবীর চিন্তা প্রবল, প্রার্থনার কোন উত্তরই হইল না. আশা আছে সত্বর আসিবে, দেবীর কুশল সমাচার জানিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, কেহই সমাচার দিতে অগ্রসর হইতেছে না. কখন কখন কারাবাসের হেতু মনে উদিত হইয়া যাতনা দিতে লাগিল, দেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কারাবাস হইয়াছে, এই একটী মাত্র শান্তি লাভের উপকরণ। রাত্রি শেষভাগে শিবজী নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—"নর্ম্মদাদেবী আসিয়া করুণভাবে বলিতেছেন, আমি আর পুনা যাইব না। এখানে পরম সুখে আছি। আমার সহোদরা ভগিনীর সহিত পরিচয় হইয়াছে অপহৃত অমূল্য রত্ন পাইয়াছি. এতদিন আমার নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম. সম্প্রতি সেই অভাব মোচন হইয়াছে, আমি কাহার গর্ভে জন্মিয়াছি, কোন দেশে আমার জন্মস্থান, কোন বংশে উদ্ভব, এই সমুদয় অবগত হইতে পারিয়াছি। আমার নিমিত্ত কোন ভাবনা করিবেন না, আমার আশা পরিত্যাগ করিবেন। বোধ হয় যেন আমার সৌভাগ্যক্রমে মোগল

সেনাগণ মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ অধিকার করিয়াছে, আপনি ফিরে যান, আমি যাইব না।" স্বপ্নোদিতা দেবীর কথা সমাপ্ত না হইতে হইতে শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখেন—স্বয়ং কারাগারে শয়নে রহিয়াছেন, কল্পনাময়ী দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

এদিকে হেমকর মাধবিকাকে বলিল,—"সখি! একবার মনে করি, আর কুমারের নিকট অপমানিত হইতে যাইব না, আবার মনে হয়, তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করি, সেখানে যাইবার এক সুযোগ ঘটিয়াছে, শিবজী স্বয়ং আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই বিষয় লইয়া কুমারের নিকট গেলে কোন হানি দেখি না, চল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?"

মাধবিকা বলিল—"যাইবার কোন বাধা নাই, কিন্তু সহসা কুমারের হৃদয় পাইবার উপায় দেখিতেছি না, আমার পরামর্শ শুনিলে এবেশে গেলে কোন ফল হইবে না, চল প্রকৃত বেশ অবলম্বন করিয়া যাওয়া যাক্। তাহা হইলে কোন রূপেই বিস্মৃতি থাকিবেক না।"

নলিনী বলিল--"আমি কি বলিয়া এখন প্রকৃত বেশ অবলম্বন করি, লজ্জা এরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে যে, কিছুতেই স্ত্রীবেশ স্বীকার করিতে পারিব না।"

মাধবিকা বলিল—"মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ জয় করিলে, সহ্য পর্ব্বতের দুর্গ অধিকার করিলে, লজ্জাকে পরাজয় করিতে পারিবে না? কি আশ্চর্য্য! এই বলিয়া উভয়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিল, পূর্ব্বে নলিনীর নারীবেশ কালে যে কণ্ঠে মুক্তাহার শোভা পাইত এখন কুসুমহার শোভা পাইল, কুসুমমালা করমণিবন্ধে শোভিত হইল, কুসুমনির্ম্মিত কাঞ্চী নিতম্বদেশ পরিবেষ্টন করিল, কর্ণযুগলে কুসুম কুণ্ডল দোলিত হইতে লাগিল, কুসুমমালিকা কবরী বেষ্টন করিয়া

বিরাজমান হইল. মাধবিকা যোগিনীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-বেশ ধারণ করিল, কুসুমাভরণে শরীর সজ্জিত হইল, নলিনীর বামভাগে দণ্ডায়মান হইল, নিকুঞ্জগামিনী রাধার সঙ্গিনী ললিতার ন্যায় শোভা পাইল, দর্পণ-সমীপে যাইয়া উভয়ে নিজ নিজ রূপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইল, পর্ব্বত-কাননে ইহাদের রূপ কেহই দেখিতে পাইল না, বৃক্ষ গুল্ম লতা সকল যদি সজীব হইত, তবে অবশ্যই এই রূপে বিমোহিত হইত, ভ্রমরগণ রসিক বটে, কিন্তু এ রসের স্বাদ গ্রহণে অধিকারী নহে, পবন মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল, অচেতন পদার্থ, এই রূপের মর্ম্মজ্ঞ কিরূপে হইবে ?

শিখরস্থ মেঘ দেখিয়া নলিনীর মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল. কি বলিয়া নায়ক সমীপে উপস্থিত হইবে. এই চিন্তা আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"অবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ।"

সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশি আগমন করিল, নিঃশব্দে বলিতে লাগিল—কি বলিতে লাগিল ? অনেকেই অনেক প্রকার শুনিতে পাইল. মানিনীরা শুনিল. "কুটিল হৃদয় শঠের প্রতি

সরল হওয়া উচিত নয়. আজ নায়ক পায়ে ধরিলেও কথা বলিও না, মিলন অপেক্ষা বিরহ শতগুণে শ্রেয়ঃ" বিরহিণীরা শুনিল, "আশা পরিত্যাগ কর আশার ন্যায় রাক্ষসী আর নাই, সমুদয় আভরণ ত্যাগ করিয়া যোগিনী হও, প্রণয় ত্যাগ করিয়া, বিবেক অবলম্বন কর।"

অনুরাগিণী শুনিতে পাইল—"প্রস্তুত হও, বিলম্ব করিওনা শুভ সময় উপস্থিত হইতেছে, আদরের ত্রুটি হইলে সমুদয় বিফল হইবে, সাজসজ্জা ভাল হয় নাই, এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হও।" এসময়ে কুমার একাকী নিজ ভবনে বসিয়া নানা রূপ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, একবার ভাবিতেছেন, শিবজীও আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন [illegible] এই মাত্র বিভিন্নতা যে আমি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কারাবদ্ধ হইয়াছি, শিবজী স্বয়ং ধরা দিয়াছেন, এখন মোগল সেনানায়কের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধ হইল, অতি সত্বরই স্বদেশাভিমুখ হইবেন, তাঁহার সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য, একত মোগল সম্রাটের অনুরোধ, দ্বিতীয়তঃ নূতন প্রণয়।"

দুটী রূপবতী কামিনী সহসা আসিয়া কুমারের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। চঞ্চল মেঘজালে চন্দ্রের কিরণ মন্দীভূত, কখন কখন কিছুই দেখা যায় না, গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়া যায়, মেঘ সকল কামিনীদিগের পরিচয়ের যবনিকা স্বরূপ হইল, মুখ দেখিয়া ও প্রগল্‌ভ স্বভাব জানিতে পারিয়া একটীকে যোগিনী বলিয়া বোধ করিলেন, বলিলেন,—"যোগিনি ! আজ বেশ পরিবর্ত্তন হইল কেন ? তোমার সঙ্গে ইনি কে ?" যোগিনী বলিল, "কুমার ! প্রয়োজন বশতই বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করুন, নিজ পরিচয় নিজের মুখ হইতেই বাহির হইবে।"

চন্দ্রের চঞ্চল আলোকে কুমার কামিনীর মুখ পানে ক্ষণকাল

স্থিরনেত্রে অবলোকন করিয়া রহিলেন, তখন একবার নলিনীর কথা মনে হইল, অমনি মেঘজালে চন্দ্রকিরণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল. ক্ষণকাল পরে কামিনীকে একবার নলিনী বলিয়াই যেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা জন্মিল, লজ্জা প্রতিবাধকতা করিল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়! একি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এ কি মায়া! না, বাস্তবিক ঘটনা, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, এই কামিনীর আকৃতিতে একবার একবার নায়ক যুবার আকৃতি লক্ষিত হয়. একবার একবার ঠিক শ্রেষ্ঠিকন্যা বলিয়া বোধ হয়, এ যে নলিনী, ইহাতে আবার সংশয় কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভালরূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আবার মেঘ আসিয়া রূপ আবরণ করিল। কুমারের সন্দেহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বোধ হয় কোন দেবতা মায়া করিয়া আমায় ছলনা করিতে আসিয়া থাকিবেন, তাহা না হইলে এখানে প্রিয়ার আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত কোন দেবতা এত আয়াস স্বীকার করিবেন কেন? আমি কোন্ দেবতার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? আবার আলোকে দেখিয়া বোধ করিলেন, নিশ্চয়ই নলিনী, কোন সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই. আবার ভাবিলেন, এ পর্ব্বত, তাহাতে অতি দুরারোহ এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার পথে ভিন্ন দেশীয়েরা কোন রূপে অবগত হইতে পারে না। তাহাতে আবার স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিচার সম্মত না হইলে বিশ্বাস যোগ্য হয় না। নলিনী গৃহ ত্যাগ করিবে কেন? হায়! আমার কি এরূপ শুভাদৃষ্ট হইবে? যে পুনর্ব্বার সেই অনুপম লাবণ্য সন্দর্শন করিব।

যোগিনী বলিল। "কুমার! ইনি কে আপনার নিকট আসিয়াছেন? ইহার পরিচয় কি পাওয়া হইয়াছে?"

কুমার। “কিরূপে পরিচয় পাইব? তোমার নিকট পূর্ব্বেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি।”

যোগিনী। “ইনি বলেন,—ইহার নিবাস যোধপুর।”

কুমার যোধপুরের নামে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার নাম কি? এবং ইনি কাহার কন্যা?”

যোগিনী। “ইহার বিষয়ই অনেকদিন আপনার নিকট আন্দোলন করিয়াছি, ইহার নাম হেমনলিনী” এই কথা বলিবামাত্র নলিনীর চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল, কুমারেরও অশ্রুপাত হইবার উপক্রম হইল, যোগিনী বলিল, “আমায় চিনিতে পারিয়াছেন?”

কুমার। “তুমি যোগিনী, তোমায় আর অধিক কি বলিব?”

যোগিনী। “মাধবিকাকে মনে আছে?”

কুমার। “মাধবিকা কে?”

যোগিনী। “নলিনীর সখী।”

কুমার। “চিনিতে পারিয়াছি।”

যোগিনী। “জিজ্ঞাস্য এই নলিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি না?” এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইল। যোগিনী, উভয়ের নব ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইল। আলো অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থায়ী দেখিয়া আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কুমার সমীপে বিদায় হইয়া গাত্রোত্থান করিল। নলিনীও কুমারের তখন এরূপ অবস্থা উপস্থিত যে উহারা যোগিনীকে লক্ষ্য করিতে আর অবকাশ পাইল না। যোগিনী স্থানান্তর গমন করিল।

কুমার অনিমেষ নয়নে নলিনীর বদন শোভা দেখিতে লাগিল। নলিনীও কটাক্ষ-লোচনে একবার একবার কুমারের লোচন পানে

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া নলিনীর হস্ত গ্রহণ করিল, নলিনী কুমারের হস্তে নিজ হস্ত স্বর্গরাজ্যের অধিকার সদৃশ অর্পণ করিল, কুমার এতদিনে বুঝিতে পারিলেন প্রার্থনীয় হৃদয় পাইলেন। ক্ষণকাল পরে কুমারের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া নলিনী অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে স্পর্শ সুখানুভব করিতে লাগিল। স্পর্শানন্দে কুমারের শরীরে অপূর্ব্ব লোমাঞ্চ উপস্থিত হইল, রাত্রি প্রায় প্রহরাধিক অতীত, উভয়ের মুখে একটী কথাও নাই, কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পরিচয়ে সন্দেহ করাতে বোধ হয়, তুমি বিরক্ত হইয়াছ। কিন্তু এস্থলে তোমার আগমনের সম্ভাবনা কোথায়? কিরূপে তুমি এই দুর্গম স্থলে আসিয়াছ? এখনও তোমায় মায়াবিনী দেবতা বলিয়া একবার একবার বোধ হয়, বিশেষরূপ নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ ও ভ্রম দূর কর।"

নলিনী বহুক্ষণে অতিকষ্টে আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল। "হেমকরের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব জন্মিয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, পরে বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি।"

কুমারর বলিল,—"হেমকরের প্রতি আমার বড় ভালবাসা জন্মিয়াছে।"

নলিনী। "সে ভালবাসা কিরূপ?"

কুমার। "ভালবাসা আবার কিরূপ কেমন?"

নলিনী। "বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা প্রণয়িণীর প্রতি ভালবাসা একরূপ নহে, তাহার প্রতি কোন প্রকার ভালবাসা জন্মিয়াছে?"

"সেই যুবার প্রতি যে কি এক অপূর্ব্ব ভালবাসার সঞ্চার হই-হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া উঠিতে পারি না।"

নলিনী। "আমার প্রতি আপনার যেরূপ ভালবাসা, তৎপ্রতি কি পরিমাণ সাদৃশ্য আছে?"

কুমার। "প্রিয়ে! স্পষ্ট বলিতেছি, তোমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা তৎপ্রতিও ঠিক সেইরূপ ভালবাসা অনুভব করিয়াছি, যেরূপ তোমায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার প্রতিও সেইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়াছে,—কি আশ্চর্য্য!"

নলিনী। "জানিলাম আপনকার ভালবাসা অস্থির।"

কুমার। "এবিষয়ে অবশ্যই অনুযোগ ভাজন হইযাছি, সন্দেহ নাই।"

নলিনী। "যুবার প্রতি এরূপ ভাব জন্মিল কেন?"

কুমার। "স্বভাবের বিকৃতি।"

নলিনী। "তাহার কারণ কি স্থির করিয়াছেন?"

কুমার। "এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করি নাই, এইমাত্র বলিতে পারি, তোমার আকৃতির সাদৃশ্যেই এই বিকৃতভাব ঘটাইয়াছে।"

নলিনী। "এখন সেই যুবা উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি সেইরূপ অনুরাগ জন্মে কি না?"

কুমার। "বোধ হয় এখন আর তাহার প্রতি মন ধাবিত হয় না।"

নলিনী। "ভাল, তবে সেই যুবাকে আনিয়া পরীক্ষা করি?"

কুমার হাসিয়া বলিলেন—"তোমাতে আর সেই যুবাতে অভিন্ন বোধ হয়, আমি এবিষয় অনেক ভাবিয়াছি, তুমিই সেই যুবা সাজিয়া যেন আমায় এত প্রতারণা করিয়াছ।"

নলিনী হাসিয়া বলিল—"এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই যোগিনী মাধবিকা।"

কুমার। "এ অদ্ভুত অলৌকিক বৃত্তান্ত সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি।

নলিনী সমুদয় বর্ণন করিয়া কুমারের কৌতূহল তৃষা নিবারণ করিল, উভয়ের তাপিত হৃদয় শীতল হইল। মেঘ আসিয়া দীর্ঘ কালের নির্মিত চন্দ্রকিরণ আচ্ছন্ন করিল। আর পরস্পর রূপ দর্শনের প্রয়োজন নাই; সেই রাত্রি যে উভয়ের নিকট কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা যাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

নিশী প্রভাত হইলে উভয়ে স্বস্থানে গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

————————"ন সুখমিতিবা দুঃখমিতি বা।"

ছায়া ব্যতীত যেরূপ আলোর শোভা নাই, সেইরূপ বিরহ ভিন্ন মিলনের শোভা লক্ষিত হয় না। মিলনকে প্রেমের নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে, মিলন হইলে অনুরাগ নিস্তেজ হয়। মিলন সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কুমার ও নলিনী নিজ নিজ সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছে, এবং এক একবার উভয়ের মনে আর একরূপ চিন্তা হইতেছে। চিন্তার গতি অতি বিচিত্র! একটি চিন্তার বিরতি হইলে অন্য প্রকার চিন্তার উদ্রেক হয়। কুমারের মিলনাকাঙ্ক্ষা একরূপ চরিতার্থ প্রায় হইয়া অনুরাগ শিখা অনেক দূর নির্ব্বাপিত হইল। আর একটী চিন্তা আসিয়া হৃদয় আক্রমণ

করিল। ভাবিতে লাগিলেন—"হা! গুপ্তভাবে মিলন সংঘটিত হইল, জাতীয় নিয়ম রক্ষা হইল না, যথাশাস্ত্র বিবাহ ব্যতীত প্রণয় যোগ হইল। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ শুনিলে আমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিবে, সাধুসমাজে হাস্যাস্পদ হইলাম। এখন প্রতীকারের কোন উপায় দেখিতেছি না। একে সেনা-নায়ক পদে অভিষিক্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত, কারারুদ্ধ তৎপরে অনুগ্রহে জীবিত থাকিলাম, তার পর আবার সামান্য লোক দ্বারা উদ্ধার লাভ করিলাম। আমার ন্যায় লোকের কি এরূপ অনুচিত অনুষ্ঠান শোভা পায়?—ধিক্।"

নলিনীর হৃদয়ে নদীর তরঙ্গের ন্যায় চিন্তার তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে, একবার ভাবিতেছে, "আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল হইল," আবার ভাবিতেছে, "এ অতি লজ্জাকর, নিন্দাকর, গুরুজন অবিদিতসারে যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেম, তাহাই অপবিত্র বলিয়া কথিত হয়," আবার ভাবিতেছে, "বড়লোকের মন অতি পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষতঃ অনুরাগ ও প্রেমের স্বভাব অতি চঞ্চল। কুমারের আশা পূর্ণ হইয়াছে, হয়ত লোকলজ্জার অনুরোধে সমুদয় অস্বীকার করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত কুলধর্ম্মানুরক্ত, প্রণয় কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে কুলানুরাগের অনুরোধে কি করেন, বলা যায় না।"

মাধবিকা চিন্তা করিতেছে "আজ নলিনীর ভাব প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান হইতেছে, যেন চিরদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে, কুমারের মন কিরূপ তাহা সম্পূর্ণ অবগত নই। প্রেমের শেষদশা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। কি হয় বলা যায় না। যথাবিধি বিবাহ হওয়া উচিত, এ বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

তাপসী পাঠকবর্গের পরিচিতা। ইহাঁকে লইয়া যোগিনী

নর্ম্মদাদেবীর সমীপে গমন করিল। নর্ম্মদা তাপসীকে দেখিয়া প্রণাম করিল, তাপসী আশীর্ব্বাদ করিয়া নর্ম্মদাদত্ত আসনে উপবেশন করিল, যোগিনীও একপাশে আসীন হইল। এখন নর্ম্মদার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। মোগল সেনানায়কের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস জন্মিযাছে, শিবজী ধৃত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাইলে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত ইহার নিকট প্রকাশ পায় নাই। নর্ম্মদা বার বার তাপসীর মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিল, তাপসীও নর্ম্মদার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এ সময়ে হেমকর আসিয়া বলিল "তাপসি! কুমার অরিজিত্ সিংহ আপনকার অনেক অন্বেষণ করিয়াছেন, বহু অনুসন্ধানের পর এখানে আসিয়া আমার দ্বারা তত্ত্ব পাইয়াছেন, আজ্ঞা হইলে,— উপস্থিত হইতে পারেন?" তাপসী শুনিয়া যোগিনী ও নর্ম্মদার মুখপানে অবলোকন করিল। যোগিনী বলিল, "স্ত্রীসমাজে কুমারের আগমন কিঞ্চিৎ অনুচিত বোধ হয় বটে, কিন্তু কুমারের মত উদার লোকের প্রতি এবিষয়ে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমার বিবেচনায় নর্ম্মদাদেবী কুমারের আগমনে বোধ হয় কোনরূপ দ্বিধাভাব মনে করিবেন না। নর্ম্মদা কোনরূপ উত্তর করিল না। হেমকর যাইয়া কুমারের সহিত উপস্থিত হইল, নর্ম্মদা কুমারকে দেখিয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় সহসা সঙ্কুচিত হইল। কুমার ও হেমকর অভিবাদনানন্তর উপবেশন করিল। তাপসী একবার হেমকরের মুখপানে, আবার নর্ম্মদার মুখপানে অবলোকন করিতে লাগিল। নর্ম্মদার ইচ্ছা—তাপসীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া অশ্রুপাত করে, কিন্তু অল্প পরিচয় ও লজ্জা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতা করিল। হেমকর যে নর্ম্মদাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, তাহা নর্ম্মদা

অনেক দূর বুঝিতে পারিয়াছিল। আজ এই স্থানে সেই স্নেহ যেন শতগুণে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাপসীর মন স্নেহে ও [illegible] একবারে আকুল ও জড়প্রায় হইয়া পড়িল। এতদিন কুমারের নিকট নিজ পরিচয় গোপনভাবে ছিল, আজ আর গোপন রাখিতে-ইচ্ছা হইল না। কুমার উহাদের আশু স্নেহপ্রবাহ অনুভব করিতে পারিলেন না। নর্ম্মদার বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তাপসীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই কৌতূহল। অদ্য আবার বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হইল। কি নিমিত্তে যে সহসা এরূপ কৌতুক জন্মিল, তাহার কারণ স্থির করিতে অক্ষম, কুমার বিনীতভাবে বলিলেন, "তাপসি! আপনার স্মরণ আছে কি না বলিতে পারি না,— এক দিবস নিজ পরিচয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শ্রুতি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আরম্ভ মাত্রই সমাপ্ত হয়। আজ আপনার পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।" কুমারের কথা শুনিবামাত্র তাপসী অশ্রুপাত সহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, হেমকর বলিল,—"আমি অনেক দিন আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ ঘটে নাই, আজ প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলাম।"

যোগিনী বলিল, "আপনার যেরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, তাহাতে বোধ হয়, আপনি অসাধারণ লোকের বংশজাত। হইবেন, সন্দেহ নাই, আপনার বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য আমার অনেক দিন কৌতূহল জন্মিয়া [illegible] আজ জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। নর্ম্মদা কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যেন পরিচয় জানিবার ব্যগ্রতা প্রকাশ

করিতেছে। তাপসী বলিল, "এ হতভাগিনীর দুঃখের বিবরণ বর্ণন করিয়া কাহাকেই দুঃখিত ও বিরক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না।" কুমার বলিলেন, "বিরক্তির কোন কারণ নাই।" তাপসী বলিতে লাগিলেন, "যৌবন কালে এক দিবস এক দেব বিগ্রহ দর্শনে গিয়াছিলাম,"—কুমার বলিলেন, "সঙ্গে একসখী ছিল, আর এক দিবস—" এই মাত্র বলিয়া আবার বলিবার অবকাশ ঘটিল না।

তাপসী। "হাঁ, সঙ্গে এক সখী ছিল, তাহার নাম মুরলা, নগরের প্রান্তভাগে সেই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত, কাশ্মীরীয় লোকদিগের একরূপ বিশ্বাস যে, সেই দেবতার অনুগ্রহ হইলে কুমারীদিগের মনোমত বর লাভ হয়, মাতা বার বার আদেশ করাতেই পূজোপহার লইয়া যাইতে হইয়াছিল।"

যোগিনী। "বরাভিলাষিণী হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় আপনার লজ্জা বোধ হইয়াছিল।"

কুমার মাধবিকার কথায় ঈষৎ হাস্য করিলেন, তাপসীও অতি ধীরভাবে হাসিলেন—বলিতে লাগিলেন, "আমরা সেই মন্দির সমীপে যাইয়া দেখি, বহুলোকের সমাগম, অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য মন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান আছে, বহুদর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা দেখিয়া অবশ্যই অনুমান করিতে পারেন, কোন ঋদ্ধিমান রাজার আগমন হইয়াছে। সেই সময়ে আমি এরূপ অনুমান করিতে পারিলাম না,—জানিতে পারিলে লজ্জা ও শঙ্কা এই উভয়ই জন্মিত। মুরলার সহিত সোপান দ্বারা মন্দিরে উঠিয়া প্রবেশ করিলাম। দেখি—শিববিগ্রহ সমীপে এক বীরপুরুষ দণ্ডায়মান আছে, মন্দিরস্থ সমুদয় লোকে সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাত করিতেছে। সহসা আমার প্রতি সেই মহাপুরুষের দৃষ্টিপাত হইল। আমি তাঁহার মুখপানে অবলোকন করিলাম, চারি চক্ষু একত্র হইল,—লজ্জায় অবনত মুখী হইলাম।

কিছুকাল পরে সেই মহাপুরুষ মুরলার নিকট আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, মুরলা পরিচয় গোপন করিতে সাহসিনী হইল না, আমি বিগ্রহ সমীপে উপহার দান করিয়া মুরলাসহ গৃহে গমন করিলাম। কয়েক দিবস পর জানিতে পারিলাম,—কাশ্মীরের রাজা আমার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। সে পাণিগ্রহণের পরিণাম যে কিরূপ, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। সকলের আমোদে আমার আন্তরিক আমোদ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।"

যোগিনী। "বিবাহের কিছু দিন পরে বোধ হয়, সেই স্রোতে একবারে গাছ পাথর ভাসিয়া গিয়াছিল।" শুনিয়া কুমার ও হেমকন্ন ঈষৎ হাস্য করিল। তাপসী ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিলেন।—"আমি অতি অল্প দিন পরে সমারোহ সহকারে রাজগৃহীতা হইলাম। জানিতে পারিলাম, আমার স্বামীর আরও দুইটী পত্নী আছে। তাহাদের সহিত আমার যে সপত্নী সম্বন্ধ, তাহা ক্রমে অবগত হইলাম। সপত্নী-সম্পর্ক যে কি ভয়ানক, তাহা কিছুদিন পরে হৃদয়ঙ্গম হইল। স্বামীর অনুরাগ অপেক্ষাকৃত আমার প্রতি অধিক হইল। তাহাতে সপত্নীদিগের হিংসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সপত্নীযুগল অপত্যহীন ছিল, আমার প্রতি বংশরক্ষার সম্পূর্ণ আশা ভরসা থাকাতে আমি অনেকের আদর-ভাজন হইলাম। কিছু দিন পরে মধ্যমা সপত্নীর এক পুত্র জন্মিল। শেষ জানিতে পারিলাম,—সেই পুত্র সপত্নীর গর্ভজাত নহে। কৃত্রিম গর্ভ ঘোষণা করিয়া দশম মাসে অর্থ দ্বারা এক সদ্যঃপ্রসূত শিশু আনয়ন পূর্ব্বক নিজ গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ করে। আমি ও আর দুই এক জন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই অবগত হইতে পারে নাই। বংশরক্ষার

আশা জীবিত হওয়াতে সেই সপত্নীর প্রতি রাজার বিশেষ প্রেম ও অনুগ্রহ জন্মিতে লাগিল। সপত্নীর প্রতি যে পরিমাণে প্রেম জন্মিতে লাগিল, আমার প্রতি সে পরিমাণে ভাব-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে আমার গর্ভে এক কন্যা জন্মিল। ক্ষত্রিয় রাজবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্র যেরূপ আদরণীয় ও বাঞ্ছনীয়, কন্যা সেরূপ হেয়। অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুলের ন্যায় এই বংশেও জন্মমাত্র কন্যা হত করিয়া থাকে। আমার সেই নবজাত কন্যা বধ করিবার নিমিত্ত রাজা সপত্নীর সহিত পরামর্শ করেন। পরে অপত্যস্নেহবশতই হউক, কিম্বা নরহত্যা পাপ বোধ করিয়াই হউক, সেই ভয়ানক অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন। আমি কন্যা লইয়া অনাদরে কোনরূপে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। চারি বৎসর পরে আবার আমার গর্ভে আর একটী কন্যা জন্মিল, রাজা শুনিয়া বিষাদে অধীর হইলেন। ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল—দুঃখে বিচেতন প্রায় হইলাম। হতভাগিনী কন্যা জন্মিবার বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে মধ্যমা সপত্নী আমার উপর এক ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল।”

যোগিনী বলিল, “কিরূপ কলঙ্ক?” কুমার ও হেমকর চকিত হইয়া তাপসীর মুখ পানে অবলোকন করিল। তাপসী বলিতে লাগিলেন—“আমার সহিত কোন পরপুরুষের প্রণয়াপবাদ দেওয়াতে রাজা কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন। জানিতে পারিলাম, রাজা কন্যা সহ আমার প্রাণবধ করিবার পরামর্শ স্থির করিয়াছেন। আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, এই কথায় কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলাম না, কন্যা দুইটীর কথা মনে করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম,—
(কুমার প্রভৃতিরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।)

এক দিবস রাত্রি সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া আমায়

বলিল, "আপনাকে পিতৃগৃহে যাইতে হইবে, রাজাদেশ হইয়াছে. কন্যা দুটী সহিত চলুন,—এই শিবিকা প্রস্তুত আছে।" কথা শুনিয়া কোনরূপ বিবেচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না। পিতৃগৃহের নাম শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া শিবিকাতে আরোহণ করিলাম। গমনকালে মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।"

কুমার। "সত্য সত্যই কি পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন?"

"ধীরভাবে শুনুন,—বহুক্ষণ পরে দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে শিবিকা অবতারিত হইল. মনে করিলাম, বুঝি পিতৃগৃহে আসিয়াছি।—কন্যা দুইটী ক্রোড়ে নিদ্রিত আছে—উহাদিগকে ধীরে ধীরে ক্রোড় হইতে শিবিকায় রাখিয়া বাহির হইলাম। দেখি, ঘোরতর অরণ্য! কোথায় পিতৃগৃহ? সম্মুখে শিবিকাবাহক ও একজন পরিচারক। পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমায় কোথায় আনিলে? তোমাদের রাজা কি আমায় বনবাস দিলেন? পরিচারক বলিল—"আমি পরাধীন ভৃত্য, কি করিব? রাজা আমায় যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সেরূপ পালন করিলাম. আপনি এখানে থাকুন, আমরা বিদায় হই।" পরিচারকের কথা আমার হৃদয়ে বজ্রসদৃশ বোধ হইল। নিজের অপেক্ষা কন্যা দুটীর নিমিত্তই অধিক আকুল হইলাম,—রোদন করা বৃথা বুঝিয়াও রোদন করিতে লাগিলাম—শিবিকাবাহকগণ কন্যা দুটীকে মৃত্তিকাতে ফেলিয়া গমনোদ্যত হইল—পরিচারক গমনোদ্যত হইয়া পাদ নিক্ষেপ করিলে, তাহার হস্তে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলাম; ধরায় পতিতা নিদ্রাভিভূতা কন্যা দুটীকে দেখাইয়া বলিলাম, ইহাদিগের নিমিত্তই আমার হৃদয় বিকল হইতেছে, আমার মৃত্যু হইবে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই। তোমার প্রতি আমার বলিবার কোন অধিকার নাই, তুমি দয়া করিয়া আমার একটী কথা শুনিলে চির-

ক্রীত হই, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। আমার রোদনে পরিচারকের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত করিল। বলিল, "মা বলুন, যথাসাধ্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি।" আমি বলিলাম,—এখানে এখনই কোন হিংস্র পশু আসিয়া আমার ও হতভাগিনীদিগের জীবন নাশ করিবে।" তখন কেন যে নিজ জীবন-তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। পরিচারকের আদেশে বাহকগণ আমাদিগের সহিত শিবিকা বহন করিয়া গমন করিল।

পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, "মা! কোথায় যাইতে অভিলাষ!" আমি কাঁদিয়া বলিলাম, কোন গৃহস্থের আলয়ে। অল্পক্ষণ পরে এক গৃহ সমীপে অবতরিত হইয়া শিবিকা হইতে নির্গত হইলাম এবং কন্যা দুটীকে বাহির করিলাম। সেই স্থানেই সেই কাল-রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতকালে সেই গৃহস্থের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। অবগত হইলাম—সেটী এক পূজক ব্রাহ্মণের বাড়ী, তাহাদিগের নিকট পরিচয় গোপন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অগত্যা সম্মত হইল; আমি দাসীভাবে গৃহীত হইলাম। কিছু দিন আমার সেবা ও নম্রতায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সন্তুষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র, অকৃতদ্বার, চির-কাল বিদেশে থাকে; বৎসরে দু একবার আলয়ে আসিয়া থাকে। বিজয়াকে ব্রাহ্মণ বড় ভাল বাসিতে লাগিলেন। হেমকর বলিল, "বিজয়া কে?" তাপসী বলিল, বড় মেয়েটীর নাম বিজয়া, ছোট-টীকে দুঃখিনী বলিয়া ডাকিতাম, সেই কারণ উহার নাম দুঃখিনী হইল। ব্রাহ্মণ, পূজকতা ব্যবসায়ে প্রত্যহ যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা আমাদের আহার কুলন হইত না। আমি ভিক্ষা করিতে যাই-তাম। পশুপ্রকৃতি লোকেরা আমার রূপ লাবণ্যের প্রতি দূষিত

চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত, এই নিমিত্ত আমি কখন কখন ভস্ম লেপন করিতাম, চুল বিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া জটা ধারণ করিলাম।

ব্রাহ্মণকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। যৎসামান্য অর্থ আনিয়া মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমার পরিচয় লইয়া কোনরূপ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন না; বরং দয়ারই পরিচয় পাইলাম। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণকুমারের কর্ম্মস্থানে যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল। আমি এক দিবস ভিক্ষার্থ কিছু দূর গিয়াছিলাম, আসিয়া বিজয়ার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অনেক অন্বেষণে না পাইয়া বড় ব্যস্ত হইলাম। হৃদয় ব্যাকুল হইল, শুনিলাম ব্রাহ্মণকুমার সেই দিন কর্ম্মস্থানে দক্ষিণ দেশে গেলেন। চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে না পাওয়াতে নিশ্চয় করিলাম, কোন হিংস্র পশু কি মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রাণ হারাইয়াছে। প্রতিবাসীরা অনেকে অনুমান করিল,—ব্রাহ্মণকুমার অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথায় আমার বিশ্বাস জন্মিল না। আমি কিছু দিন বনে বনে রোদন করিয়া বিজয়ার আশা পরিত্যাগ করিলাম। দুঃখিনীকে লইয়াই কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

এক দিবস ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিভৃতভাবে কথোপকথন করিতেছেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিলাম।

কুমার বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কি বলিতেছেন?"

ব্রাহ্মণী বলিল, "শরমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে।"

"শরমা কে? আপনার নাম কি শরমা?"

"আমার প্রকৃত নাম শরমা নয়, আমি সেই ব্রাহ্মণ-আলয়ে 'শরমা' নামে পরিচিতা হইয়াছিলাম। সকলে আমায় শরমা বলিয়া ডাকিত।"

"তার পর ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শরমার মনে যদিও ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মেয়েটীর উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"

ব্রাহ্মণী বলিল, "কিরূপ ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার পুত্র দক্ষিণ দেশে পুণাধিপতির নিকট কর্ম্ম করে। সে রাজসংসার হইতে কিছু অর্থ লইয়া সেই কন্যা রাজহস্তে অর্পণ করিবে। ওরূপ রূপবতী কন্যা পুণাধিপতির নিকট পরম আদরে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। কন্যাটীর বয়স ৬ বৎসরের অধিক হয় নাই; অল্প দিনে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যাইবে।" যখন জানিতে পারিলাম, হতভাগিনী বিজয়া জীবিত আছে—" তাপসী এ পর্য্যন্ত বলিলে নর্ম্মদা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল,—"বস্তুতই হতভাগিনী বিজয়া জীবিত আছে ?"

তাপসী-বর্ণিত বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত নর্ম্মদা ও পাঠকবর্গ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন, অরিজিৎ সিংহ, হেমকর ও যোগিনী ততদূর বুঝিতে পারেন নাই। নর্ম্মদার রোদনে তাপসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল অতি গম্ভীরভাবে নীরবে রহিল।

কুমার বলিলেন, "তার পর কি হইল বলুন।"

যোগিনী। "আপনি ত সম্প্রতি পুণাধিপতির আশ্রয়ে অনেক দিন আছেন, বিজয়ার কোন তত্ত্ব লাভ হইয়াছে ?"

তাপসী। "অনেক পর্য্যটনে অতি অল্পকাল এই দুর্গে আছি। রাজপরিবার অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ঘটে নাই; কিছু সুযোগ ঘটিলেই রাজার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। এখন বোধ হয়, শীঘ্র সেই সুযোগ পাইতেছি না। সংসারের প্রতি উদাসীনতা জন্মিয়াছে, তাদৃশ অপত্য-স্নেহ নাই। এখন আর আমার সেই বিষয় বিশেষ অনুসন্ধেয় নহে।"

হেমকর। "তার পর কি হইল বলুন।"

তাপসী। "আমি কতিপয় দিবস সেই নৃশংস আলয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।"

নর্ম্মদা। "দুঃখিনীর বিষয় বর্ণন করুন।"

তাপসী। "দুঃখিনীর বয়স তখন প্রায় দুই বর্ষ হইয়াছে। সর্ব্বদাই আমার মনে এরূপ সন্দেহ ও শঙ্কা জাগরূক ছিল যে, আমার কন্যা বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের লোভ জন্মিয়াছে। সর্ব্বদা দুঃখিনীকে সাবধানে রাখিতাম। এক দিবস কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থানে গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি, ব্রাহ্মণী বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন, দুঃখিনীকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষিণী হইলাম। আমার মুখ হইতে কথা স্ফুরিত না হইতে হইতেই ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল।—

"শরমা! সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।"

"কিরূপ সর্ব্বনাশ?"

"তোমার দুঃখিনীকে জন্মের মত হারাইয়াছি।"

"কিরূপে মা——?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল,—"পথের নিকটে দুঃখিনী খেলা করিতেছিল, এক দল পথিক,—বণিক বলিয়া বোধ হইল,—উহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দূর হইতে আমি দেখিতে পাইলাম, আমি অনেকক্ষণ চিৎকার করিলাম। প্রতিবাসী কয়েকজন একত্র হইয়া গোলযোগ করিতে লাগিল; কিছুই প্রতিবিধান হইল না। নিরুপায় হইয়া রোদন করিতেছি এবং তোমার হতভাগ্য ও বিড়ম্বনা স্মরণ করিতেছি। এতক্ষণে উহারা বোধ হয়, অনেক দূর গিয়া থাকিবে।"

"আমি শুনিয়া একবারে মৃতপ্রায় হইলাম। বিয়ৎক্ষণ

বিচেতনভাবে থাকিয়া বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলাম। দুই তিন দিবস পরে একজন প্রতিবাসিনীর নিকট জানিতে পারিলাম,—ব্রাহ্মণী দুঃখিনীকে এক বণিক সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিয়াছে। শুনিয়া অবিশ্বাস করিবার পথ পাইলাম না; সেই বণিক কোন দেশীয়,—ইহা জানিবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিলাম, সেই বণিক সম্প্রদায় যোধপুর নিবাসী।"

হেমকর। (স্বগত) "যোধপুরে আমার পিতা ভিন্ন অতি দূরদেশগামী বণিক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এরূপ শুনিয়াছি। আমার পিতাই আমায় ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, তাপসীর কথা যদি সত্য হয়,—তবে আমিই সেই লক্ষ্য স্থানে পতিত হইতেছি।"

যোগিনী। (স্বগত) "শুনিয়াছি, প্রিয় সখীকেই রত্নপতি ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। প্রিয়সখীর আকৃতি প্রকৃতি দ্বারাও ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া অনুমিত হয়।" রত্নপতি মুক্তকণ্ঠে, প্রকাশ্যরূপে বলেন,—নলিনী কখনই শ্রেষ্ঠিযুবার গ্রহণযোগ্য নহে। শ্রেষ্ঠি কুলে জন্ম হইলে অন্য প্রকার স্বভাব ও অভিরুচি জন্মিত। বিশেষতঃ তাপসীর আকারের সহিত নলিনীর আকারের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে, কণ্ঠস্বর প্রায় একরূপ। নলিনী ও তাপসীর যেন পরস্পর আন্তরিক কোন ভাব জন্মিয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। তাপসী যেরূপ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তাহাতে কোনরূপে প্রতারণা বলিয়া বোধ হয় না।

নর্ম্মদা। "যোধপুরে কি কখন যাওয়া হইয়াছে?"

তাপসী। "কেন?—আর কি সেরূপ অপত্যস্নেহ আছে? হৃদয় স্নেহশূন্য হইয়া পাষাণবৎ হইয়াছে। সংসারের প্রতি ঘৃণা

জন্মিয়াছে; ইস্টচিন্তায় শরীর পাত করিব,—এই স্থির করিয়াছি।”

কুমার। “তারপর তারপর!” নর্ম্মদার ও হেমকরের নয়ন হইতে অল্প অল্প অশ্রু বিগলিত হইতেছে; আর শোক সংবরণ হয় না। মাধবিকার হৃদয়ও করুণরসে আর্দ্র হইতেছে। কুমারও তাপসীর দুঃখ বর্ণন শুনিয়া সমবেদন প্রায় হইয়াছেন; কিছুকাল সকলেই নীরবে আছে, কোন কথা নাই।

তাপসী। (স্বগত) “এই কামিনীকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চারিত হয় কেন? শুনিয়াছি ইহার নাম নর্ম্মদা, শিবজীর নিকট ছিল, আমার বিজয়া থাকিলেও এই বয়সই হইত। বিজয়া নামের স্থলে নর্ম্মদা হওয়া অসম্ভব নহে, ইহারও যেন আমার প্রতি বিশেষ স্বাভাবিক ভাব লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ, এ যেরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেন কিছু মনে আছে এরূপ বোধ হয়। যে বয়সে বিজয়াকে ব্রাহ্মণ কুমার লইয়া যায় সে বয়সের কথা প্রায় মনে থাকে না, সে স্থানে অবশ্যই কাহারও কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার ত অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়াছে, যে অকৃত্রিম স্নেহ করে, সে প্রকৃত বিবরণ জানাইতে পারে,—অথবা অন্য কোন লোকের মুখেও শুনিতে পারে।”

নর্ম্মদা। (স্বগত) “তাপসীর কথা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি শুনিয়াছি, শিবজী আমায় এক ব্রাহ্মণ হইতে ক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, মাতৃবিবরণ বিশেষ কিছুই মনে নাই,— এইমাত্র মনে আছে,—মাতা ভিক্ষার্থে যাইত, আমি ছোট ভগিনীকে লইয়া থাকিতাম, যখন ব্রাহ্মণ আমায় লইয়া যায়, তাহাও অতি অস্ফুট-রূপে মনে পড়ে,—হায়! স্মরণ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইনি যে আমার মাতা তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ

নাই, আর পুণা যাইব না, মাতার সহিত যোধপুর যাইয়া দুঃখি-নীর অনুসন্ধান করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অধর স্ফীত হইয়া অশ্রুধারা গলিত হইতে লাগিল।"

কুমার বলিলেন, "তাপসি! যোধপুরের বিষয় আমার অবি-দিত নাই, যোধপুরের কোন বণিক যদি তোমার কন্যা ক্রয় করিয়া আসিয়া থাকে, এবং সেই কন্যা যদি অদ্যাপি জীবিত থাকে, তবে অবশ্যই পাইতে পারিবে, যোধপুর আমার অধিকারের অধীন, কোন্ বণিক এই কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার নাম বলিতে পারিলে এই খানে থাকিয়াই উচিত প্রতিবিধান্ করিতাম।"

যোগিনী। "রত্নপতি ভিন্ন কাশ্মীরে যাইয়া বোধ হয় যোধ-পুরের কোন বণিক বাণিজ্য করে নাই, যোধপুরে রত্নপতি প্রধান বণিক।"

কুমার। "রত্নপতি আবার কন্যা আনিয়া প্রতিপালন করিল কখন?" এই বলিয়া হেমকরের মুখপানে অবলোকন করিল।

হেমকর বিকৃতস্বরে বলিল, "অনেক কালের কথা—রত্নপতিকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারে।"

কুমার। (স্বগত) "নলিনী কি প্রতিপালিতা কন্যা? অধিক সম্ভাবনা। নলিনীকে ক্ষত্রিয় কন্যা বলিয়াই বোধ হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠিকুলে এরূপ গুণ স্বভাবও লাবণ্যের সম্ভাবনা কোথায়? নলিনীকে দেখিলে সহসা কাশ্মীর দেশীয়া বলিয়া বোধ হয়। এই কল্পনা যদি সত্য হয়, তবে তাপসী অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য অধিক, হৃদয় এখন আর অধীর হইও না, আমি যে মনে করিতাম, কলুষিত হইয়াছি—সে আমার ভ্রম—দেখি কি হয়, বোধহয়—আমার আশা অচিরাৎ সফল হইবে।"

হেমকর। (স্বগত) "কি বলিয়া মায়ের নিকট পরিচিত হইব?

কি বলিয়া মায়ের অশ্রু মোচন করিব? এই অবস্থায় প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। এরূপ সময় ও সুবিধা সর্ব্বদা ঘটিবে যে মায়ের নিকট পরিচিত হইয়া দুঃখ দূর করিব, আমিই সেই দুঃখিনী, চিরকালই দুঃখিনী, দুঃখিনীর কপালে আরও যে কি আছে, বলিতে পারি না। ঈশ্বরই জানেন—হায়! পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? জন্ম, মাত্র আমার শিরশ্ছেদ হইল না কেন? অনেক ক্ষত্রিয়কন্যার জন্মমাত্র শিরশ্ছেদ হইয়াছে, আমার নিমিত্ত মাতার এরূপ কষ্ট হইয়াছিল। নর্ম্মদা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিল, এবং আকার প্রকার যেরূপ, তাহাতে উহারই নাম বিজয়া ছিল। ইনিই আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এই পর্ব্বতে বিধাতা আনিয়া আমাদের সমুদয় হৃদ্য বস্তু মিলাইয়াছেন।"——

"যাহা হউক এখানে অনেক সময় যাপিত হইল, অদ্য শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইবার সংবাদ আছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এ অবস্থা আর একরূপ, ক্রন্দন করিবার অবস্থা নহে। আমি নায়ক বীরপুরুষ হইয়াছি, নায়কের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম—শিবজীর সহিত স্বয়ং কথোপকথন করিব না। কুমার প্রতিনিধি হইয়া রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক আলাপ করিবেন। এখন নিজ আয়াস ভবনে যাওয়া কর্ত্তব্য।" এই চিন্তা করিয়া হেমকর গাত্রোত্থান করিয়া বলিল "আমার বিশেষ প্রয়োজন স্মরণ পড়িয়াছে, আজ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

হেমকরের বচনে কুমার বলিলেন, "আমারও বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত আছে, আর বিলম্ব করিতে পরি না,—" এই বলিয়া কুমার দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে স্ব স্ব স্থানে গমনোদ্যত হইল। তাপসীর হৃদয় স্নেহে ও শোকে পরিপূর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিতে করিতে নিজ কুটীরে প্রত্যাগত হইল। নর্ম্মদা স্বস্থানে গেল, কিন্তু হৃদয় তাপসীর স্নেহে নিবদ্ধ রহিল, হেমকরের স্নেহাশ্রু সংবৃত হইবার নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"ধীরেণ ধীরো সহ যুজ্যতে হি।"

কুমার অরিজিত সিংহ নবনায়কের প্রতিনিধি হইয়া শিবজী-সমীপে গমন করিলেন, শিবজী কুমারের পরিচয় লাভ করিয়া সাদরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কুমারের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কুমার বলিলেন, "মহোদয়! আমি যেরূপ আপনার হস্তে পতিত হইয়াছিলাম, আপনিও সেইরূপ শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন শত্রুর অনুগ্রহ ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।"

শিবজী। "কি রূপে শত্রুর অনুগ্রহ হইবে। তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই, নর্ম্মদা দেবীকে প্রদান করিলে আমি চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে কুণ্ঠিত নই, আমি যে ভাবে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে শত্রুপক্ষের পৌরুষা পৌরুষ কাহারই অবিদিত নাই।"

কুমার। "আপনি যুদ্ধে ধৃত হয়েন নাই, কিন্তু পলায়ন না করিলে বোধ হয় শত্রু হস্তে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিল না, যাহা হউক সে বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

আপনার নিকট গর্ব্ব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিশেষতঃ গর্ব্ব করিবার অধিকারই বা কি? আমিও কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার কারাগারের অন্তভুক্ ছিলাম, ক্ষত্রিয়দিগের এই দশা সর্ব্বদাই ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার বক্তব্য এই,—আমি যে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছি, বোধ করি আপনি অবগত আছেন, তাহাতে সম্মত হইলেই আপনাকে আর সম্রাট সমীপে প্রেরণ করা হইবে না।"

শিবজী। (স্বগত) "এখন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছি, শত্রুর কথায় আপাতত অসম্মতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। বিপক্ষের অনুকূল সন্ধিতেই সম্মত হওয়া ভাল।"

কুমার। "যে সন্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে আপনার বিশেষ ক্ষতি নাই, এইমাত্র যে কিঞ্চিৎ লঘুতা স্বীকার করিতে হয়।"

শিবজী। "আপনাদের প্রস্তাবে আমাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক সেই ক্ষতিও শিরোধার্য্য, নর্ম্মদাদেবীকে প্রদান করুন, বরং আমি দিল্লীতে প্রেরিত হইতে প্রস্তুত আছি; নর্ম্মদাকে পুণা পাঠাইতে সম্মত হউন। আমি কখন আমার নিমিত্ত ভীত নই, যখন স্বয়ং শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখনই বিবেচনা করিতে হইবে কোনরূপ ক্ষতি বা ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নই।"

কুমার। "নর্ম্মদা গৃহেও যেরূপ ভাবে ছিল, এখানেও সেই রূপেই আছে। রত্নের সকল স্থানেই সমান যত্ন, নর্ম্মদার নিমিত্ত কোনরূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই।"

শিবজী। "আপনার মত লোকের প্রতি কোনরূপ আশঙ্কা নাই, কিন্তু সম্রাটের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, আরঙ্গজীব না করিতে পারেন, এরূপ দুষ্কর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ মহম্মদীয় জাতি, আকবর সাহার ন্যায় লোক সম্রাট হইলে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না।

সর্পকে বিশ্বাস করা আর আপনাদিগের সম্রাটকে বিশ্বাস করা উভয়ই সমান সন্দেহ নাই।"

কুমার। "জিজ্ঞাসা করি, আপনি সম্রাটের অভিপ্রায়ানুযায়ী সন্ধিতে সম্মত হইবেন কি না? সম্রাট ভালই হউন আর মন্দই হউন, সে বিষয় আলোচনার বিশেষ ফল নাই।"

শিবজী। "কিরূপ প্রস্তাব, আবার বলুন শুনি!"

কুমার। "এই পর্ব্বত ও পুণা নগর আপনার অধিকারেই থাকিবে, কিন্তু মোগলপক্ষীয় কতিপয় সৈন্য এই দুই স্থানে থাকিবে, সেই সমুদায় সৈন্য প্রতিপালনের ব্যয় আপনি বহন করিবেন। আপনার অধিকারের সমুদায় স্থলেই মোগলপক্ষীয় বিচারক থাকিবে, বিচারকগণ আপনার সহায়তা করিবে, মোগল সম্রাটের নামের মুদ্রা প্রচলিত হইবে, মোগল সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন রূপ কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজস্বের যে আয়, তাহাতে সম্রাটের কোনরূপ লোভ নাই, কোন যুদ্ধ বিগ্রহ কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সম্রাট আপনার সাহায্য করিবেন।"

শিবজী। "এরূপ নিয়মে সম্মত হইলে আমার কেবল নাম মাত্র রাজত্ব থাকে। সম্রাট যে কেবল রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, এরূপ নহে। আমরাও কিছু কিছু রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারি। জিজ্ঞাসা করি—আমাকে নিহত করিয়া রাজ্য হস্তগত করিলে আপনাদিগের প্রস্তাব অপেক্ষা আর কি অধিক করিবেন?"

কুমার। "রাজস্বের আয় লাভ আপনার সমুদয় রহিল।"

শিবজী। "আমার রাজ্যে কৃষি কর্ম্মে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার ষষ্ঠাংশ রাজলভ্য, প্রজাপালন ও শাসনে ষষ্ঠাংশ অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়ে।"

কুমার। "প্রজাদিগের প্রতি কর বৃদ্ধি করিলেই চলিবে।"

শিবজী। "মনুর নিয়ম লঙ্ঘনীয় নয়।"

কুমার। "আপনার রাজ্যের লাভ কিরূপে হয়?"

শিবজী। "যাহাতে লাভ হয়, তাহা আপনারা লইতে হস্ত বিস্তার করিয়াছেন?"

কুমার। "আমি যে কয়েকটী প্রস্তাব করিলাম, তাহার কোন্ কোন্‌টীতে আপত্তি? বোধ হয় দুই একটীতে আপত্তিও নাই।"

শিবজী। "আপনি যে কয়টী বিষয় প্রস্তাব করিলেন, সমুদয় গুলিতেই আমার আপত্তি।"

কুমার। "তবে আপনার সহিত সন্ধি করা আমার সাধ্য নাই, আপনি সম্রাট সমীপে চলুন, সম্রাট যদি সম্মত হয়েন হানি কি?"

শিবজী। "আমি দিল্লী যাইতে প্রস্তুত আছি। নর্ম্মদাকে ছাড়িয়া দিন্।"

কুমার। "নর্ম্মদার নিমিত্ত চিন্তিত হইতেছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার দেহে প্রাণ থাকিতে নর্ম্মদার উপর কোনরূপ অত্যাচার স্পর্শ হইতে পারিবে না।"

শিবজী। "কি রূপে আপনি রক্ষা করিবেন? আরঙ্গজীব যেরূপ ভয়ানক পশু প্রকৃতি লোক, তাহাতে কিরূপে তাহার লোভ সম্বরণ হইবে?"

কুমার। "নর্ম্মদার বিষয় দিল্লীতে প্রচারিত হইতে বারণ করিয়াছি, সম্রাট কোন রূপেই জানিতে পারিবে না। আমি ও হেমকর অস্বীকার করিলে অপর লোকের কথা সম্রাটের বিশ্বাস যোগ্য হইবে না।"

শিবজী। "আমি বন্দি-ভাবে দিল্লী যাইতে সম্মত আছি, বিধাতার বিড়ম্বনা সকলকেই সহ্য করিতে হয়, প্রাণ বিয়োগ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, নর্ম্মদার বিষয় মনে রাখিবেন।"

কুমার। "বার বার বলিতেছি, নর্ম্মদা আপনার গৃহের ন্যায় দিল্লীতে অবস্থিতি করিবেন, মহাশয়! আমার একটী কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূরণ করিলে চরিতার্থ হইব।"

শিবজী। কোন্ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়াছেন? বলুন।"

কুমার। "নর্ম্মদা কে? ইহার বিষয় জানিতে বড়ই বাসনা।"

শিবজী। "নর্ম্মদা কি বলিয়াছে?"

কুমার। "কিছুই বলে নাই, অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পায় নাই।"

শিবজী। "নর্ম্মদার বিষয় এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আপনার অনুরোধ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না।"

কুমার। "বলুন।"

শিবজী। "আমি যাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছি, তিনি নর্ম্মদাকে প্রথম আনয়ন করিয়া প্রতিপালন করেন।"

কুমার। "কিরূপে কোথায় প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করেন?"

শিবজী। এক ব্রাহ্মণযুবা কাশ্মীরদেশ হইতে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করে জানিতে পারিলাম, কোন নীচ জাতীয়া নহে, তখন নর্ম্মদার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর ছিল, সে অবধি আমার অন্তঃপুরেই বসতি করে, নিজ গুণে সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছে, নর্ম্মদা পুণার লক্ষ্মী স্বরূপ।"

কুমার। "আপনার সহিত কিরূপ ভাব সঙ্ঘটিত হইয়াছে?"

শিবজী। "আমায় শিশুকাল হইতেই ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করে, আমি উহাকে সহোদরা ভগনীর ন্যায় স্নেহ করি।"

কুমার। "নর্ম্মদার পূর্ব্ব নাম কি? এ নামটী কি আপনাদিগের রক্ষিত?"

শিবজী। "পূর্ব্ব নাম আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না।"

কুমার। "আমি গণনা-বিদ্যার প্রভাবে একটী নাম বলিতেছি, দেখুন হয় কি না,—বিজয়া।" অনেক কালের কথায় বিস্মৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা।

শিবজী। "এখন স্মরণ হইল, 'বিজয়া' বটে আপনার গণনার বিদ্যায় বিস্মিত ও চমকিত হইলাম।"

কুমার। "সেই বিক্রেতা ব্রাহ্মণ নর্ম্মদার মাতা পিতার বিষয় কিরূপ বলিয়াছিল?"

শিবজী। "উহার মাতা সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে থাকিত, অর্থের অভাবে বিক্রয় করিয়াছে, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়জাতি-নির্ণয় করিয়া বলে নাই। আমরা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় বলিয়া অনুমান করিয়াছি, ক্ষত্রিয় হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।"

কুমার। "নর্ম্মদার পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে?"

শিবজী। "নর্ম্মদা চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, পাণি-গ্রহণে ইচ্ছা নাই।"

কুমার। "এ বয়সে কেন এরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল?"

শিবজী। "বৈরাগ জন্মিবার অনেক কারণ ঘটিত পারে।"

কুমার। "বেশ পরিচ্ছদে নর্ম্মদাকে ভোগ বিলাস বিমুখ বোধ হয় না।"

শিবজী। কেবল বেশ পরিচ্ছদ দ্বারা লোকের অভিরুচি ও স্বভাব মীমাংসা করা যাইতে পারে না।"

কুমার। "তা সত্য বটে, নর্ম্মদার যেরূপ বেশ পরিচ্ছদ, স্বভাব সেরূপ নহে। সর্ব্বদাই বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত, শান্তরসেই হৃদয় সর্ব্বদা অভিভূত।"

শিবজী। "নর্ম্মদা ভস্ম, জটা, বল্কল ও কমণ্ডলু ধারণ করিতে

অভিলাষিণী। কেবল আমার অনুরোধে এরূপ ভুষা পরিচ্ছদ ধারণ করে।"

কুমার। (স্বগত) "তাপসী যাহা বর্ণন করিয়াছে, সমুদয়ই সত্য। নর্ম্মদার আকৃতিও অনেকাংশে তাপসীর সদৃশী। নর্ম্মদা যে তাপসীর গর্ভজা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ণনায় এক অঙ্গ যখন সত্য, অপর অঙ্গও সত্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একবার যোধপুরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।"

শিবজী। "নর্ম্মদার সম্বন্ধে সে দিন এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক।"

কুমার। "সে কিরূপ? জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

শিবজী। "নর্ম্মদা যেন আমার নিকট আসিয়া সজল-নয়নে বলিতেছে, আমি এত দিনে আমার জননীর পাদপদ্ম দর্শন পাইয়াছি। আর পুণা যাইব না, আপনি যান, আমি মাতার সহিত তপস্বিনীবেশে তীর্থ গমন করিতেছি। আমার মায়া পরিত্যাগ করুন। চিরদিন আপনার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি, এই জন্য আপনার নিকট চিরঋণিনী রহিলাম; আমি বিদায় হই, সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

কুমার। (স্বগত) "কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নের অলীক ঘটনা অনেক সময়ে সত্য হয়। শিবজীর নিকট রহস্য ভেদ করিবার প্রয়োজন নাই।" (প্রকাশে) মহাশয়! আর বিলম্ব করা আমার পক্ষে উচিত হইতেছে না। দিল্লী হইতে সম্রাটের এক আজ্ঞা আসিয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।"

শিবজী। "সম্রাট কি আজ্ঞা করিয়াছেন?"

কুমার। "সে বিষয় আপনার নিকট প্রকাশযোগ্য নয়, পরে

কার্য্যতঃ জানিতে পারিবেন।” কুমার ধীরে ধীরে শিবজীর নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

“অদ্য যে শুভ-যামিনী।”

অদ্য তাপসীর মনে নূতনবিধ ভাবের উদয় হইতেছে। পূর্ব্বে যেরূপ কল্পনা উপস্থিত হইত, অদ্য আর সেরূপ হয় না। সংসারের মুখ পূর্ব্বে মলিন ও বিষণ্ন বোধ হইত, অদ্য তাহা স্নেহময় অনুমিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্বপ্নাবেশে বিজয়া ও দুঃখিনীকে দেখিতেছে। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে অদর্শন জন্য অশ্রুপাত হইতেছে; স্নেহ ও মায়ার নিকট যোগ ও তপস্যা পরাভূত, স্নেহ ও মায়ার পরাক্রমে কতশত যোগী তপস্বী অধীর।”

মাধবিকা যাইয়া তাপসীর একপার্শ্বে বসিল। তাপসী যোগিনীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—“কি হেতু এ সময়ে আমার নিকট আসিয়াছ? দেখিলেই বোধ হয় যেন, তোমার কোনরূপ বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

মাধবিকা বলিল,—“বিশেষ এক প্রয়োজন উপস্থিত, আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।”

তাপসী। “কি প্রয়োজন?

মাধবিকা। “অদ্য রাত্রিতে এই পর্ব্বতে শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইবে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি পদার্পণ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।”

তাপসী। “বিবাহ! দম্পতির পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।”

মাধবিকা। “বর আপনার অপরিচিত নহে। কন্যার পরিচয় পরে জানিতে পারিবেন। তাপসীকে লইয়া মাধবিকা এক পার্ব্বতীয় মনোরম স্থানে উপস্থিত হইল।

আহা কি মনোহর স্থান! চন্দ্রকিরণ ভিন্ন অন্যরূপ আলোকের সম্পর্ক নাই। রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানা জাতীয় কুসুম বিকসিত হইয়া গন্ধ বিতরণ করিতেছে। সেই কুসুমদল মাল্যরূপে শোভা পাইতেছে। প্রস্রবণ শব্দ, পর্ণাবলীর শর শর শব্দ, বিহঙ্গম শব্দই বাদ্য নির্ব্বাহ করিতেছে। নানা জাতীয় বিহঙ্গম বিহঙ্গমী নর্ত্তক নর্ত্তকী। মেঘজাল নীল চন্দ্রাতপের শোভা গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি ও তুষারপাত হইয়া পুষ্পবৃষ্টির ব্রত রক্ষা করিতেছে। পার্ব্বতীয় ঝিল্লি-নিনাদ বীণা বলিয়া বোধ হয়। লতা ও গুল্মগণ যেন বরযাত্রী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এক দূর্ব্বাসনে কুমার অরিজিৎ সিংহ বসিয়াছেন;—তাঁহার বামপার্শ্বে হেমনলিনী উপবেশন করিয়াছেন,—বদনে লজ্জা ও হর্ষ উভয়ই বিরাজিত। তাপসীকে দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন। তাপসী মাধবিকা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সমীপে এক স্থলে আসীন হইল মাধবিকাও অতি নিকটে উপবেশন করিল। তাপসী হাঁসিয়া বলিল,—“বরকে চিনিতে পারিলাম, কন্যার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।”

মাধবিকা। “কন্যার কি বিষয়ের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে?”

তাপসী। "তুমি কন্যার বিষয় যতদূর জান, বল, কন্যার গুণা-দির পরিচয়ে প্রয়োজন নাই।"

মাধবিকা। "আপনিই কন্যার জননী, ইহারই নাম দুঃখিনী।" মাধবিকার এই কথা তাপসীর কর্ণে অমৃতময় বজ্রসদৃশ আঘাত করিল। শোকমিশ্র আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। কুমার অবাক্ হইয়া মাধবিকার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। হেমনলিনী অধীরপ্রায় হইল। প্রবল রূপে ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার মায়ের ক্রোড়ে যাইয়া শরীর শীতল করা হউক, মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"আমি মাকে ভালরূপ চিনিতে পারিয়াছি, মা আমায় এ পর্য্যন্ত চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরিচয় গোপন করিয়া জননীকে কষ্ট দেওয়া আর উচিত নয়, এখন পরিচয় পাইলে মায়ের চির-সন্তাপ নির্ব্বাপিত হইবে, আহা! আমার নিমিত্ত মা যে কত কষ্ট পাইয়াছেন!"

তাপসী বলিল, "যোগিনি! কি বলিলে?—তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর বিলম্ব সহ্য হয় না, যথার্থ বল, পরিহাস করিবার সময় নয়।"

মাধবিকা বলিল, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না, মা! ইনিই আপনার দুঃখিনী, আমি পরিহাস করি না, আপনার সহিত চাতুরী করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ চাতুরী করিবার সময় নয়, আপনাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি।"

তাপসী রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আমার দুঃখিনী কি জীবিত আছে? হে বিধি! তুমি কি এতদিনে এ হতভাগিনীর প্রতি সদয় হইলে।" এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইল, মাধবিকা ধরিয়া তুলিল। হেমনলিনী আর ধৈর্য্য ধারণ

করিতে পারিল না, অমনি মায়ের পদতলে পতিত হইল, এবং রোদন করিয়া বলিতে লাগিল, "মাগো! এ হতভাগিনী জীবিত আছে, আমিই তোমার দুঃখিনী, আমাকে যোধপুরের রঘুপতি শ্রেষ্ঠী প্রতিপালন করিয়াছে, এতদিন আমার মাতা পিতার পরিচয় অবিদিত ছিল, অবগত হইয়া জীবন সফল করিয়াছি।" কুমার পূর্ব্বেই তাপসীর পরিচয় পাইয়াছেন, নলিনী ক্ষত্রিয় কন্যা বলিয়া যে একরূপ ভ্রম ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাপসীর কথায় দূর হইয়াছে।

তাপসী দুঃখিনীকে ক্রোড়ে লইয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিল, তাপসীর মন একবারে শোকে ও আনন্দে পরিপূর্ণ, হেমনলিনীর দুঃখ ও আনন্দ একবারে উচ্ছ্বলিত হইল।

তাপসী বলিতে লাগিলেন, "মা! তুই যে আমার দুঃখিনী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আমার অন্তঃকরণ যেন মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে, মা! তোর বিবাহ দিনে তোর দেখা পাইলাম, এই বিবাহ কাশ্মীরে হইলে কত সমারোহে হইত, মা! তুই রাজার কন্যা।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলে।

হেমনলিনী মাতার সঙ্গে সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল, মাধবিকার শুষ্কচক্ষেও আনন্দ অশ্রুর উদয় হইল, কুমার একবারে বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। তাপসীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা উদ্বেলিত হইল।

কুমার বলিলেন। "আমি আপনার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূর্ব্বেই পরিচয় লাভ করিয়াছি, আপনি আজ জানিতে পারিলেন, বিজয়া ও দুঃখিনী এই উভয়ই আপনার ক্রোড়ে আগত হইল, তত্ত্ব পাইয়াছি সম্প্রতি আপনার স্বামী কাশ্মীররাজ দিল্লীতে

আসিয়াছেন, বোধ হয়, ঈশ্বর তাঁহার সহিত সত্বর আপনার মিলন করিয়া দিবেন, আপনার সময় অনুকূল হইয়াছে।"

মাধবিকা বলিল,—"কুমার! কাশ্মীরপতি যখন ইহাঁকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন ইহাঁর সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ কি? ইনি কেন আর যাচিকা হইয়া উপস্থিত হইবেন? আপনি সেই শ্বশুরের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে সুযোগ পাইবেন, কাশ্মীরপতি অনায়াসে আপনার ন্যায় সৎপাত্র জামাতা পাইয়া হর্ষসাগরে ভাসিতে থাকিবেন, এরূপ জামাতা, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবার আশা ছিল না, আমি যে এই বিবাহের ঘটক, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবে না, আমি সেই রাজার নিকট কিছু পুরস্কার প্রার্থনা করিয়া লইব।"

এসময়ে নর্ম্মদা আসিয়া উপস্থিত হইল, নর্ম্মদা যে বিজয়া তাহা তাপসী পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিয়াছে। নর্ম্মদাও তাপসীকে গর্ভধারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। এখন তাপসীর ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। নলিনীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা জন্মিল।

মাধবিকা বলিতে লাগিল,—"দেবি! তাপসীর নিকট নিজ পরিচয় লাভ করিয়া সংশয় দূর করিয়াছ. দুঃখিনীর নিমিত্ত বড়ই ব্যাকুল আছ, তোমার দুঃখিনী ভগিনীকে আনিয়া দিতেছি, অস্থির হইও না।" নর্ম্মদা বলিল "দুঃখিনীকে কোথায় পাইব? আমি দুঃখিনীর নিমিত্ত যোধপুরে যাইব, জননীকে লইয়া কল্য এই পর্ব্বত হইতে বহিষ্কৃত হইব, এইরূপ স্থির করিয়াছি। দুঃখিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি আমার মন অধীর হইয়াছে, আমি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। এই যে জননী—" দেখিয়া দুঃখিনীর শোক আরো উদ্দীপ্ত হইল।

মাধবিকা বলিল,—"তোমার দুঃখিনীকে আনিয়া দিলে আমায় কি দিতে পার?"

নর্ম্মদা। "আমার এই জীবন তোমায় অর্পণ করিতে পারি।"

মাধবিকা। "আমি তোমার সহোদরা দুঃখিনীকে আনিয়া দিতেছি।"

নর্ম্মদা। "দুঃখিনী কি জীবিত আছে? তুমি কোথা হইতে উহাকে আনিয়া দিবে? জীবিত থাকিলেও কোথায় আছে তাহার নিশ্চয় কি?"

মাধবিকা। "দুঃখিনী এখানেই অছে, এই দেখাইয়া দিতেছি শান্ত হও।"

নর্ম্মদা বিস্মিত হইয়া একবার মাধবিকার মুখপানে অবলোকন করিল, আবার হেমনলিনীর দিকে নয়নপাত করিল, নলিনীকে দেখিয়া নর্ম্মদার মনে একরূপ নূতন ভাবের উদয় হইল, বিশেষতঃ কুমারের পার্শ্বে অতি স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত দেখিয়া অন্তঃকরণ নানারূপ সন্দেহ ও বিস্ময়ে আকুল হইল, জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এক দিকে এই নূতন কৌতূহল, আর দিকে দুঃখিনীর শোক, মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাধবিকাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে উন্মুখ হইয়াও লজ্জা ও শঙ্কাবশতঃ ক্ষান্ত হইল। কিছুকাল সেই স্থান একবারে নীরব।

মাধবিকা। "দেবি! দুঃখিনীকে দেখিবে?"

নর্ম্মদা। "কোথায় দুঃখিনী?"

মাধবিকা। "ঐ যে তোমার জননীর পাশে বসিয়া আছে।"

নর্ম্মদা। "ইনি কে? কুমারের নিকট অসঙ্কোচভাবে বসিয়া আছেন? ইহাঁকে কখন দেখিয়াছি এরূপ বোধ হয় না; ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

মাধবিকা। "ইনিই তোমার সহোদরা।"

নর্ম্মদা। "দুঃখিনী জীবিত থাকিলে ঠিক এত বড় হইত সন্দেহ নাই," এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। নলিনী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না, রোদন করিয়া নর্ম্মদার কণ্ঠ ধারণ করিল, বলিতে লাগিল—"আমি দুঃখিনী, আমিই রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর আলয়ে প্রতিপালিত হইয়াছি, জননী হইতে পরিচয় পাইয়াছি, আমি পরিচয় গোপন করিয়া বলিয়াছি, জননীও এই মাত্র আমার পরিচয় পাইয়াছেন," তাপসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"এত দিনে আমার হৃতধন লাভ হইল, মন শীতল হইল।"

মাধবিকা বলিল, "নর্ম্মদাদেবি! তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী দুঃখিনীর নাম হেমনলিনী, অদ্য কুমার অরিজিৎসিংহের সহিত ইহার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইবে, এই নিমিত্ত এ সময় তোমায় এখানে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছি, তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তোমার অনুমতি গ্রহণ করা নলিনীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।"

নর্ম্মদা। "আমার ভগিনী কি রূপে কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইল। কুমার অরিজিৎসিংহের সহিত কিরূপেই বা মনোমিলন হইল, এই সকল জানিবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

মাধবিকা। "এ সব বহুবিস্তৃত বৃত্তান্ত, সংক্ষেপে বলিলে তোমার পরিতৃপ্তি হইবে না, অবকাশ মতে পরে বর্ণন করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিব, এখন বিবাহের সময় উপস্থিত, তুমি অনুমোদন করিলেই কাহার ক্ষোভ থাকে না।"

নর্ম্মদা। "এ বিষয়ে কি আপত্তি হইতে পারে? আমি আহ্লাদিত হৃদয়ে অনুমোদন করিতেছি, আমি চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সংকল্প করিয়াছি—কোনরূপ বিষয়সুখে রত হইব না,

কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইবে আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, বিশেষত কুমার পরম শ্রদ্ধাভাজন।"

তাপসী। (স্বগত) "বিধাতা কি সত্য সত্যই আমার প্রতি সদয় হইলেন?"

মাধবিকা। "শুভ কর্ম্মে বিলম্ব হওয়া বিধেয় নয়, দেবি! আপনি শীঘ্র কন্যা দান করিয়া উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বাহ করুন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনানুসারে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতীত হইয়া যাইতেছে।"

তাপসী ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আসীন হইল, কুমার আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন, নলিনী সলজ্জ স্নিগ্ধভাবে অবস্থিত হইল।

মাধবিকা। "তাপসীদেবি! নলিনীর হস্ত গ্রহণ করিয়া কুমারের হস্তে অর্পণ করুন।"

তাপসী কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া কুমারের হস্তোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—"কুমার তোমাকে এই কন্যারত্ন দান করিলাম, অদ্য হইতে তুমি ইহার প্রাণবল্লভ স্বামী হইলে, তোমার উপর নলিনীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, (চন্দ্রদেবের প্রতি) হে চন্দ্রদেব! তুমিই এই বিবাহের সাক্ষী স্বরূপ।"

কুমার। "আমি আপনার প্রদত্ত দান গ্রহণ করিলাম, (স্বগত) অনেককাল পূর্ব্বে হৃদয় দান করিয়াছি, অদ্য লৌকিকতা মাত্র, মনোমিলনই প্রকৃত বিবাহ, আমাদের প্রকৃত বিবাহ অনেক দিন পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে, লোকাপবাদ রক্ষার অনুরোধে এই এক কাণ্ড করা হইল।"

মাধবিকা উত্তম এক পুষ্পমালা নলিনীর হস্তে দিল, নলিনী সেই মালিকা লইয়া কুমারের গলে অর্পণ করিল।

তাপসী বলিল,—"বিবাহের কোনরূপ অঙ্গহীন হয় নাই। যদি কোন ক্ষত্রিয় নিমন্ত্রিত হইয়া এই বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় ছিল। ক্ষত্রিয় বিবাহে কোন ক্ষত্রিয় প্রধান পুরুষ উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

মাধবিকা। "এখন ক্ষত্রিয় কোথা হইতে আনয়ন করিবে?"

কুমার। "দেবদাস ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়, এই পর্ব্বতেই এপর্য্যন্ত আছেন, আমাদের সহিত দিল্লী যাইবেন, আমার নিবেদন জানাইলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইবেন।"

মাধবিকা। "ক্ষত্রিয় একজনের সংস্থান হইলে ক্ষত্রিয়রাজা কোথা হইতে আনিয়া মিলাইব?"

নর্ম্মদা। "শিবজী এই পর্ব্বতে উপস্থিত আছেন, নিমন্ত্রণ জানাইলে অবশ্যই আসিবেন সন্দেহ নাই। মাধবিকা আমার সঙ্গে গেলেই এই দণ্ডে লইয়া আসিতেছি। নায়ক হেমকরের আদেশ ভিন্ন প্রহরীরা ছাড়িয়া দিবে না, নায়ক হইতে আদেশ আনাইয়া দিলে আর বিলম্ব হইবে না। কুমার নর্ম্মদার কথা শুনিয়া, নলিনীর মুখপানে কটাক্ষপাত করিলেন, এবং ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলেন, নলিনীও ঈষৎ হাসিয়া মুখ অবনত করিল, নর্ম্মদা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নলিনী শিবজীর প্রতি সবিনয় আদেশ লিপি করিয়া 'হেমকর' এই নাম সাক্ষর করিল, ইহা দেখিয়া নর্ম্মদা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। চিন্তা করিবার অবকাশ পাইল না। মাধবিকার সহিত দ্রুত যাইয়া শিবজীর হস্তে পত্র অর্পণ করিল। শিবজী নর্ম্মদাকে আহ্লাদিতা দেখিয়া ও নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া দুঃখের সময়েও সন্তোষ লাভ করিলেন, রক্ষকগণ নায়কের আদেশ জানিয়া শিবজীর সঙ্গে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল এবং কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতি করিল,

নৰ্ম্মদা ও মাধবিকার সহিত শিবজী সেই বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল।

শিবজী বরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কন্যার পরিচয় লাভ হইল না, শিবজী উপবিষ্ট হইলে দেবদাস উপস্থিত হইল, এবং পুণাপতির সমীপে উপবেশন করিল, তখন শিবজী ত্রস্তভাবে দেবদাসকে বলিলেন, "এই কন্যার রূপ লাবণ্য মুখশ্রী দেখিয়া হঠাৎ আপনার প্রদত্ত সেই আলেখ্যের কথা স্মরণ হইল," দেবদাস নলিনীর মুখপানে চাহিয়া চিত্রপট স্মরণ করিতে লাগিল।

শিবজী। "কন্যার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে।"

তাপসী বলিল, "মহারাজ! আপনি এই বিবাহের সাক্ষী, কুমার এই কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।"

তাপসী। "কন্যার পরিচয় পরে পাইবার সুযোগ ঘটিবে, এখন বিরত হউন," এইরূপে বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, শিবজী নিজ গৃহে গমন করিলেন, কুমার ও নলিনী শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তাপসী প্রভৃতিরা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। পর দিবস দিল্লী গমনের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

"প্রয়োজনোপেক্ষিতয়া প্রভূণাং
প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু।"

হেমকর, কুমার অরিজিৎসিংহকে লইয়া দিল্লী গমন করিল, সঙ্গে কারারুদ্ধ শিবজী প্রেরিত হইলেন, দেবদাস সঙ্গী হইয়া চলিল, মাধবিকা, তাপসী, নর্ম্মদা এই তিন জন স্ত্রী শিবিকারোহণে সঙ্গে গমন করিল। একটী সৈন্যেরও বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয় নাই, অথচ প্রবল শত্রু শিবজী ধৃত হইয়াছে। কুমারের উদ্ধার সাধন হইয়াছে এই সংবাদ স্মরণ করিয়া মোগল সেনা সকল পুলকিত হইতেছে।

এদিকে দিল্লীতে মহোৎসব, সম্রাট বিজয় সমাচার পাইয়া একবারে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, নগর আলোক মালায় সজ্জিত হইল, সর্ব্ব স্থানে নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল, দরিদ্র কুলের প্রতি ধন বিতরিত হইতে লাগিল, রাজভবনের চারিদিকে নানা প্রকার চিত্র-শালিকা নাট্য-শালিকা ও কৃত্রিম উদ্যান সকল সজ্জিত হইয়াছে। কোন প্রজারই গৃহে নিরানন্দ নাই। বিলাসী মোগলগণ মদিরা পানে মত্ত হইয়া অধীরভাবে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, নর্ত্তকীসহ নৃত্য করিতেছে, গায়কেরা গান করিতেছে, রাত্রি দিন মুসলমানদিগের ভোজ অবিশ্রান্ত চলিতেছে, অসংখ্য ছাগ মেষ ও গো-হত্যা হইতেছে, হিন্দুরা শাসন ভয়ে অগত্যা উৎসবে আমোদ প্রকাশ করিতেছে, স্থানে স্থানে মসীদে নমাজ

ও কোরাণ পাঠ হইতেছে, সাধু ব্রাহ্মণগণ নগর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমন করিতেছে।

সম্রাট্ হোসেন ও সায়েস্তাখাঁর সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছেন, সায়েস্তাখাঁ বলিল,—"এতদিনে মোগল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, ঈশ্বর আকবর হইতে এপর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মোগল সম্রাট্-দিগের কোনরূপ অধিকার বিস্তার হয় নাই, আপনার সেই মনোরথ সিদ্ধ হইল।"

সম্রাট্ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"শিবজী হস্তগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, শিবজী ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে আর বিদ্রোহী রাজা দ্বিতীয় নাই। এদিকে এক যশোবন্ত সিংহ ভিন্ন আর কোন পরাক্রম-শালী ক্ষত্রিয় দেখা যায় না, সত্য বটে, কিন্তু সম্প্রতি একটী বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, চিন্তার কারণটী এই—শিবজী অতি চতুর লোক, অনেক দিন অরিজিৎ-সিংহ শিবজীর আলয়ে অবস্থিতি করিয়াছে। শিবজী অবশ্যই উহাকে বশীভূত করিতে যত্ন করিয়াছে। হেমকর সম্প্রতি যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছে। সৈন্য সামন্তগণই সেই যুবার অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছে। হেমকরের সহিত অরিজিৎ-সিংহের আত্মীয়তা ঘটিবার অনেক সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

সায়েস্তাখাঁ বলিল,—"আমিও এবিষয়ে চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছি, বিষয়টী বড় সহজ নয়, ইহাদের সঙ্গে প্রায় লক্ষ সৈন্য আছে, যুদ্ধে জয় লাভ করাতে চতুর্গুণ সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে, দমন করা বড় কঠিন ব্যাপার দেখিতেছি।"

সম্রাট্। "কোনরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলিবে না।"

সায়েস্তাখাঁ। "এরূপ কি কৌশল আছে যে তদ্দারা এই প্রবল শত্রুপক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে?"

হোসেন। "হেমকর অতি প্রভুভক্ত, শিবজী বন্দী, সহসা কোন গোলযোগ যে হইবে এরূপ বোধ হয় না। সৈন্যগণ কি হঠাৎ একবারে মোগল সম্রাটের প্রভাব বিস্মৃত হইবে? সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইলেও যে আমরা একবারে নিরুপায় হইয়া পড়িলাম এরূপ নয়, কয়েক সহস্র সৈন্য ও দুইচারি জন সেনাপতি দমন করা এমন কি কঠিন ব্যাপার?"

সায়েস্তাখাঁ। "হোসেন তুমি শিবজী ও অরিজিৎসিংহের পরাক্রম জান না, তন্নিমিত্তেই এরূপ বলিতেছ, আমি উহাদের বিষয় ভালরূপ অবগত আছি।"

সম্রাট। "হোসেন! তুমি আমাদের চিন্তার বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পার নাই, যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিষয় তোমার অভিজ্ঞতা অতি অল্প।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমার বিবেচনায় অরিজিৎসিংহকেও শিবজীর ন্যায় কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, হেমকর অতি নম্রপ্রকৃতি, তাহার দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা যায় না।"

সম্রাট। "কিরূপে উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া নিরস্ত করা যাইতে পারে। আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আগামী দিবস উহারা দিল্লী পৌঁছিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিবিধান না করিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। বিপদকে সময় দেওয়া উচিত নয়। আর একটী বিষয় বিস্মৃত হইতেছি—সম্রাট সাজাহানকে কারারুদ্ধ করাতে তাঁহার ভক্ত অনেক প্রধান সৈনিক পুরুষ বিরুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারাও এই উপস্থিত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। দিল্লী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিবিধান স্থির করা কর্ত্তব্য।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমি এক পরামর্শ স্থির করিয়া বলিতেছি।"—

সম্রাট্। "কিরূপ, তাহা বলিয়া যাও।"

সায়েস্তাখাঁ। "হঠাৎ সৈন্য লইয়া প্রতিকূলতা করিলে বড় গোলযোগ ঘটিবে, কুমার অরিজিৎ ও শিবজীর আদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত দুইটী ভিন্ন ভিন্ন গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হউক, উঁহারা দিল্লীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিলে দুইজন চতুর সম্ভ্রান্ত মোগল যাইয়া দুইজনকে দুই গৃহে লইয়া যাইবে, গৃহদ্বয় এরূপভাবে নির্ম্মিত হইবে যে প্রবেশ করিলে আর আসিবার উপায় থকিবে না।"

হোসেন। "গৃহ কিরূপ করা যাইবে?"

সম্রাট। "গৃহের চারিদিকে প্রথম অতি গুপ্তভাবে অস্ত্র শস্ত্রধারী বীর সকল থাকিবে। গৃহে প্রবেশ করিয়া যখন নিরস্ত্রভাবে আমোদ প্রমোদ করিবে, তখন হঠাৎ অস্ত্রধারী সেনাগণ উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় জানাইলেই জানিতে পারিবে যে, কৌশলে বন্দী হইল।"

হোসেন। "যশোবন্ত সিংহ কিরূপে পরাস্ত হইবে?"

সায়েস্তাখাঁ। "অরিজিৎ সিংহ হস্তগত হইলেই যশোবন্ত সিংহ অধীন হইবে। যশোবন্ত সিংহ তাদৃশ তেজস্বীও নয়, অরিজিতের বলে বলবান্।"

সম্রাট। "আমার বিবেচনায় অরিজিৎ সিংহকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, সহসা সুযোগ ঘটিবে না। আমার আশঙ্কা হইতেছে,—কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্রের সহায় পাইলে আর রক্ষা থাকিবে না। অরিজিতের পরাক্রম কাহারই অবিদিত নাই। কৌশলক্রমে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। সায়েস্তাখাঁ! অরিজিৎ সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত তোমারই যাওয়া কর্ত্তব্য।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমি অরিজিৎ সিংহকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক যাইতেছি।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে,—সহসা সংবাদ আগত হইল,—'হেমকর, অরিজিৎ সিংহ প্রভৃতি নগরের প্রায় প্রান্তভাগে আসিয়াছে।' তত্ত্ব পাওয়া মাত্র সায়েস্তাখাঁ কুমারকে, হুসেন শিবজীকে অভ্যর্থনা করিতে সত্বর প্রেরিত হইল।

হোসেন উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক শিবজীর নিকটে উপস্থিত হইল। শিবজী হোসেনের সবিনয় বাক্যে মোহিত হইয়া তাহার সহিত যথানির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিল।

সায়েস্তাখাঁ কুমারকে লইয়া পূর্ব্ব সজ্জিত গৃহে গমন করিল। কুমার পরদিন বুঝিতে পারিলেন যে, কৌশল ও ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। হেমকর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইল। মাধবিকা, তাপসী ও নর্ম্মদা হেমকরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রহিল।

যশোবন্ত সিংহ, দ্বিতীয় পুত্র অরিজৎ সিংহের সহিত দিল্লী উপস্থিত হইলেন। কুমার দিল্লী আসিতেছেন, এই বার্ত্তা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। আসিয়া জানিতে পারিলেন,—কুমারকে সম্রাট কারারুদ্ধ করিয়াছেন, ইনি পুত্রের সহিত দিল্লী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজা হরেন্দ্র দেব, রাজ্যসম্বন্ধীয় কোন প্রয়োজন বশতঃ দিল্লী বাস করিতেছেন। সম্রাট এত দিন ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া কোন কথাই উপস্থিত করিতে সুযোগ পান নাই। সম্প্রতি সুসময় দেখিয়া সম্রাট সমীপে সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত সিংহেরও এক আবেদন তৎসমকালে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল।

পর দিবস সম্রাট ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইলেন,—চারি দিকে সভালোক সকল উপবেশন করিল। এ সময়ে শিবজী, যশোবন্ত সিংহ ও হরেন্দ্র দেব আহূত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট অনেকক্ষণ সম্ভ্রান্ত মোগলদিগের সহিত আলাপে রত থাকিয়া পরে অতি গম্ভীরভাবে গর্ব্বিতভাবে রাজাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শিবজী সম্রাটের ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইলেন। যশোবন্ত সিংহ কিঞ্চিৎ ধীর প্রকৃতির লোক, অপমান বোধ করিয়া অধোদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র দেব আরঙ্গজীবের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। সম্রাট আবার নিজ অধীন বান্ধবদিগের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এখানে কি নিমিত্ত এখন উপস্থিত হইয়াছ?" রাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে, সম্রাট অভিপ্রায় জানিয়াও প্রতারণা পূর্ব্বক জিজ্ঞসা করিলেন, যশোবন্ত সিংহ উত্তর করিলেন, "আপনি আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি।"

সম্রাট বলিলেন, "বিস্মৃত হইয়াছি, বোধ হয় আহ্বান করিয়া থাকিব," এই মাত্র বলিয়া আবার মোগলদিগের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজাদিগের আগমনে সভাস্থ সকলেরই স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল,—অতি নির্ব্বোধ লোকেরাও বুঝিতে পারিল যে সম্রাট ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহাঁদিগের অপমান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

শিবজী ক্রোধে অধীর হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আয়ত্ত ব্যক্তির প্রতি যে দুরাচার এরূপ কুৎসিত ব্যবহার করিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর, আমার জীবনের আশা কিছুমাত্র নাই,

যেরূপ বহুজন সমক্ষে আমার এরূপ অপমান করিয়াছে, আমিও দুর্ব্বাক্য বলিয়া মানের লাঘব করিব।”

যশোবন্ত সিংহ বলিলেন,—“আমরা কি নিমিত্ত আহূত হইয়াছি কারণ জানাইবার আদেশ হউক।”

সম্রাট বলিলেন, “আপনাদের আবেদন পাইয়া আপনাদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনাদিগের প্রয়োজন প্রকাশ করুন।” এই বলিয়া ময়ূরাসনের নিম্নভাগে পার্শ্বদিকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন, সেই স্থান সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বসিবার উপযুক্ত নহে। তিনজন রাজাই নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন, ক্রোধে ও অপমানে শিবজীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। কাশ্মীরপতি মনের অসন্তোষ অতি কষ্টে গোপন করিয়া রাখিলেন। শিবজী উন্নত স্বভাব লোক, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত সাধীন, মনের ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, কিছুকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“আপনি বলে কৌশলে অনেক দেশ হস্তগত করিয়াছেন, অনেক রত্ন-কোষ-সাৎ করিয়াছেন, এমন কি আকবর হইতেও আপনাকার প্রতাপ অধিক হইয়াছে। শুনিয়াছি নানা শাস্ত্রেও অধিকার আছে, নিজ ধর্ম্মে বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধায় খ্যাতি সর্ব্বদা শুনিতে পাই, আক্ষেপের বিষয় এই আপনি ভদ্র ব্যবহার কিছুমাত্র অবগত নহেন, যাঁহার হস্তে এতদূর গুরুতর ভার অর্পিত হয়, তাঁহার অনেক বিবেচনা করিয়া চলা উচিত। প্রধান লোকের ভবনে অতি নীচ লোক আগত হইলেও প্রধান লোকের নিকট পরমপূজ্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে অতিথি ব্যক্তি সকলের গুরু, আমি আপনার আবাসে সম্প্রতি অতিথি, আমার প্রতি এরূপ অনুচিত ব্যবহার আপনার মত লোকের শোভা পায় না।”

সম্রাট। "আপনি অতিথি নন, পরাজিত হইয়া বন্দী ভাবে আসিয়াছেন।"

শিবজী। "আমি বন্দী হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমার রাজ্য স্বাধীন আছে, এপর্য্যন্ত বিজাতীয় অধিকার স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

সম্রাট। "বিজাতীয় লোকের অধীন হওয়ার আর অধিক বিলম্ব নাই।"

শিবজী। "কিরূপে বিজাতীয় লোকের অধিকৃত হইবে? মনে করিয়াছেন—আমায় হস্তগত করিয়াছেন, ইচ্ছানুসারে সম্মতি করাইয়া লইবেন, এ অতি ভ্রম। আমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার রাজ্য স্পর্শও করিতে সমর্থ হইবেন না।"

সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তিম লোচনে বলিলেন, "এরূপ কথা বলিবার এ স্থল নহে। এ মহারাষ্ট্রীয় অসভ্য দেশ নয়। শান্ত হইয়া আলাপ করুন।"

শিবজী। "আমি ক্রুদ্ধ হই নাই, অধীরতাও কিছু জন্মে নাই, আপনি অনুচিত অপমান করাতে খেদ জন্মিয়াছে, সূর্য্য বংশীয় কোন্ রাজা এরূপ অপমানিত হইয়াছেন?"

সম্রাট। "সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের আর গৌরব কি? এখন সকলেই অধীন।"

শিবজী। "তা সত্য বটে, কিন্তু আকবর বাদসাহ সূর্য্যবংশীয়-দিগের যথেষ্ট গৌরব করিতেন, যাঁহারা সূর্য্যবংশীয়দিগের প্রকৃত গুণ ও মহিমা জানেন, তাঁহারা এখনও মর্য্যাদা করেন, অন্যান্য সূর্য্যবংশীয়েরা হীনবল হইয়াছে বলিয়া আমি তিরস্কৃত হইব কেন? আমি স্বাধীনতার অনুরোধে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমাকে কাপুরুষ ভীরু মনে করিবেন না।"

সম্রাট। (স্বগত) "শিবজী সামান্য লোক নয়, এখন ইহাকে আর দুর্ব্বাক্য বলিয়া বিরক্ত করা উচিত নয়, তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা শাসিত হইবে না। কিঞ্চিৎ নম্রভাব অবলম্বন করা যাক্।"

যশোবন্ত। "উগ্রভাবে আলাপ করা আমার ইচ্ছা নয়, আপনার নিকট উচিত স্থলেও উগ্র হওযার শক্তি নাই, আমি একরূপ আপনার অধীন। আপনার সমীপে আমার আবেদন আছে, এখন সেই সমুদয় কথা উল্লেখের অসময় দেখিতেছি।"

সম্রাট। "আপনার এমন কি গোপনীয় কথা হইতে পারে যে, এ সমুদয় সভাস্থ লোকেরা শুনিবার অযোগ্য।"

যশোবন্ত। (স্বগত) "পরাধীনতা পাপ যাঁহাদিগকে একবার স্পর্শ করিয়াছে তাঁহাদিগের আর কিছুমাত্র মহত্ত্ব নাই। সম্রাটের কথায় প্রকৃত উত্তর দিতেও সাহস হইতেছে না, এখন আমার সময় ভাল নয়, কথার প্রতিবাদ ও বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই।"

সম্রাট শিবজীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য মুখে বলিতে লাগিলেন, "আপনার অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আপনার স্বভাব ও মন পরীক্ষার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, পরিহাস বিবেচনায় ক্ষমা করা উচিত, ভরসা করি আর একদিন আপনার সহিত রাজনীতি বিষয় আলাপ হইবে, কার্য্যবশতঃ এখন গৃহান্তরে যাইতেছি।" যশোবন্ত সিংহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়! অন্য গমন করুন, আপনার সহিত গোপনীয় আলাপ হইবে," কাশ্মীরপতির দিকে মাত্র একবার বিদায় সম্ভাষণ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেন, আর কোনরূপ কথা বলিলেন না। সম্রাট সভা ভঙ্গ করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে গেলেন, সভাস্থ সকলে প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রণানুমতং কার্য্যং।"

অদ্য সম্রাট, সায়েস্তাখাঁর সহিত নির্জ্জনে বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, ষড়যন্ত্রদ্বারা রাজ্য নিষ্কণ্টক করাই এ মন্ত্রণার উদ্দেশ্য।

সম্রাট। "আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কতিপয় ব্যক্তির প্রাণদণ্ড না হইলে রাজ্যের মঙ্গল নাই, শত্রুকে শাসন করিয়া ক্ষমা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।"

সায়েস্তাখাঁ। "প্রভো! কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হওয়া আপনার অভিপ্রেত?"

সম্রাট। "যাহারা আমার সাংঘাতিক শত্রু, তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিব।"

সায়েস্তাখাঁ। "শিবজী সর্ব্ব প্রধান শত্রু, তাহার শিরশ্ছেদ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

সম্রাট। "কি উপায়ে শিবজীর শিরশ্ছেদ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এখন প্রাণ বিনাশ করা সহজ, কিন্তু বিনা দোষে হঠাৎ এই কার্য্য করিলে অনেক সৈন্য বিদ্রোহী হইতে পারে, আর অন্যান্য শত্রুগণ সাবধানে আত্ম রক্ষা করিবে, শিবজীর রাজ্যও অধিকৃত হইবে না, রাজ্য হস্তগত করিয়া প্রাণনাশ করিলে কার্য্য সিদ্ধি মনে করিতে পারা যায়।"

সায়েস্তাখাঁ। "শিবজীর প্রাণনাশ করিলে তাহার রাজ্য হস্তগত

করা কঠিন নয়। শিবজীর বীরত্ব ও কৌশলেই দাক্ষিণাত্য আমাদের অনধিকৃত রহিয়াছে, শিবজী এখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ শত্রু কখন কি ঘটায়, তাহার নিশ্চয় নাই, শিবজী রুদ্ধ থাকিলে কোন না কোন দিন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শতগুণে শত্রুতা করিবে।"

সম্রাট। "হঠাৎ কিরূপে উহার প্রাণ বিনাশ করি, বিশেষতঃ শিবজীর নিকট পরাক্রম দেখাইবার বড় ইচ্ছা আছে, ভারতবর্ষের সকলেই অপদস্থ প্রায় হইয়াছে, শিবজীমাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে, আমার পরাক্রম না দেখাইয়া উহার জীবন বিনাশ করিব না। এখানে সৈন্য সামন্ত সকলই শিবজীর বিপক্ষ, মোগল সেনা কোন রূপেই উহার সাহায্য করিবে না।"

সয়েস্তাখাঁ। "শিবজীকে এখানে সাবধানে বন্দী রাখিতে পারিব, কোনরূপ আশঙ্কার হেতু নাই, কিন্তু যে সকল রাজাগণ উহার সহায় হইতে পারে, তাহাদিগকে দমন করা আবশ্যক।"

সম্রাট। "সহসা রাজাদিগের প্রাণ বিনাশ করিলে গোলযোগ ঘটিতে পারে, প্রথম কতগুলি বিদ্রোহীও প্রাণদণ্ডের যোগ্য লোকের বিচার ও প্রাণদণ্ড উপলক্ষ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিদ্রোহী রাজাদিগের প্রাণ বধ করিতে হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "যশোবন্ত সিংহকে সহসা মৃদু স্বভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অত্যন্ত ষড়যন্ত্রী।"

সম্রাট। "যশোবন্তের প্রতি বড় আশঙ্কা নাই। যশোবন্তের পুত্রদ্বয়ের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দেহ; অজিৎ সিংহ ও অরিজিৎ সিংহের ন্যায় ভয়ানক শত্রু আর নাই। অরিজিৎ যুদ্ধ-নিপুণ, অজিৎ অত্যন্ত ক্রূর ও ষড়যন্ত্রী, এই দুই ব্যক্তিরই প্রাণ নাশ করা আব-

শ্যক। এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন আরও কতকগুলি সামান্য বিদ্রোহী আছে, তাহাদিগকেও এই সঙ্গে নিহত করিতে হইবে।" এই সময়ে একজন গুপ্তচর আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতলু! সমাচার বল," কতলু বিনীত-ভাবে বলিতে লাগিল,—"প্রভু! অনেকগুলি বিদ্রোহীর অনুসন্ধান পাইয়াছি, এখন প্রতিবিধান করিবার সুযোগে বিলম্ব হইলে শত্রু পলায়ন করিবে।"

সম্রাট। "এই নগরেই বসতি করে, নাম হরিপাল ব্রহ্মা, কথার আভাসে বোধ হয়, দাক্ষিণাত্য নিবাসী লোক হইবে, শিবজীর গুপ্তচর বলিয়া অনুমান হয়।"

সায়েস্তাখাঁ। "এ অতি সামান্য শত্রু, ইহার প্রতিবিধান অতি সহজ, অন্য ব্যক্তিদিগের নাম কর।"

কতলু। "একজন ব্রাহ্মণ, (দেবপূজক) এই নগরের প্রান্তভাগে এক দেবমন্দিরে বসতি করে। বেশ পরিচ্ছদ দেখিলে হিন্দু উদাসীন বলিয়া বোধ হয়, উহাকেও শত্রু বলিয়া বোধ হইল।"

সায়েস্তাখাঁ। "কিরূপে জানিতে পারিলে?"

কতলু। "কোন সময়ে রাত্রিকালে সেই দেবমন্দিরের নিকট-পথে যাইতে অস্পষ্ট স্তুতিবাদ শুনিতে পাইলাম। হঠাৎ সম্রাটের নাম শ্রুতিগোচর হওয়াতে মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শুনিলাম, সেই ব্রাহ্মণ স্তুতিবাদ করিতেছে;—"হে দেবি! আরঙ্গজীব জীবিত থাকিতে রাজ্যের মঙ্গল নাই, উহার প্রাণ সংহার করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। সম্রাটের মরণ সাধনের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছি।" প্রভু! সেই দুরাচারের প্রার্থনা যখন এইরূপ, অনুষ্ঠান বোধ হয়, ভয়ানক হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "উহার অনুষ্ঠান কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

কতলু। "জানা প্রয়োজন বোধ করি নাই।"

সম্রাট। "যে পর্য্যন্ত অপরাধ জানা হইয়াছে, তাহাতেই প্রাণ দণ্ড হইতে পারে, আর অধিক অনুসন্ধানের আবশ্যক নাই।"

সায়েস্তাখাঁ। "এই নিমিত্ত বিশেষ জানা আবশ্যক যে, উহার সহিত অনুষ্ঠানে অন্য কোন ব্যক্তি রত থাকিবার সম্ভাবনা।"

সম্রাট। "কতলু! আর কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলিয়া অনুমান করিয়াছ?"

কতলু। "আপনার এখানে পূর্ব্বে দেবদাস নামক এক ক্ষত্রিয় ছিল, বোধ হয়, আপনার মনে আছে, সে পুণা গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার দিল্লী আসিয়াছে।"

সম্রাট। "দেবদাসকে জানি, অনেক দিন হইল, দেবদাসের সংবাদ অবগত নই। পুণা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারে। উহার অসদাচরণের বিষয় কি জানিতে পারিয়াছ?"

কতলু। "গোপনে শিবজীর সহিত ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করিতেছে, এরূপ শুনিয়াছি। কুমার অরিজিৎ সিংহের সহিতও পরিচয় আছে, ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ভীত হইয়াছি।"

সম্রাট। "উহার প্রতি এক সময়ে বিশ্বাস ছিল। হিন্দু জাতি বিপদ ঘটাইতে পারে, ক্ষমা করা উচিত নয়, শীঘ্র বোধ হয়, পলাইতে পারিবে না।"

কতলু। "আপনার এক মাতুল এই ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বড় ভয়ানক লোক, তাহার শত্রুতা অতি বিপদ-জনক, সাবধান হইবেন।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সে দুরাচার অনেককাল হইতে শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। এবার পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ হইবে।"

সম্রাট মাতুলের নাম শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, বলিতে লাগিলেন,—"অতি সত্বর দুরাচারদিগের শিরশ্ছেদন করিব, কাহাকেও ক্ষমা করিব না।" এই সময়ে আর এক ব্যক্তি গুপ্তচর আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সম্রাট সমীপে দাঁড়াইল। সম্রাট ত্রস্তভাবে বলিলেন,—"মন্নু! তুমি কি জানিতে পারিয়াছ, বর্ণন কর।"

মন্নু। "প্রভু! অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছি। আপনার পিতা ঘোরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন; তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি।"

সম্রাট। "কি জানিতে পারিয়াছ?"

মন্নু। "সেই দিন দেখিলাম, কারারুদ্ধ কুমার অরিজিতের সমীপে আপনার পিতা গমন করিয়া চুপে চুপে পরামর্শ করিতেছেন। আমি কোন কথা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আপনার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া বোধ হইল।"

সম্রাট। "আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। পিতা হইতে এরূপ কার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একবার কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি অনেকের অনুরোধে মুক্তি করিয়াছি। কিন্তু কর্ম্মটা ভাল হয় নাই, আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিতে হইল।"

সায়েস্তাখাঁ। সম্রাটের সহিত যদি অরিজিৎ সিংহের পরামর্শ হইয়া থাকে, তবে বড় চিন্তার বিষয়। বিলম্ব হইলে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন হইবে, কর্ত্তব্যসাধনে আলস্য করা উচিত নয়।"

সম্রাট। "কিছু চিন্তা নাই, সমুদয় শত্রু এককালে দমন করিতেছি, আমি উহাদিগের ষড়যন্ত্রে ভীত নই। সপ্তাহ মধ্যে সম্প্রদায়ের প্রাণ দণ্ড করিতেছি।"

সায়েস্তাখাঁ। "কুমার অরিজিৎ সিংহের শিরশ্ছেদ নিতান্ত আবশ্যক।"

সম্রাট। "সাজাহানকে পিতা বলিয়া ক্ষমা করিব না, অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি। এবার শূলে আরোহণ করাইব, ময়ূরাসনে আরোহণের ভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। হরেন্দ্রদেব ভিন্ন সমুদায় নরপতি ও অন্যান্য বিদ্রোহিদিগের বিনাশ-সাধন করিয়া শিবজীর মস্তক চ্ছেদন করিব। সমুদয় শত্রু বিনাশ, শিবজী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আমার প্রতাপ জানিতে পারিবে। মন্নু! বৃদ্ধ সম্রাটের বিষয় আর কি অবগত আছ, বর্ণন কর।"

মন্নু। "প্রভু! বৃদ্ধ সম্রাট শিবজীর কারাগৃহেও এক দূতপ্রেরণ করিয়াছিলেন।"

সম্রাট। "কেন দূত প্রেরিত হইয়াছিল, কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

মন্নু। "না,—বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই, আপনার বিরুদ্ধভাবে ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিয়াছিলাম।"

সম্রাট। "বৃদ্ধ সম্রাটের গৃহে অন্য কোন রাজার প্রেরিত লোক কখন আসিতে দেখিয়াছ?"

মন্নু। "কখন দেখি নাই, আমার অনুমান হয়, যশোবন্তের দূত সম্রাট সমীপে গোপনে যাইতে পারে।"

সম্রাট। (স্বগত) "এবার আমাকে পিতৃবধ করিতে হইবে, তা না হইলে রাজলক্ষ্মী বিমুখ হইবেন; রাজ্যের অনুরোধে লোকনিন্দার ভয় ত্যাগ করিতে হইবে।"

সায়েস্তাখাঁ। "আমার বিবেচনায় সম্রাটকে কারারুদ্ধ করিয়া অন্যান্য রাজা ও বিদ্রোহিদিগের প্রাণ দণ্ড করাই উচিত; আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়।"

সম্রাট ক্রুদ্ধভাবে চারিদিক অবলোকন করিবামাত্র কতলু প্রভুর মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া একজন সেনাপতিকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিল। সেনাপতি আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সম্রাট সমীপে দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট ক্রুদ্ধভাবে কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"যে যে লোকের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহাদিগকে আমার নির্দ্দিষ্ট দিবসে বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত কর।" সেনাপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্রাটের মুখপানে অবলোকন করিয়া রহিল। সম্রাট অনেকগুলি লোকের নাম ও পরিচয় নির্দ্দেশ করিয়া আদেশ করিলেন। আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেনাপতি নিষ্ক্রান্ত হইল।

এ দিকে মাধবিকা দিল্লীর রাজপথে চলিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিতেছে,—কি ভাবিতেছে? মাধবিকা নিজের নিমিত্ত কখনই ভাবে নাই। চিরকালই সখীর ভাবনাতে আকুল; অদ্য নলিনীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছে, কোথায় যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। এই সময়ে হঠাৎ দামোদরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, দামোদর দূর হইতে চিনিতে পারিয়া দ্রুত সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাধবিকা দামোদরকে মৃদুসম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিল,—"ওহে! এখন কোথায় থাকা হয়? কোথায় যাইতেছ? তোমার সখার সহিত আলাপ হইয়াছে ত?"

দামোদর ত্রস্তভাবে বলিতে লাগিল,—"আমি যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে হৃদকম্প হয়, স্মরণ করিতে রোমাঞ্চ হয়।"

মাধবিকা। "কিরূপ বিপদ?"

দামোদর রত্নপতির সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া নির্ব্বাক হইল।

মাধবিকা। "তোমার বন্ধু কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

দামোদর। "কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে? কুমার কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সেই কারাগারে অন্যের যাইবার অধিকার নাই। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। কিরূপে সাক্ষাৎলাভ হইবে, চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি না।"

মাধবিকা। "কুমারের সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ কর, আমি অনেক কষ্টে এক দিবস সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আলাপ করিবার সুযোগ পাই নাই। দুরাচার আরঙ্গজীব এরূপ ভয়ানকরূপ রুদ্ধ করিয়াছে যে, বলে কি কৌশলে মুক্তি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই, অনেক চিন্তা করিয়াও কোনরূপ উপায় দেখিতেছি না।"

দামোদর। "তুমি যদি কোনরূপ উপায় না করিতে পার, তাহা হইলে বড় বিপদের বিষয়। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান অতি অল্প, ন্যায়ের অনুরোধে কুমারকে যে পরিত্যাগ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। প্রকাশ করিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, আমি সম্রাটের গুপ্ত সমাচার জানিবার জন্য সায়েস্তাখাঁর গৃহে গিয়াছিলাম, অনেক কৌশলে জানিতে পারিলাম। বিদ্রোহিদিগের প্রাণনাশের এক দিনস্থির হইয়াছে, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, বলিতে পারি না।" কিছুকাল নীরব রহিল।

দামোদর। "হায়! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হে প্রিয়বন্ধু কুমার! তোমার পরিণাম চিন্তা করিয়া হৃদয় বিকল হইল। তোমারত কোন পাপ দেখিতেছি না, তোমার এরূপ বিপদ ঘটিল কেন? তুমি সর্ব্বদাই সাধুলোকের সংসর্গে অবস্থিতি কর, পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে পায় না, তোমার শরীরে কোন দোষ নাই। আমার ন্যায় নরাধমের সহিত যে তোমার পরিচয় ও হৃদ্যতা আছে, কেবল

এই একমাত্র দোষ, ও অখ্যাতি; ইহা ভিন্ন আর কোন অনুচিত আচরণ দেখি নাই। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ রাজকুমারের যদি আশঙ্কিতরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম রসাতলে গিয়াছেন। পাপ সমস্ত সংসার অধিকার করিয়াছে বলিতে হইবে।"

মাধবিকা। "চিন্তিত হইও না, কি হয় বলা যায় না, ঈশ্বর রক্ষা করিবেন। তোমার নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বোধ হয় তুমি অবগত আছ।"

দামোদর। "আমি দিল্লীর বিষয় বিশেষরূপ অবগত নহি, যাহা জানি, তাহা বলিতে পারিব।"

"মাধবিকা। "পদ্মলতিকা এখন কোথায় আছে? শুনিয়াছি সম্রাটের অন্তঃপুরে উহার সর্ব্বদা যাওয়ার অধিকার আছে?"

দামোদর। "পদ্মলতিকা পূর্ব্বে সম্রাটের উপপত্নীমণ্ডলে ছিল, এখন সম্রাটের হাতছাড়া হইয়া দিল্লীর এক পার্শ্বে বেশ্যামণ্ডলে বসতি করিতেছে।"

মাধবিকা। "এখন তোমার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়?"

দামোদর। "সেদিন দেখা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম। পদ্মার প্রতি সম্রাটের আর কোনরূপ দৃষ্টি নাই। এখন নিজে প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। অনেক বড় বড় মোগলদিগের সহিত আলাপ হইয়াছে, আমার মত লোকের সহিত হাঁসিয়া কথা বলে, তাহাই আমার মত লোকের পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

মাধবিকা। "আমার অভিপ্রায় এই পদ্মার দ্বারা সম্রাটের অন্তঃপুরের বিষয় জানিতে পারিব কি না? পদ্মা অতি চতুরা, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান রাখে।"

দামোদর। "কখন কখন সম্রাটের নিকট যায়, কিন্তু বেশ্যা

বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিবে।”

দামোদর এক দিকে চলিয়া গেল। মাধবিকা অনেক অনুসন্ধানের পর পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইল। দেখ—পদ্মা এক মনোরম অট্টালিকাতে বসতি করিতেছে, এক পালঙ্কের উপরে অধোমুখে বসিয়া আছে। দুই জন যুবা নিকট বসিয়া যেন সমদুঃখভাব প্রকাশ করিতেছে। পদ্মার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুপাত হইয়া কপোল-দেশ আর্দ্র হইতেছে, মাধবিকাকে দেখিয়া প্রথম চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় পাইয়া আদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইল। সহসা দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। কিছুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—“পদ্মা! তোমার নিকট কোন বিবরণ জানিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস হইতেছে না। প্রথম দুঃখের কারণ জানিতে চাই, পরে প্রয়োজন জানাইতেছি।” পদ্মা অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিল,—“ভগিনি! বিশেষ দুঃখের কারণ কিছুই নয়, সম্রাট আদেশ করিয়াছেন বিদ্রোহিদিগের সঙ্গে আমারও প্রাণদণ্ড হইবে।”

মাধবিকা। “তোমার অপরাধ কি ঘটিয়াছে?”

পদ্মা। “সম্রাট কাহার নিকট শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, আমি সম্রাট সাজাহানের দূতী হইয়া শিবজী সমীপে গমন করিয়াছিলাম।”

মাধবিকা। “কি উদ্দেশ্যে?”

পদ্মা। “আমি কিছুই জানি না, কেন যে এরূপ অপবাদ ঘটিল, বলিতে পারি না, দুই এক দিবস বৃদ্ধ সম্রাট সমীপে গিয়াছিলাম, বোধ হয় সেই জন্যেই এরূপ কথা হইয়া থাকিবে।”

মাধবিকা। “শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, প্রকৃত কথা অব-

গত হইলে সম্রাট তোমায় নির্দ্দোষ জানিয়া ক্ষমা করিতে পারেন, শান্ত হও।"

পদ্মা। "আমার আর জীবনের সাধ কি? আমি যে অবস্থায় আছি, ইহাপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ, পরম সাধুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন আমার এরূপ পরিণাম ঘটিয়াছে, তখন আর অধিক শান্তি কি ঘটিবে? মৃত্যু হওয়া একরূপ ভাল।"

মাধবিকা। "আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তোমার শোকের কিঞ্চিৎ বিরাম না হইলে বলিতে পারিতেছি না।"

পদ্মা। "স্বচ্ছন্দে বল, আমার শোকদুঃখ কিছুই নয়।"

মাধবিকা। "তুমি বাদসাহের মন্ত্রণা অনেক অবগত হইতে পার, কুমার অরিজিৎসিংহের সম্বন্ধে কিরূপ মন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা জানিতে আসিয়াছি।"

পদ্মা। "মাধবিকা! বলিতে সাহস হইতেছে না, সম্রাট আদেশ প্রচার করিয়াছেন, কুমারের শিরশ্ছেদ করিবেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ অজিৎকে শূলে আরোহণ করাইবেন।"

মাধবিকা। "কুমারের কি অপরাধ?"

পদ্মা। "তাহা আমি জানিতে পারি নাই, মাধবিকা! কুমার সম্বন্ধে আর একটী ঘটনা বলিয়া জানাইতেছি।"

মাধবিকা। "সখি! বল।"

পদ্মা। "কয়েক দিনমাত্র অতীত হইল, আমায় যে দিন সম্রাট সন্দেহ করেন, তাহার পূর্ব্বদিবস, আমরা কতিপয় বেশ্যা সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আদেশ পালনার্থ উপস্থিত হইলাম, সম্রাট যেরূপ বলিয়াছিলেন, স্মরণ করিতে হৃদয় কম্পিত হয়।"

মাধবিকা। "বল বল—কি হইল।"

পদ্মা। সম্রাট বলিলেন—"আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব।" আদেশ এই,—"কুমার অরিজিৎ সিংহ কারাগারে বসতি করে, তাঁহার প্রাণ সংহার করাই আমার অভিপ্রেত।" এই কথা শুনিয়া আমরা সম্রাটের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা সত্বর কার্য্য সাধন করিয়া পুরস্কার গ্রহণ কর।" আমি বলিলাম,—"কিরূপে কোন্ সুযোগে আপনার আদেশ পালনে চেষ্টা করিব? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়াই বা উদ্যোগ করিব?" সম্রাট আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কুমারের গৃহে যাইয়া প্রথম নানারূপ হাব ভাব প্রকাশ দ্বারা মন হরণ কর। পরে মদিরামত্ত করিয়া পানীয় বস্তুর সহিত বিষ পান করাও, তাহা হইলেই কার্য্য সাধন করিতে পার।" সম্রাটের এই রূপ পরামর্শ শুনিয়া বলিলাম,—"প্রভু! কুমারের স্বভাব চরিত্র বোধ হয়, আপনি বিশেষরূপ জানেন না, সেই নিমিত্তই এরূপ পরামর্শ দিতেছেন। কুমার ক্ষত্রিয়দিগের চিরকুলব্রত রক্ষাতে তৎপর, কখনই পরস্ত্রীর প্রতি কাম-কটাক্ষপাত করেন না, যে মদিরা পান করে, তার মুখ দর্শন করিতে সম্মত নহেন। আমি কুমারের বিষয় ভালরূপ অবগত আছি, আমার জন্মস্থান যোধপুর।" সম্রাট বলিলেন,—"অরিজিৎ সিংহ অবিবাহিত, আলাপ সম্ভাষায় সুরসিক বলিয়া বোধ হয়, যৌবন পূর্ণ হইয়াছে, রূপবতী স্ত্রীর প্রতি বিরাগ জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না! উচ্চপদস্থ লোকেরা অনেক বিষয় কৃত্রিমভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অরিজিৎ নিজ গৌরব রক্ষার অনুরোধে বোধ হয়, এরূপ করিয়া থাকেন। স্বভাবকে কে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে? তুমি যদি এরূপ তরুণ-যুবাকে ভুলাইয়া কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে

তবে আর রূপের ও লাবণ্যের মহিমা কি? এরূপ কৌশল ও চাতুরীতে ধিক!”

“আমি বলিলাম,—“মহাত্মন! শত্রু দমনের এই সদুপায় নয়।” এই কথায় সম্রাট কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“তোর নিকট রাজনীতির পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি না।” আমি নীরব হইয়া শঙ্কিতভাবে রহিলাম। আমার সঙ্গিনী অন্যান্যেরাও অসম্মত হইল। সম্রাট বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে বিদায় করিলেন, পর দিবস জানিতে পারিলাম, আমি বিদ্রোহিণী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছি, প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জীবনের নিমিত্ত কেন যে মায়া হইতেছে, বলিতে পারি না, এই ছার জীবনে প্রয়োজন কি? নিজের পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ হওয়াতে দুঃখোদয় হইতেছে। কুমারের বিষয় যাহা জানি বলিলাম, পরে আর কি ঘটিয়াছে, তাহা আর জানিতে পারি নাই। সম্রাট আর কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানা বড় কঠিন ব্যাপার নহে; অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে।”

পদ্মার কথা সমাপ্ত হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত পদ্মার একটী প্রণয়ী যুবা বলিতে লাগিল,—“ইহা ভিন্ন আরও অনেক ষড়যন্ত্র প্রযোজিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই এ পর্য্যন্ত কুমারের ক্ষতি হয় নাই। সেই সকল ষড়যন্ত্রের বিষয় স্মরণ হইলে রোমাঞ্চ হয়।”

মাধবিকা। “কিরূপ ষড়যন্ত্র? জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

যুবা। “প্রকাশ করিতে সাহস হইতেছে না। সম্রাট যেরূপ দুরন্ত লোক, তাহা কাহারই অবিদিত নাই।”

মাধবিকা পদ্মার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং চিন্তাকুল মনে বহির্গত হইয়া কুমারের হিত উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

এখানে রাজা হরেন্দ্রদেব নিজ পটগৃহে বসিয়া অধীর-হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন।—বিদ্রোহিদিগের প্রাণ দণ্ডের কথা স্মরণ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃকরণ বিকল হইতেছে। এরূপ সময়ে এক ব্যক্তি পত্রবাহক আসিয়া রাজার হস্তে এক পত্র অর্পণ করিল। আবরণ উন্মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিলেন, একবার পাঠ করিয়া তৃপ্তি জন্মিল না, আবার পাঠ করিলেন, পত্রে লিখিত হইয়াছে,— "প্রাণবল্লভ! হতভাগিনীর বিষয় বোধ হয়, আপনার কিছুমাত্র মনে নাই, এখন পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হয় না। কন্যা-দুটীর সহিত আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে, অদৃষ্টক্রমে কন্যা দুটী হারাইয়াছিলাম, অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি পুনরায় লাভ করিয়াছি। আমি তপস্বিনী হইয়া বহুদিন তীর্থবাসিনী ছিলাম। এখন কোন কারণ বশতঃ দিল্লী বাস করিতেছি, জ্যেষ্ঠ কন্যা সন্ন্যা-সিনী হইয়া চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, কনিষ্ঠা উপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই হতভাগিনীর আলয়ে অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত হইয়া স্থান পবিত্র করিবেন। আমার আবাস স্থানের পরিচয় এই মোগল সেনানায়ক হেমকরের আলয়ে যাইয়া তাপসীদেবীর কথা যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই বলিয়া দিবে।" পত্রার্থ অবগত হইয়া কাশ্মীরপতির অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। ক্ষণকাল জড়প্রায় রহিলেন, ভাবিতে লাগি-লেন,—"হায়! প্রেয়সী অদ্যাপি জীবিত আছে? আমি কি নরা-ধম! নিরপরাধে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার ন্যায় পাপীর কি গতি হইবে?" আবার মনে উদিত হইল,—"বোধ হয়, কোন প্রতারক লোক আমায় বঞ্চনা করিবার মানসে এরূপ পত্র প্রস্তুত করিয়াছে। এই দেশে সমুদয় লোকই ঐন্দ্রজালিক, প্রবঞ্চক। সম্রাট স্বয়ং ধূর্ত্তের চূড়ামণি, প্রায় অধিকাংশ লোকেই

সর্ব্বদা মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এ দেশে আমার কোন ক্ষমতা চলে না। এ দেশের রীতি নীতিও অতি অল্প বুঝিতে পারি। এত কালের পর সেই প্রিয়া লাভ সম্ভব-যোগ্য বোধ হয় না। কে আমায় এরূপ প্রতারণাময় পত্র লিখিল? আমাকে প্রতারণা করিয়া অন্যের কি ফল। কি করিয়াই বা এ দেশীয় অপর লোকে এতদূর গোপনীয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছে? যদি সত্য হয়, তবে না যাওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিবার ক্রটিই বা কি আছে? যাহা হউক, একবার গিয়া দেখা উচিত। যদি প্রতারণা হয়, তবে আমার তাতে বিশেষ হানি কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পত্র-লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে একবার ইচ্ছা করিলেন, আবার ক্ষান্ত হইলেন।

সম্রাট আরঙ্গজীব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া প্রমোদগৃহে একাকী বসিয়া আছেন—সম্মুখে নীলবর্ণ মণি-প্রদীপ মন্দ মন্দ দীপ্তি পাইতেছে, দূর হইতে বীণা-ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে। বীণার স্বরশ্রবণে মত্ত হইয়া পিঞ্জরস্থ শ্যামা ও শুকগণ মধুরস্বরে অস্পষ্ট গান করিতেছে। সম্মুখদেশে একখানি চিত্রপট বিস্তৃত রহিয়াছে। এই চিত্রপট পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে। সম্রাট অনেকদিন এই আলেখ্য লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন। এতদিন বড় ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রপট লইয়া আলোচনা করার অবকাশ ছিল না। অদ্য শক্র দমনের মন্ত্রণা স্থির করিয়া একরূপ সুস্থ হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইবামাত্র সেই আলেখ্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মন সম্পূর্ণ সুস্থির হয় নাই; একবার আলেখ্যের দিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিপাত করেন, আবার শক্র দমনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন। এই সময়ে আদিষ্ট হইয়া হেমকর সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল এবং অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডা-

য়মান হইল, ইঙ্গিত অনুসারে কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিল। সম্রাট এতদিন হেমকরের আকৃতির প্রতি ভালরূপ দৃষ্টিপাত করেন নাই, অদ্য আকৃতির দিকে বার বার নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একবার হেমকরের বদন দর্শন করেন, আবার চিত্র-পটের কামিনীর বদনের সহিত তুলনা করেন। মণি-প্রদীপের নীল আল অতি মন্দ, স্পষ্ট দেখা যায় না, ভালরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, সুন্দররূপ তুলনা হইয়া উঠে না, অনেক কষ্টে তুলনা করিতে লাগিলেন। বেশপরিচ্ছদের ভিন্নতায় ক্ষণে ক্ষণে অনেক অংশে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সম্রাট (স্বগত) বলিতে লাগিলেন—"এই যুবার সহিত এই আলেখ্যের অনে-কাংশে সাদৃশ্য বোধ হয়, বোধ হয় এই চিত্রিত কামিনীর সহিত এই যুবার কোনরূপ শোণিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে, ইহার সহিত এই সম্বন্ধে আলাপ করিয়া দেখা যাক।"

প্রকাশে "হেমকর! এই চিত্রপট যে কামিনীর, তাহার বিষয় কিছু জান? হেমকর চিত্রের দিকে মনোযোগ করিয়া দৃষ্টিপাত করিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল। নিজের আকৃতি নিজের অনুভব করা বড় কঠিন ব্যাপার। হেমকর সেই চিত্রিত কামিনীর রূপ দেখিয়া অনেক চিন্তার পর শির উত্তোলন করিলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরিচয় পাইলে? হেম-কর বলিল—"আমি যেন এই আকৃতির স্ত্রীলোক কোথায় দেখি-য়াছি।"

সম্রাট বলিলেন—"ইহার পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি—ইহার আবাসস্থান যোধপুর। রত্নপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা, নাম হেম-নলিনী।" সম্রাটের মুখ হইতে এই পরিচয়সূচক কয়েকটী কথা বাহির হইবামাত্র হেমকরের হৃদয় কম্পিত হইল। চিত্রের দিকে

চাহিয়া দেখে নিজের প্রতিকৃতিই বটে, তখন ভ্রম সন্দেহ দূর হইয়া নিজের আকৃতি নিশ্চিত হইল। ভাবিতে লাগিল, "হায় এই চিত্রপট দ্বারাই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ইহা দেখিয়াই আমার প্রতি সম্রাটের লালসা জন্মিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে লোভশিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই, সাবধানে চলিতে হইবে। অনেক সময় যাপন করিয়া আসিয়াছি, আর অতি অল্প সময় কাটাইতে পারিলেই রক্ষা পাইতে পারি। যাহা হউক, এখন অন্য কথা উত্থাপন করিয়া সম্রাটের মন অন্য দিকে চালান উচিত।" প্রকাশে বলিল—"প্রভু! আমি দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া একদিনমাত্র আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়াছি, অনেক কথা বলিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারি নাই। আজ আমার অনেক নিবেদন আছে, আদেশ ও অভয় পাইলে নিবেদন করিতে পারি।" সম্রাট হেমকরের কথায় চকিত হইলেন, উপস্থিত প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া ইহার আবেদন শুনিতে অভিলাষী হইয়া বলিলেন— "তোমার কি আবেদন বল, শুনিতেছি।"

হেমকর। "প্রভু! আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি আপনার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নাই।"

সম্রাট। "তুমি যেরূপ আদেশ পালন করিয়া আমায় সন্তুষ্ট করিয়াছ, রক্ষা করিয়াছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তোমার নিকট ঋণী আছি, তাহা সেই দিনে শতবার স্বীকার করিয়াছি। তোমার যদি কোনরূপ পুরস্কার কামনা থাকে, বলিলে যথাসাধ্য যত্নবান্ হইব।"

হেমকর। "আপনি আমার সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেই আমি আপনার সৌজন্য এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না, অর্থ আমার প্রার্থনীয় নয়।

পরে আমার প্রার্থনা জানাইতেছি, পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সম্রাট। "কি কথা? বল"—

হেমকর। "আমায় অদ্য আহ্বান করিয়াছেন কেন?"

সম্রাট। "এই চিত্রপট দেখিয়া তোমার বিষয় মনে হওয়াতে এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আহ্বান করিয়াছি, বোধ হয় তুমি বেশ অবগত নও।"

হেমকর। "আমি কিরূপে জানিব? আমার দুইটী প্রার্থনা, প্রথম—অমি প্রাণপণে আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এখন ইচ্ছা যে, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্থানান্তরে যাই। দ্বিতীয়—আপনার সৈন্য সকল বড় অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এখন শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে।"

সম্রাট। "তোমার এ বয়সে কেহ কার্য্য প্রবেশ করিতেও সাহস হয় না, তুমি কার্য্য হইতে অবসর নিতে ইচ্ছা করিতেছ। তোমার যদি নবযৌবন দোষে অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া থাকে, তবে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহ করাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া হাস্য করিলেন, হেমকর মুখে বস্ত্র দিয়া মুখ ফিরাইল।

সম্রাট। "এখন পর্য্যন্ত গোঁপের রেখা উদিত হয় নাই, এখন নানা রূপ বিদ্যা শিক্ষার সময়, আমার এখানে থাকিয়া যুদ্ধশাস্ত্রের সহিত নানা বিদ্যা শিক্ষা কর। অবকাশ পাইবে না। দ্বিতীয় প্রার্থনা আমার মঙ্গলজনক। তোমার নিজের স্বার্থ নয়, সৈন্য শাসন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, কেন সৈন্য সকল এরূপ অবাধ্য হইতেছে, তাহা কারণ কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

হেমকর। "অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।"

সম্রাট। "আমি একরূপ জানিতে পারিয়াছি, অনেক প্রধান লোক আমার শত্রু, তাহাদের উত্তেজনায় সৈন্য সকল বিদ্রোহী হইয়াছে।"

হেমকর। "কোন্ কোন্ প্রধান লোক আপনার শত্রু? তাহাদিগকে দমন করিবার কি কি উপায় স্থির করিয়াছেন? শত্রুদিগকে বশীভূত করিবার কোনরূপ উপায় স্থির হইয়াছে কি না?

সম্রাট। "আমার পিতা মহা শত্রু, যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার পুত্রদ্বয়, শিবজী, ইহা ভিন্ন যে সকল শত্রু আছে, সমুদয়ই ক্ষুদ্র-লোক। শিবজীকে একরূপ হস্তগত করিয়াছি, অরিজিৎ সিংহকে করারুদ্ধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই।"

হেমকর। "বিপক্ষ রাজাদিগের নিমিত্ত কি শাস্তি মনোনীত করিয়াছেন?"

সম্রাট। "প্রাণদণ্ড ভিন্ন আর কি শাস্তি মনোনীত করা যাইতে পারে?"

হেমকর। "কি!—অরিজিৎ প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিয়াছে, বিচার ব্যতীত তাঁহারও প্রাণদণ্ড হইবে? এই পরামর্শ কি ন্যায়ানুগত হইয়াছে? কথনই নহে।"

সম্রাট। "অরিজিৎ দাক্ষিণাত্যে গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় নাই, তাহার সেই কার্য্যমাত্র স্মরণ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আত্মরক্ষার অনুরোধে যথন নিজ পিতার শিরশ্ছেদ করিতে প্রস্তুত আছি, তখন এক নরাধম হিন্দু রাজার প্রতি আর কতদূর ক্ষমা প্রকাশ করিতে পারিব বলিতে পারি না।"

হেমকর। (স্বগত) "সম্রাটের অভিপ্রায় শুনিয়া হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এবার কুমারের উদ্ধার সাধন বড় কঠিন দেখি-

তেছি।” প্রকাশে—“বিশেষরূপ তদন্ত না করিয়া কোন প্রবঞ্চক লোকের কথায় কোন কার্য্য করিবেন না, আপনি ভারতবর্ষের বিচারপতি।”

সম্রাট। (স্বগত) “ইহার নিকট অরিজিৎ সিংহের বিষয় প্রকাশ করা ভাল হয নাই, বোধ হয়, ইহার সহিত তাহার কোন-রূপ আত্মীয়তা জন্মিয়া থাকিবে, অনেক সেনা সম্প্রতি ইহার ক্ষম-তার অধীন হইয়া রহিয়াছে, এই যুবা যদি অরিজিৎ সিংহের সাহায্য করে, তবে দমন করা আমার দুঃসাধ্য হইবে, অনেক লোকের রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা, ইহার প্রাণ বিনাশ করা কি কোনরূপে ইহাকে বশীভূত করা আবশ্যক।”

হেমকরের রূপ দেখিয়া প্রথম সম্রাটের যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, ক্ষণকাল মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আর একরূপ ধারণ করিল, যুবার লাবণ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন এখন আর তাহা দেখিতে পান না, স্বার্থপরতা আসিয়া যেন সমুদয় আচ্ছাদন করিল। হেমকর, এতদূর অধীর হইল যে আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না, গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিল, বলিল, “প্রভু! বিশেষ প্রয়োজন স্মরণ হইল আর বিলম্ব করিতে পারি না।” আদেশ গ্রহণ করিয়া প্রস্থিত হইল।

সম্রাট একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রেমাগ্রহ আসিয়া একবার সম্রাটের মনে উদিত হইতেছে এবং হেমকরের সৌন্দর্য্য বিশেষ রূপে চিত্রিত করিতেছে, আবার স্বার্থপরতা ও রাজ্যলোভ আসিয়া হেমকরের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া দিতেছে, অনেক চিন্তার পর সম্রাট স্থির করিলেন, “অতি সত্বর সমুদয় শত্রুবর্গের প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এরূপ গুরুতর কার্য্যে আলস্য বা কাল বিলম্ব করা উচিত নয়, শত্রুকুলের বিনাশ সাধন করিয়া পরে হেমকরের

প্রাণদণ্ড করিতে হইবে, এরূপ লোকদ্বারা ভবিষ্যতে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে পারে, দুই দিবস মধ্যে সমুদয় কার্য্য শেষ করিতে হইবে, সম্প্রতি যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না," এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্রাট গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।"

অপরাধিগণের প্রাণ দণ্ডের নিমিত্ত বধ্যভূমি প্রস্তুত হইল—শূল ও উদ্বন্ধনকাষ্ঠ সকল সারি সারি সজ্জিত, ঘাতক চণ্ডালগণ বিকটবেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং বধকার্য্য সম্পাদনের উদ্যোগ করিতেছে, অসংখ্য বধসহকারী সেনা বধ্যভূমি বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সম্রাট একপার্শ্বে বধবিচারকের আসনে উপবেশন করিয়াছেন। চারিদিকে বিচারপোষক মন্ত্রিগণ আসীন হইয়াছে, অনেক দর্শক বধ-ভূমির একপ্রান্তে একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। শিবজী, হরেন্দ্রদেব ও যশোবন্ত সিংহ, দর্শনার্থ আহূত হইয়া একস্থলে দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহাদিগকে প্রতাপ প্রদর্শন করাই সম্রাটের উদ্দেশ্য। অপরাধিগণ প্রহরিগণে বেষ্টিত হইয়া অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে একস্থলে দণ্ডায়মান আছে; অধিকাংশেরই হস্ত পদ বদ্ধ। যাহাদিগের পলাইবার

আশঙ্কা নাই, কেবল তাহাদিগের মাত্র হস্ত পদ রুদ্ধ করা হয় নাই। সম্রাট দূতপতিকে আহ্বান করিবামাত্র দূতপতি বিনীতভাবে সমীপস্থ হইল। সম্রাট আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানকে সম্মুখে উপস্থিত করিল। পিতা পুত্র সমীপে অতি সামান্য অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। শোকে, ক্ষোভে ও অপমানে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সেই অশ্রুজলে অনেক দর্শকের অন্তঃকরণ বিগলিত হইতে লাগিল। পুত্রের হৃদয় এমনি পাষাণ, এমনি বজ্র যে, কিছুতেই আর্দ্র হইল না। আরঙ্গজীব পিতার চক্ষুর দিকে অবলোকন করিয়া কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন, এই নিমিত্ত মুখ ফিরাইয়া বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলে, নিজদোষে ভাগ্যলক্ষ্মী হারাইয়াছ, তোমায় অনেক বার ক্ষমা করিয়াছি, অশক্ত হইয়া অবশেষে কারাগারে রাখিয়াছি, কিছুতেই তোমার শাসন হইল না। তোমার আচরণ চিরকালই একরূপ ভয়ানক রহিল। তোমায় আজ সমুচিত শাস্তি দিতে মানস করিয়াছি। রাজ্যলাভের আশা আজ অবধি পরিত্যাগ কর, তোমার জীবন সংহার করিয়া সমুদয় জ্বালা নিবারণ করিতেছি।"

সম্রাট সাজাহান, পুত্রের এইরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া একবারে মোহিত প্রায় হইলেন। মুখ হইতে সহসা কোন কথা বাহির হইল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টা পর করুণ-স্বরে এই মাত্র বলিলেন,—"তুমি সম্রাট, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সংসাধিত হইবে। সামান্য রাজ্য লোভে পিতার প্রাণ সংহার করিয়া পৃথিবীতে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবে, আমার জীবন সংহার কর ক্ষতি নাই। যত দিন (মম তাজমহল) বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমার নাম

পৃথিবীতে দেদীপ্যমান থাকিবে। আর জীবন ধারণে সাধ নাই! আমি যেরূপ অপমানিত হইলাম, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে। বৎস!—এখন বৎস বলিয়া সম্বোধন করিবার নয়, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেছি,—তুমি আমার প্রতি যতই কেন অত্যাচার কর না, আমি তোমার মৃত্যু কামনা কখনই করি নাই। এখনও বলিতেছি—তুমি চিরজীবী হইয়া রাজ্য ভোগ কর। আমি এই পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করি।"

সাজাহানের রোদনে উপস্থিত সমুদয় লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। আরঙ্গজীবের হৃদয় চঞ্চল হইল, বলিলেন,—"তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আর রাজ্য লাভের আশা কেন? এ বয়সে সংসার হইতে অবসর হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকা উচিত, নিজ দোষে নিজের অমঙ্গল ঘটিবে, আমার অপরাধ কি? তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছ কেন? অন্যলোকে রাজ্য লাভ করিলে তোমার তাতে লাভ কি? আমার রাজলক্ষ্মী থাকিলে তোমারই খ্যাতি ও নাম থাকে।"

সাজাহান বলিল—"আমি কোনরূপ ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না। আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিতেছ, অনুসন্ধান করিয়া অপরাধ স্থির করা উচিত ছিল।"

আরঙ্গজীব বলিল—"এবার তোমায় ক্ষমা করা গেল, জীবন রক্ষা করিলাম। প্রহরি! শীঘ্র ইহাকে কারাগারে সাবধানে রাখিয়া এস।" আদেশ মাত্র সাজাহান কারাগারে নীত হইলেন।"

বিচারার্থ সম্রাটসমীপে আর একজন অপরাধী উপস্থিত হইল। ইহার নাম রত্নপতিশ্রেষ্ঠী,—দেখিয়া আরঙ্গজীব বলিল "নরাধম! পূর্ব্বেই তোর প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ক্ষমা করার এই ফল? আর নিষ্কৃতি নাই।"

রত্নপতি বলিল—"প্রভু! আমার কি অপরাধ?"

সম্রাট। "তুই কন্যা গোপন করিয়াছিস্। আবার বিদ্রোহি-দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিস্। তোমার প্রাণদণ্ড করিয়া সমুদয় গর্ব্ব চূর্ণ করিতেছি।"

রত্নপতি। "কন্যা গোপন করিবার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগের সহিত আমার কোন পরামর্শ হয় নাই।"

সম্রাট। "তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" এই বলিয়া ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন। ঘাতকগণ রত্নপতিকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। রত্নপতি কোনরূপ আপত্তিতেই বিলাপ করিবার অবকাশ পাইল না।"

বিচারস্থলে দেবদাস উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সম্রা-টের মুখপানে অবলোকন করিতে লজ্জা ও শঙ্কা বোধ হইল। অধোবদনে রহিল।

সম্রাট কর্কশস্বরে বলিলেন—"নরাধম! তোকে প্রাণতুল্য বিশ্বাস করিতাম। তুই আমার বিপক্ষকুলের সাহায্য করিতে-ছিস্? আমি ত তোকে কোন দিন কোনরূপ অসন্তুষ্ট করি নাই।"

দেবদাস। "বিচার করুন।"

সম্রাট। "বিচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

দেবদাস। "আমি নির্দ্দোষ।"

সম্রাট। "প্রমাণ করা উচিত।"

দেবদাস। "আমার অপরাধ কিরূপে প্রমাণিত হইয়াছে?"

সম্রাট। "শিবজী ও অরিজিৎসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার অনিষ্টসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্।"

দেবদাস। "আপনি কিরূপে জানিলেন ?"

সম্রাট। "তুমি কি শিবজীর সহিত কখন আলাপ কর নাই ?"

দেবদাস। "তাতে হানি কি? আলাপ করিলেই কি অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে পারে? হয়ত আমি আপনার প্রশংসাসূচক আলাপ করিয়াছি।"

সম্রাট। "তুমি আমার নিকট অনুমতি না পাইয়া পুণা যাওয়াতে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে।"

দেবদাস। "তাহাতে অন্য কোন শাস্তি হইতে পারে। সেই অপরাধ প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।"

সম্রাট। "কেবল তোমার এইমাত্র অপরাধ নয়।"

দেবদাস। "আপনি অবগত আছেন—আমি আপনার এক মহৎ উপকার করিয়াছি। আমি যে পত্র বহন করিয়া পুণা হইতে দিল্লী আগমন করি, তাহাই আপনার বর্ত্তমান মঙ্গলের অঙ্কুরস্বরূপ।"

সম্রাট। "স্বীকার করি—সেই পত্র দ্বারাই আমার মান রক্ষা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পত্রখানি আনয়ন করা বিশ্বাসঘাতকতা হইয়াছে কি না ?"

দেবদাস। "আপনার উপকারার্থ শিবজীর কিছু অনিষ্ট করিয়াছি।"

সম্রাট। "শিবজীর নিকট যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে শিবজী তোমার অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। তুমি এক-ব্যক্তির নিকট যখন বিশ্বাসঘাতক হইয়াছ, তখন অন্যের নিকটও বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সম্ভাবনা।"

দেবদাস। "স্বীকার করি আমার জীবনে এইমাত্র একটী দোষ ঘটিয়াছে, এখন দোষ মহৎ লোকের নিকট মার্জ্জনীয়।"

সম্রাট। "এরূপ ভয়ানক দোষ ক্ষমাযোগ্য নয়। বিশেষতঃ আমি [illegible] লোক নই। তোমায় ক্ষমা করিব না। কোন মুসলমান এরূপ দোষ করিলে ক্ষমা করিতাম।"

দেবদাস। "আমি মৃত্যুকে ভয় করিনা। ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়। আমার পুত্র পরিবার থাকিত, তবে তাহাদের জন্য চিন্তিত হইতাম। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অসময় কেহই নয়, সকলকেই মরিতে হইবে। এইমাত্র দুঃখের বিষয় যে, অবিচারে অপমৃত্যু ঘটিল।"

সম্রাট ঘাতকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ইহাকে বধ্যভুমিতে লইয়া যাও, অদ্যই ইহার শিরশ্ছেদ হইবে।" দেবদাস অপসারিত হইলে সম্রাটসমীপে আর একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল, একজন রক্ষক পরিচয় দিতে লাগিল—"রাজেন্দ্র! এ বামুন হতভাগা আপনার প্রতিকূল মন্ত্রণারত হইয়া উদ্যোগ করিতেছিল।"

আরঙ্গজীব বলিল,—"আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি? তুমি আমার প্রতিকূলতা করিতেছ কেন? এখন তোমার নিজ অপরাধের শাস্তি ভোগ কর।"

ব্রাহ্মণ। "রাজেন্দ্র! আমার কোন দোষ নাই, সংসারে আমার মমতা নাই, আমি উদাসীন, অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এই নগরের প্রান্তভাগে বাস করিতেছি।"

সম্রাট। "তুমি একে হিন্দু, তাহাতে আবার সর্ব্বদা পুত্তলিকার অর্চ্চনা করিয়া থাক, কেবল এইমাত্র অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হইতে পারে। তুমি কি জান না, আমার এরূপ আইন আছে;—গঙ্গা স্নান, পুত্তলিকা পূজা, যাগ যজ্ঞ করিলে, কঠিন শাস্তি ঘটে।"

ব্রাহ্মণ। "গঙ্গা স্নান ও পুত্তলিকা পূজা আপনার কোরাণ বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পাপ বলিতে পারেন না। ইহার ফলাফল দ্বারা অন্যের কোন হানি নাই, পুত্তলিকা পূজকগণ যে নরকগামী হইবে, ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।"

সম্রাট। "যাহা কোরাণবিরুদ্ধ, তাহাই পাপজনক, অন্যেরা যাহাই মনে করুক, আমাকে কোরাণ মান্য করিয়া চলিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ। "আপনি এক বিপুল মহাদেশের অধিপতি, এইরূপ এক মহাদেশে নানারূপ জাতি নানারূপ ধর্ম্মাবলম্বী বাস করে, আপনি যদি কোন এক ধর্ম্মের পক্ষপাত করিয়া চলেন, তবে কিরূপে শান্তিরক্ষা হইতে পারে, কিরূপেই বা প্রজাগণ আপনার প্রতি ভক্তিমান্ থাকিতে পারে।"

সম্রাট। "তোমার সহিত ধর্ম্ম বিচার করিতে চাই না, বলপূর্ব্বক মহম্মদের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিব, হিন্দু-দেব-পূজকদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া দেশের পাপ মোচন করিব।"

ব্রাহ্মণ। "মৃত্যু জন্য ভয় করি না, মৃত্যুকালে নীচজাতি শরীর স্পর্শ করিবে, এবং পাপকর শব্দ সকল শ্রুতিগোচর হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া আত্মা অধীর হইতেছে।"

সম্রাট। "মৃত্যুকালে তোমার কর্ণে 'বিস্‌মল্লা' শুনাইব। সকল হিন্দুরা দেখিতে পাইবে, আমার কতদূর ধর্ম্মশাসন।" এই বলিয়া ঘাতকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে অনেক ঘাতক আসিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। আরঙ্গজীব বলিল, "এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে লইয়া যাও, তপ্তলৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া ইহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে।" আর একজন অপরাধী সম্মুখে আনীত হইল। আরঙ্গজীব কিছুমাত্র বিচার ও বিবেচনা না করিয়াই ঘাতক হস্তে উহাকে অর্পণ করিল। সহসা একজন দূত আসিয়া বলিল,—

"রাজেন্দ্র! রক্ষক সেনাগণ কুমার অরিজিৎ সিংহকে আনিয়া কিঞ্চিৎদূরে আছে, আদেশ হইলে এখানে উপস্থিত করিতে পারে।"

আরঙ্গজীব। "কুমার কিরূপ অবস্থায় আনীত হইয়াছে?"

দূত। "হস্তযুগল দৃঢ়রূপ আবদ্ধ আছে।"

আরঙ্গজীব। "বন্ধন মুক্ত করিয়া এখানে আনিতে বল, সাবধান, যেন কোন অস্ত্র ধারণ করিবার সুযোগ না পায়।" 'যে আজ্ঞা বলিয়া দূত নিষ্ক্রান্ত হইল।

কুমার বিষদন্তহীন ভুজঙ্গের ন্যায় নিরস্ত্র হইয়া বন্দিভাবে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইলেন, বদন মলিন, লোচনদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে, দাক্ষিণাত্যে যিনি অলৌকিক রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি সামান্য কৌশলে সামান্য-লোকের ন্যায় বিচারসভা সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন, অন্যায় ষড়-যন্ত্রের নিকট গুণগৌরব বীরত্ব মহিমা সমুদয়ই পরাস্ত।

আরঙ্গজীব কঠোর স্বরে বলিল,—"তুমি অতি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাস পূর্ব্বক তোমার হস্তে সমুদয় সেনার ভার অর্পণ করিলাম, তুমি আমার রাজ্যের প্রতি লোভ করিয়া শিবজীর সহিত নানারূপ ষড়-যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষী।"

কুমার। "সূর্য্যবংশীয়েরা বিশ্বাসঘাতক নয়, প্রাণপণে তোমার কার্য্যসাধন করিয়াছি, এইমাত্র আমার অপরাধ—সম্মুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই, আমি যে মোগল সাম্রাজ্যের অশু-ভাকাঙ্ক্ষী তাহাতে সন্দেহ নাই, বিদেশীয় নীচজাতীয় লোক ভারত-বর্ষের রাজত্ব করিবে, ইহা কোন্ ক্ষত্রিয়ের বাঞ্ছনীয়? কিন্তু যখন সৈন্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রাণান্তে কার্য্যতঃ বিপক্ষতা-চারণ করিব না।"

সম্রাট। "প্রাণভয়ে এরূপ বলিতেছ?"

কুমার। "যে ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে কাতর, তাহার জীবনে ধিক্।"

সম্রাট। আমি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি তুমি ষড়যন্ত্র দ্বারা আমার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিতেছ, তোমার প্রাণদণ্ড করিব।"

কুমার। "প্রাণদণ্ড হইবে তাহাতে ভয় বা অসন্তোষ নাই, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় মরিতে ইচ্ছা হয় না।"

সম্রাট। "এখন তুমি আমার হস্তে পতিত হইয়াছ, নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছ, কোনরূপে তোমায় ছাড়িব না। তোমার গর্ব্ব ও তেজ সর্ব্বদাই আমার মনে জাগরুক আছে।"

কুমার। "আমাকে অতি ঘৃণিতভাবে রুদ্ধ ও নিগ্রহ করিয়াছ, কাপুরুষ নরাধম ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়?"

সম্রাট। "কৌশল ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি জয় লাভ করিতে পারে?"

কুমার। "এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণ বধ করিয়া জ্বালা নিবারণ কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। বৃথা বিচারের ভান করিয়া কাল গৌণ করা উচিত নয়।"

সম্রাট। "তোমার দোষ প্রকাশ করিয়া এবং তর্ক দ্বারা নির্ব্বাক করিয়া পরে শাস্তি দেওয়া হইবে।"

কুমার। "কি বিচার করিবে, কর? তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিবার আর কি পথ আছে? আমার প্রতি অত্যাচার করা তোমার পক্ষে নূতন নহে। যে ব্যক্তি নিজ পিতার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত, তাহার সম্বন্ধে অন্যের কথা উল্লেখ করাই বৃথা। তোমার নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি না, মৃত্যু অসন্তোষজনক নহে, আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমায় পশুর ন্যায় বধ করিতে মানস করিয়াছ, আমার হস্তে অস্ত্র দেও, যুদ্ধ করিয়া অম্লান-মুখে প্রাণত্যাগ করিব। কোন বীর-পুরুষকে এরূপ জঘন্যভাবে নিহত করা অতি

নীচ লোকের কর্ম্ম। তোমার যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে অবশ্যই আমার হস্তে অস্ত্র প্রদান করিতে সাহসী হইবে।"

আরঙ্গজীব কুমারের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ঘাতকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিবামাত্র ঘাতকগণ সম্মুখে উপস্থিত হইল। রক্ষক ও ঘাতকগণে বেষ্টিত হইয়া কুমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে লাগিলেন।

এ সময়ে একজন দূত আসিয়া বলিল,—"অরিজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিৎ সিংহ আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়াছে। কৌশল সমুদয় ব্যর্থ হইয়াছে, বল প্রয়োগ ভিন্ন ধৃত করা যাইবে না।"

সম্রাট আরঙ্গজীব এই সংবাদে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"অজিৎসিংহ সামান্য লোক নয়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোলযোগ করিতে পারে। শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করা কর্ত্তব্য।" ঘাতকদিগকে উচ্চৈস্বরে আদেশ করিল,—"অপরাধী-দিগের শীঘ্র প্রাণদণ্ড কর। এক প্রহরের অধিক বিলম্ব না হয়। যে অপরাধীর যেরূপ অবস্থায় প্রাণ দণ্ডের বিধান হইয়াছে, সেই-রূপ সম্পাদন করিতে হইবে।"

সম্রাটের মুখ হইতে এই আদেশ গভীর উচ্চৈঃস্বরে নিঃসৃত হইতে হইতে সেনা ও ঘাতকগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, অপ-রাধিগণের হৃদয় অধিকতর কম্পিত হইতে লাগিল, ঘাতকগণ সত্বর হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

এদিকে অজিৎ সিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপদ জানিতে পারিয়া প্রতীকারের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। অনেক বিদ্রোহি-সেনা অজিৎ সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। সৈন্যগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুমারের উদ্ধারার্থ বধ্যভূমির অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইল।

হেমকর সংবাদ পাইয়া অধীর হইয়া পড়িল, বিলাপ ও পরিতাপ করিবার অবকাশ নাই। অজিৎসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধারার্থ সসৈন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইল। মাধবিকাকে বলিল,—"আমার সহিত আর সাক্ষাত হইবে না। আমি যুদ্ধে চলিলাম, চিরকাল ছদ্মবেশে কালযাপন করিলাম। সকলের নিকট প্রকাশিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার ন্যায় হতভাগিনীর জীবনধারণে কি ফল? আমি সর্ব্ব সমক্ষে জীবন ত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ পাইব। আমি যদি না জন্মিতাম, তবে জননী পরিত্যক্তা হইতেন না। আমায় যিনি প্রতিপালন করিলেন, আমার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল, যিনি আমার বল্লভ, তাঁহার এই দশা উপস্থিত,—মৃত্যু ভিন্ন আমার ন্যায় দুর্ভাগিনীর ঔষধ নাই।"—এই বলিয়া সত্বর অসি চর্ম্ম ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিল। আবার বলিল "সখি! আমার প্রকৃত বেশ বিন্যাস করিয়া দেও, নিজবেশে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিব, ছদ্মবেশে মরিতে ইচ্ছা হইতেছে না। ক্ষণবিলম্বে নায়কের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিল। দক্ষিণ হস্তে অসি ধারণ করিয়া অশ্ব চালাইতে উদ্যত হইল। অনেকগুলি সেনা নলিনীর পক্ষ হইয়া চলিল, বেশ পরিবর্ত্তনের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

ইতি পূর্ব্বে অজিৎ সিংহ হেমকরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন, এখন সসৈন্য আসিতে দেখিয়া অনুমান করিলেন,—অনুকূলতা করিবার মানসে আসিতেছে। উভয়ের বহুসংখ্যক সৈনা একত্র মিলিত হইয়া বধ্যভূমির চারিদিক বেষ্টন করিতে লাগিল।

আরঙ্গজীব পূর্ব্বেই উপস্থিত ঘটনার পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া অপরাধিদিগের প্রাণ দণ্ড করিতে ব্যগ্র হইলেন। প্রথম বত্নপতিকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট আনয়ন করা হইল।

রত্নপতি ইষ্টদেব ও পরিবারবর্গকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ঘাতকগণ বিলম্ব না করিয়া গলে রজ্জু বন্ধন করিয়া শূন্যদেশে উত্তোলন করিল। নিমেষমাত্রে উদ্বন্ধনকাষ্ঠে দোলিত হইতে লাগিল, চক্ষু বিকৃত ও জিহ্বা বহির্গত হইল। স্ত্রী বলিয়া পদ্মলতিকা পরিত্যক্তা হইল।

দেবদাসকে রুদ্ধ করিয়া এক কাষ্ঠোপরি শয়ান করাইল, এক ব্যক্তি ঘাতক তরবারি দ্বারা এক আঘাত করিবামাত্র মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। রুধির-ধারা বেগে উত্থিত হইয়া দূরে ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, মস্তকহীন কলেবর ভূমিতে বেগে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

উদাসীন ব্রাহ্মণ সমীপে আনীত হইল, এক স্তম্ভের সহিত হস্ত যুগল বন্ধন করিয়া আবদ্ধ করিল। কতকগুলি কুক্কুর চারি দিক বেষ্টন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে আক্রমণ করিয়া হস্ত, পদ, উদর, বক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তপ্ত-লৌহ-শলাকা দ্বারা ইহার প্রাণ বধ করিবার আর অপেক্ষা রহিল না। আদেশ ক্রমে কুমার অরিজিৎ সিংহ আসিয়া আরঙ্গজীবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

আরঙ্গজীব কর্কশ-স্বরে বলিল,—"এখনও বার বার বলিতেছি, তুমি আমার বিপক্ষতা পরিত্যাগ কর, তোমার কেশও স্পর্শ করিব না। মুক্তকণ্ঠে বল, তুমি সর্ব্বদা আমার হিতকামনা করিবে?"

কুমার কম্পিত কলেবরে গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমায় অন্যায়রূপে অপমান করিয়াছ, জীবিত থাকিলে প্রাণ-পণে তোমার অনিষ্ট সাধন করিব। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের মৃত্যুই মঙ্গল।

আরঙ্গজীব ঘাতকদিগকে বলিল,—"কুমারকে বধ্যস্থলে লইয়া যাও তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না।"

আরঙ্গজীবের আদেশ শুনিয়া হরেন্দ্রদেব, ও যশোবন্তসিংহ ক্রোধে ও শোকে অধীর হইল। শিবজী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। অনেক দর্শক হাহাকার করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"অভিতপ্তময়োপি মার্দ্দবম্।
ভজতে কৈবকথা শরীরিণাম্॥"

অদ্য প্রকৃতি কি ভয়ঙ্করী, সূর্য্য যেন বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তর্জ্জন করিতেছেন। পবন যেন মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতেছে। গগণ মণ্ডলে পবন চালিত ছিন্ন ভিন্ন মেঘদল দেখিয়া বোধ হয়, যেন সমরক্ষেত্র শোভা পাইতেছে।

নলিনী বিপদকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"আর বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনই আত্মঘাতিনী হওয়া উচিত। কিরূপে ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিব? এরূপ সময়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের পক্ষে যত সৈনা আছে, ইহা লইয়া প্রতিকূলতা করা কেবল কতগুলি নরহত্যা সঙ্ঘটন করামাত্র, কোনরূপে কুমারের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হইব না। হয়ত রণে ধৃত হইলে পরে প্রাণনাশ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ ঘটিতে পারে।"

অজিৎসিংহের সৈন্য ও নলিনীর সৈন্য একত্র বধ্যভূমি বেষ্টন করিল। সম্রাটের সৈন্য বিপক্ষদল অপেক্ষা শতগুণ অধিক। দুইদল সৈন্য সম্মুখ হইয়া বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আরঙ্গজীব গোলযোগ দেখিয়া এক অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিল। শিবজী প্রভৃতি রাজগণ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া একদিক দাঁড়াইল।

নলিনী অশ্ব চালাইয়া হঠাৎ দুইদলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া স্থান ছাড়িয়া দিল, এবং সকলেই বিস্মিত হইয়া নলিনীর পানে দৃষ্টি-পাত করিতে লাগিল। আরঙ্গজীব কৌতূহলী হইয়া নলিনীর নিকটে অশ্বকে আনয়ন করিল। ঘাতকগণ চকিত হইয়া নলিনীর দিকে চহিয়া রহিল। অনেকে নলিনীর রূপে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া কল্পনা করিতে লাগিল,—"এ কামিনী হঠাৎ কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইল? দেবকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কিছুই স্থির করা যায় না। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ অল্প অল্প অপ-সৃত হইয়া মধ্যভাগে ক্ষুদ্র এক প্রান্তর সদৃশ স্থান শূন্য করিল। প্রধান প্রধান সেনা ও রাজগণ সেই প্রান্তর মধ্যে সম্রাট সমীপে দণ্ডায়মান হইল।

এসময়ে মাধবিকা, নর্ম্মদা ও তাপসী ঊর্দ্ধশ্বাসে সৈন্য ভেদ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজগণ ও আরঙ্গজীব দেখিয়া আরও চকিত হইল।

নলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"এ হতভাগিনীর কথায় সকলে কর্ণপাত কর। হে সৈন্য সামন্তগণ! তোমরা নীরব হইয়া শ্রবণ কর;—অনেক লোককে প্রতারণা করিয়াছি, মোহিত করি-য়াছি, এতদিন ছদ্মবেশে ছিলাম, অদ্য লোকের নিকট প্রকৃত পরি-

চিত হইতেছি। আর জীবন ধারণে ফল নাই; ঘোরতর অশুভ ঘটনার পূর্ব্বেই পৃথিবী ত্যাগ করা ভাল। এই বলিয়া নিজ কণ্ঠ-দেশে হঠাৎ তরবারি আঘাত করিল। রক্তধারা বেগে বাহির হইতে লাগিল, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল, কেশ-জাল আলুলায়িত হইল, হস্ত পদ দ্রুত সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

নর্ম্মদা উন্মাদিনী প্রায় হইয়া করুণ-স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল,—"দুঃখিনি! তোর কি পরিণামে এই হইল? পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, বড় আশা করিয়াছিলে; সেই আশা পূর্ণ করিবার অবকাশ হইল না। তুই পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিস, আমি পাপ সংসার নিশ্চয় ত্যাগ করিব, তাপসী বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি কাশ্মীরদেশীয় রাজপত্নী, যৌবনকালে দুইটী কন্যার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, অনেক কাল কন্যা দুইটী হারাইয়া উন্মা-দিনীপ্রায় ছিলাম, সম্প্রতি বিধাতা কন্যা দুইটীকে মিলাইয়া ছিলেন। আমার পতি হরেন্দ্র দেব। আশা ছিল কন্যা দুটীর সহিত মহারাজের নিকট যাইয়া অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, অবকাশ হইল না। ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, এই পাপ সংসার পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।" এই বলিতে বলিতে কম্পিত কলেবরে মূর্চ্ছিত দেহের উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। হরেন্দ্র দেব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—"আমার ন্যায় নরাধম সংসারে আর নাই, কুলাচারের অনুরোধে ভার্য্যা ত্যাগ করিয়াছি, কন্যাবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, অদ্য স্বচক্ষে কন্যাবধ দেখিলাম, প্রিয়া সেই দিবস বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, একবার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিলাম না!" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি-

লেন। মাধবিকা রোদন করিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রিয়সখী আত্মঘাতিনী হইল, আমি এ জীবন রাখিব না, আমার নিকট এই সংসার নরক সদৃশ বোধ হইতেছে, প্রিয়সখী ভিন্ন এ হতভাগিনীর কেহ নাই, প্রিয়সখীর বিরহ সহ্য কতে পারিব না, আমার সমুদয় পরিশ্রম ও চেষ্টা বিফল হইল, মাগো বসুমতি! আমায় গ্রহণ কর, হে সূর্য্যদেব আমার জীবন গ্রহণ কর," এইরূপ বলিতে বলিতে নলিনীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিল।

অরিজিৎসিংহ দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"স্বচক্ষে এরূপ শোচনীয় ব্যাপার দেখিলাম। আর মুহূর্ত্তকাল পরে হইলে দেখিতে হইত না। কেন আমার মৃত্যুতে বিলম্ব হইতেছে।" উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"হা প্রিয়ে! তুমি সমরশায়িনী হইলে?"

সম্রাট এখন অবগত হইতে পারিলেন—এই শ্রেষ্ঠি কন্যার জন্যেই অনুরাগ জন্মিয়াছিল, সে কামিনী, অই সমরশায়িনী হইল। শিবজী বলিলেন,—"ভীষ্মদেব যেরূপ কুরুক্ষেত্রে সমরশায়ী হইয়াছিলেন। এ কামিনীও অদ্য সেইরূপ সমরশায়িনী হইল।"

সম্পূর্ণ।